নোম চমস্কি-ডব্লিউ.ভি.ও.কোয়াইন এবং সঙ্গে ডোনাল্ড ডেভিডসন

এই নিয়ে তিন জন

দেবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

নির্মাল্য নারায়ণ চক্রবর্তী ও মধুছন্দা সেন

অনুলিখন ঃ শিবান্বিতা মুখোপাধ্যায়

''চমস্কি''-সংখ্যার ভাবনা বেশ কয়েক বছর আগেই হয়েছিল দেবপ্রসাদের সঙ্গে। কিন্তু সে সময় অমৃতলোক পত্রিকা চমস্কি-সংখ্যার উদ্যোগ নিল বলে ও বেশ কিছু কমন লেখক ছিল বলেই আমরা সাময়িক থেমেছিলাম। ঐ সময়েই দেবপ্রসাদের উদ্যোগে আই.এস.আই-র এল.আর.ইউ (ল্যাঙ্গোয়েজ রিসার্চ ইউনিট) বিভাগে এই সংলাপের আয়োজন হয়েছিল — ''আলোচনা চক্র'' পত্রিকার জন্যই। এর মধ্যে খুবই স্বাভাবিকভাবে সময়ের ঢেউ অনেক ফেনা সৃষ্টি করেছে যারা আবার হাওয়ায় মিলিয়েও গেছে — বালিতে জলের দাগ খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন জেনেও আমরা খুঁজি। অবশেষে সেই কথা-র ক্যাসেট তথা শ্রুতি পাঠে রূপান্তরিত হবার প্রয়াস পেল। ''চমস্কি'' সংখ্যা না হলেও ক্রোড়পত্র হলো এবং ২৫-তম সংখ্যায়। এই রূপান্তরকে বাস্তবায়িত করার জন্য শিবাংশু ও শিবান্বিতার কাছে, বলা বাহুল্য, ঋণী। আলোচক তিনজনকে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করবার সুযোগ নেই কেননা এটা তাদের ধারাবাহিক জ্ঞানচর্চারই এক অংশমাত্র।

নির্মাল্য ঃ কোয়াইনের যে দার্শনিক চিন্তা সেই চিন্তা সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করার আগে তিনি যখন ছাত্র ছিলেন এবং যখন থেকে তাঁর মনে দার্শনিক মননের সূত্রপাত ঘটতে শুরু করল, পশ্চিমে সেই সময়কার যে দার্শনিক পরিমন্ডল, সে সম্পর্কে দু-একটা কথা বলে নিলে বোধ হয় কোয়াইনের দার্শনিক ভাবনার ধরতাই পেতে সুবিধা হবে। কোয়াইনের দার্শনিক চিন্তা ভাবনায় সমকালিন দর্শনচিন্তার যে তিনটি স্রোত মিলিত হয়েছিলো তার প্রথমটি হচ্ছে, 'ফর্মাল লজিক' যা কোয়াইনকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছিল। এখানে একটা কথা ব'লে রাখা ভালো যে, কোয়াইন নিজে প্রথাগতভাবে দর্শনের ছাত্র ছিলেন না, যে বিষয়ে তাঁর ছাত্রাবস্থায় কোয়াইনের সবচেয়ে বেশি উৎসাহ ছিলো সেটা হল গণিত। গণিতের সঙ্গে যুক্তিবিদ্যার আলোচনা ততদিনে সেখানে এসে গেছে। এবং কোয়াইন যখন হার্ভাডে হোয়াইটহেডের কাছে পি.এইচ.ডি গবেষণা করছেন তখন কোয়াইনের থিসিসের বিষয়ই ছিলো যে প্রিন্সিপিয়া ম্যাথেমেটিকা-র একটা ''এক্সটেনসনাল ইন্টারপ্রিটেশন'' দেওয়া। এবং এটা থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে কোয়াইন তাঁর দার্শনিক জীবন শুরু হওয়ার গোড়া থেকেই ভয়ঙ্করভাবে এক্সটেনসনাল ইন্টারপ্রিটেশনের দিকে জোর দিয়েছেন এবং কোয়াইন নিজে এক জায়গায় বলেছেন যে প্রিন্সিপিয়া ম্যাথেমেটিকা-র বিভিন্ন জায়গায় রাসেল এবং হোয়াইটহেড যে সমস্ত ''ইনটেনসনাল নোশনস'' ব্যবহার করেছিলেন, সেই ধারণাগুলোকে বাদ দিয়ে কিভাবে

প্রিন্সিপিয়া ম্যাথেমেটিকার রিকনস্ট্রাকশন করা যায় তার চেষ্টাই তিনি করবেন। সুতরাং একেবারেই একটা formal, extentional rigorous mathematical logic কিভাবে গড়ে তোলা যায় তার প্রতি কোয়াইনের উৎসাহ একেবারে গোড়াতেই আমরা দেখতে পাই। কোয়াইনের দার্শনিক চিন্তাভাবনা বুঝতে গেলে এই দিকটা আমাদের সবসময় মনে রাখা উচিৎ। দ্বিতীয়ত, কোয়াইন যখন তাঁর পি.এইচ.ডি. গবেষণা শেষ করেন তিনি ভিয়েনাতে গিয়েছিলেন এবং তখন ভিয়েনাতে লজিকাল পজিটিভিজ্‌ম্‌-এর একেবারে রমরমা অবস্থা। কোয়াইন যখন ভিয়েনা থেকে আমেরিকায় ফিরে এলেন তখন তিনি একেবারেই অন্যরকম মানুষ। কোয়াইনের বন্ধু বার্ট্রান্ড রিভেন এক জায়গায় এটা লিখেছেন যে কোয়াইন যখন ফিরে এলেন, তখন একেবারেই তাঁর অল্পবয়স, সদ্য 'পি.এইচ.ডি' করেছেন। এমতাবস্থায় 'লজিকাল পজিটিভিজম্‌'-এর ভাবধারায় তিনি দারুনভাবে উদ্বুদ্ধ হলেন। ''লজিকাল পজিটিভিজম্‌''-এর মূল কথা ছিল এই যে ফিলজফিকে সায়েন্সে পরিণত করতে হবে। অর্থাৎ, ফিলজফিকাল নলেজকে সায়েন্টিফিক নলেজের স্তরে উন্নীত করতে হবে। সায়েন্টিফিক নলেজের প্যারাডাইমটা হচ্ছে ফিজিক্স। সুতরাং, ফিলজফিকাল নলেজকে যদি সত্যি সায়েন্টিফিক নলেজের স্তরে উন্নীত করতে হয় তাহলে আমাদের ফিলজফিকে ফিজিক্স-এর ভাবে, ফিজিক্স-এর ঢঙে সাজাতে হবে। সুতরাং কোয়াইন পরবর্তীকালে ''ফিজিক্যালিজম'' ব'লে যে কথাটা বললেন — এই হচ্ছে তার সূত্রপাত। সুতরাং, কোয়াইনের কাছে নলেজের প্যারাডাইম কেস হচ্ছে ফিজিক্স। ফিজিক্স, ফিজিকাল ল'জ, ফিজিকাল অবজেক্টস — এইভাবেই কোয়াইন জগৎকে বোঝার চেষ্টা করেছেন এবং কোয়াইন জগৎকে বোঝার জন্য যে দর্শন দিয়েছেন সেই দর্শনে কিন্তু ফিজিক্যালিজম-এর প্রভাব একেবারে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আছে। তৃতীয় যে চিন্তাধারাটা কোয়াইনকে প্রভাবিত করেছিল সেটা হচ্ছে বিয়েভিয়রিজম। কোয়াইন যখন হার্ভার্ডে ফিরে গেলেন, হার্ভার্ডে জয়েন করলেন অধ্যাপক হিসেবে তখন সেখানে স্কিনার পড়াচ্ছিলেন। স্কিনারের বিহেভিয়রিজম-এর প্রভাব সারা আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়েছিল। কোয়াইন স্কিনারের বিহেভিয়রিজম-এর দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত হলেন। কোয়াইন একেবারে অনেক শেষে, আমার মনে হয় আশির দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত লেখায় একথা বলেছেন যে, যদিও বিহেভিয়রিজম-এর মধ্যে অনেক অপূর্ণতা রয়েছে যেগুলোকে আমাদের দেখা উচিত, যেগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করা উচিত, তবুও কোয়াইন একথা বলেছেন যে, 'বিহেভিয়রিজম হ্যাজ দা রাইট-সাইট আপ', সুতরাং বিহেভিয়রিজম-এর মধ্যে যে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে যে কথাটা আমাদের গ্রহণ করা উচিত, স্বীকার করা উচিত — এটা কিন্তু কোয়াইন একদম শেষ পর্যন্ত বলে গেছেন এবং কোয়াইনের যে শেষ বই 'ফ্রম স্টিমুলাস টু সায়েন্স' খুব সম্ভবত ১৯৯৫-তে এই বই বেরিয়েছিল, সেই বইতেও কিন্তু যে সায়েন্টিফিক স্ট্রাকচার অব দ্য ওয়ার্ল্ড-এর কথা বলছেন সেটাও কিন্তু বেসিক্যালি জগতের এক বিহেভিয়রিস্ট ভিউ। সুতরাং আমি মনে করি এক্সটেনশনাল ইন্টারপ্রিটেশন অব ফর্মাল লজিক, লজিকাল পজিটিভিজম এবং বিহেভিয়রিজম— এই তিনটে চিন্তাধারা কোয়াইনের মধ্যে এসে মিলিত হয়েছে এবং এই তিনটে চিন্তাধারাই কোয়াইনের দার্শনিক চিন্তাধারাকে নানাভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। যদিও এখানে প্রসঙ্গক্রমে ব'লে রাখা ভালো যে কোয়াইন কিন্তু পজিটিভিস্ট সব কথা স্বীকার করেননি। অনেক কথা তিনি অস্বীকার করেছেন, অনেক কথা

তিনি ভুল ব'লে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু একটা কথা তিনি বারবার বলেছেন যে, পজিটিভিস্টদের এই বক্তব্য যে আমাদের নলেজের স্ট্রাকচার ultimately rest / based on experience। সুতরাং, experience is the ultimate code on apeal — কোয়াইন বলেছেন, এইটা আমাদের স্বীকার করতেই হবে এবং পজিটিভিস্টদের মধ্যে অনেকরকম দোষ ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও এই কথাটাকে পজিটিভিস্টরা খুব গুরুত্ব দিয়েছিল এবং এইজন্যই পজিটিভিস্টদের আমাদের ভালোভাবে, সিরিয়াসলি নেওয়া উচিত, তাদের চিন্তাটাকে আমাদের গুরুত্ব দিয়ে ভাবা উচিত। সুতরাং এই তিনটে ধারা কোয়াইনের মধ্যে প্রকট ছিল।

দেবপ্রসাদ ঃ পরবর্তী আলোচনায় এক্সটেনশন এবং ইনটেশান শব্দগুলো বারবার ক'রে আসবে। পাঠকদের স্বার্থে এই এক্সটেনশান এবং ইনটেনশান শব্দগুলোর মানেটা যদি একটু আলোচনা করা যায় .....

নির্মাল্য ঃ এক্সটেনশান এবং ইনটেনশান এই শব্দদুটো লজিকে ব্যবহার হয়েছে অনেকদিন ধরেই। আমার যতদূর মনে হচ্ছে মিল এই ধরনের বোধহয় লজিকের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছিলেন। কোয়াইন মোটামুটিভাবে যে অর্থে ব্যবহার করছেন, আমি খুব টেক্‌নিকাল লজিক টার্ম হিসেবে ডিফাইন করতে চাইছি না এক্ষুনি। কোয়াইন যে অর্থে বলছেন সেটা হচ্ছে এই যে তোমাকে যদি একটা লজিকাল থিয়োরী দিতে হয় সেই থিয়োরীতে, সেই থিয়োরীর মধ্যে যদি কোথাও বক্তা বা একজন ব্যক্তির, মানুষের, ব্যক্তির মানসিক যে গঠন বা ব্যক্তির মানসিক যে অভিপ্রায় বা ব্যক্তির মানসিক যে আস্থা বা ব্যক্তির মানসিক যে প্রবৃত্তি এগুলি যদি তোমার লজিকের মধ্যে ঢুকে যায় কোথাও অর্থাৎ, তুমি যদি এমন কনসেপ্ট ব্যবহার কর তোমার লজিকে যে কন্‌সেপ্ট গুলো ঐ বক্তার মানসিক অবস্থা ইত্যাদির ওপর নির্ভরশীল তাহলে সেই লজিকটা ঠিক ঠিক ভাবে জ্ঞানের যে স্বরূপ, জ্ঞানের যে গঠন, জ্ঞানের যে আকার তাকে ধরতে পারবে না। সুতরাং, তোমার লজিকটা হবে ব্যক্তির মানসিক অবস্থা বা মানসিক বৃত্তি নিরপেক্ষ। এইটাই হচ্ছে এক্সটেনশনালিজম-এর মূল কথা। এই কথাটাই কোয়াইন তাঁর লজিকে দেখানোর চেষ্টা করেছেন তাঁর মনোদর্শনে দেখানোর চেষ্টা করেছেন, তাঁর ভাষা দর্শনে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। সব জায়গাতেই কোয়াইন এই কারণে ঐ এক্সটেনশনালিজমের কথা বলেছেন। ইনটেনশান বলতে আমরা বুঝি ঐ ব্যক্তির মানসিক অবস্থা, মানসিক অভিপ্রায়, মানসিক প্রবৃত্তি ইত্যাদি। সুতরাং, ইনটেনশানের ওপর ভিত্তি করে তুমি তোমার লজিকাল থিয়োরী গড়তে পারবে না ব'লে কোয়াইন মনে করেন। এবং তার উল্টোটা হচ্ছে এক্সটেনশনালিজম। যেখানে আমি মনে করি এক্সটেনশনালিজম, বিহেভিয়রিজমেরই একটা counter part in logic।

দেবপ্রসাদ ঃ প্রিন্সিপিয়া প্রকল্পেরই, মানে, হোয়াইটহেড-রাসেল প্রকল্পেরই একটা প্রবর্দ্ধক বলা যায় — আর কি।

নির্মাল্য ঃ হ্যাঁ ঠিক তাই।

মধুছন্দা ঃ হয়তো ইনটেনশান-এক্সটেনশানের কথা বলতে গেলে ফ্রেগের কথা বলা দরকার। সেটা, যখন আমরা এক্সটেনশনাল থিয়োরীর কথা বলবো তখন সেটা পরিষ্কার হবে।

দেবপ্রসাদ ঃ বিশেষ করে ইনডিটারমিনেসি-র ক্ষেত্রে এই প্রশ্নটা বারবার ক'রে ফিরে আসবে।

মধুছন্দা ঃ হ্যাঁ, কেন ইনটেনশনাল জিনিষ মানবো না — সেটার বিষয়ে তাদের যে মত সেটা আলোচনা করা দরকার।

দেবপ্রসাদ ঃ এবার আপনি (মধুছন্দা সেন) যদি ডেভিডসন নিয়ে কিছু বলেন।

মধুছন্দা ঃ যে দার্শনিক পরিমন্ডলে ডেভিডসন তাঁর দর্শনচর্চা শুরু করেছিলেন সেটা এবং কোয়াইন যে দার্শনিক পরিমন্ডলে শুরু করেছিলেন সেটা প্রায় হুবহু এক। ডেভিডসনের ওপরে কার কার প্রভাব সবচেয়ে বেশি ছিল এই প্রশ্ন যদি করা হয় তাহলে তিনটে কথা বলা যেতে পারে — এক. তাঁর যে পি.এইচ.ডি. থিসিস ছিল সেটা প্লেটোর একটি ডায়ালগের ওপরে। ফলে তিনি কোয়াইন-এর মতো গণিত বা লজিক-এর ছাত্র ছিলেন না, তিনি সত্যি সত্যি দর্শনের ছাত্র ছিলেন। আরেকটা কথা বলা যেতে পারে যে ডেভিডসন একটা জায়গায় বলেছেন, আমি সেটা পড়ে শোনাচ্ছি যে, আই গট থ্রু গ্র্যাজুয়েট স্কুল মানে হার্ভার্ড বাই রীডিং ফাইডাল অ্যান্ড সেলেশ—এই ফাইডাল এবং সেলেশের যে বইটি সেটা একটা অ্যানথোলজি এবং সেই অ্যানথোলজিতে এমপিরিসিজম্ আর বিশেষ ক'রে লজিকাল পজিটিভিজম্-এর প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছিল। ফলে তার ওপরেও আমরা বলতে পারি খুব বেশি করেই এমপিরিসিজম্ ও পজিটিভিজম্-এর প্রভাব ছিল —। এবং ডেভিডসনের ''ট্রুথ অ্যান্ড ইন্টারপ্রিটেশন'' — এই বইয়ের উৎসর্গ পত্রের দিকে তাকাই তাহলেও সেই প্রভাবের হদিশ পাবো। ডেভিডসন লিখেছেন ঃ টু ডব্লু.ভি.ও. কোয়াইন / উইদাউট হুম নট। কোয়াইন, ডেভিডসনের শিক্ষক। এখন নির্মাল্য যে কথাটা আগে বলেছেন সেটাকেই আবার একটু বলতে হবে কোয়াইন এবং ডেভিডসন-এর ব্যাকগ্রাউন্ডটা বোঝার জন্য। আমরা যদি দেখি যে তার যে দর্শনচর্চা সেটা যদি মনে করি যে ১৯৩০-এর কাছাকাছি শুরু হয়েছে —মানে ভিয়েনা সারকেলের রিফিউজিদের আগমনের থেকেই যে দর্শনচর্চার শুরু — তার দ্বারাই ডেভিডসন প্রভাবিত ছিলেন। ঐ সময়টাই আমেরিকার খুব স্ট্রং এক এক্সপেরিমেন্ট ঐতিহ্যের নিয়ন্ত্রণে ছিলো। যে ট্র্যাডিশন-এর দুটি মূল উদ্দেশ্য ছিল—একটা হচ্ছে ইউনিফিকেশন অব সায়েন্স এবং আরেকটি হচ্ছে, আমাদের অভিজ্ঞতার গুরুত্ব যে সবকিছুতে আছে সেটাকে জোর দেওয়া। বিশেষ করে মীনিং-এর ক্ষেত্রে। এবং এই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে লজিকাল পজিটিভিস্ট ভেরিফিকেশন প্রিন্সিপল দ্বারা কিন্তু এরা সকলেই প্রভাবিত হয়েছিল। আবার ইউনিফিকেশন অব সায়েন্সের দিকে যদি ফিরে যাই তাহলে যা আগে নির্মাল্য করেছে যে ফিজিক্সকে এরা মডেল অব অল সায়েন্স করেছিলেন। এবং তারা মনে করেছিলেন যে প্রত্যেকটি সায়েন্সকে ফিজিক্সে সামহাউ রিডিউস করতে হবে। আচ্ছা, এই রিডিউস করা মানেটা কি? এই রিডাকশান-এর মানেটা কি? এটা আমরা বলতে পারি যে একটা এরিয়া বা ডিসকোর্স তার প্রত্যেকটি কথা যদি অপর একটি এরিয়া বা ডিসকোর্সে হুবহু পর্যবসিত হয় বা রূপান্তরিত হয় তাহলে সেটাকে আমরা বলব রিডাকশান এবং যখন আমরা বলছি যে ফিজিক্স হবে মডেল এবং ফিজিক্সের অর্থাৎ, সব সায়েন্স আলটিমেটলি ফিজিক্সে গিয়ে পর্যবসিত হবে। তাহলে আমরা কি বলতে চাই যে আমরা যে কোন তত্ত্ব উপস্থাপন করি না কেন সেখানে যে কথাটাই বলব সেটাকে আমরা ফিজিক্সের কোন কথাতে রিডিউস করতে পারবো না। এটা ছিল লজিকাল পজিটিভিস্টদের খুব বড় স্লোগান। এখন ডেভিডসনের যে ডেভেলপমেন্ট অ্যাজ আ ফিলজফার সেটা কিন্তু এই রিডাক্সনইজম-কে চ্যালেঞ্জ করা থেকেই শুরু হয়েছিল। এবং সেটা কে চ্যালেঞ্জ করেছিল? ডেভিডসনের গুরু কোয়াইন। কোয়াইন তাঁর ১৯৫১ সালের যে প্রকল্প 'টু ডগমা'স অব এমপিরিসিজম' যেখানে ফিলজফি বা

এমপিরিসিজম দুটি ডগমা সম্পর্কে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। যার মতে একটি হচ্ছে রিডাকশানইজম এবং সেই ডগমাটা সম্বন্ধে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করে সেই রিডাকশানইজম যে আসলে সফল হতে পারে না সেটা দেখবার জন্য কিন্তু তিনি তার হোলিজম উপস্থাপন করেন। সে সম্বন্ধে আমরা পরে আবার আলোচনা করবো। এই হোলিজমের দ্বারা কিন্তু ডেভিডসন ভীষণভাবে প্রভাবিত হন সেটা আমরা কিভাবে পাই? উনি বারবার করে বলছেন যে আমরা দর্শনে অনেক কিছু বিষয়ে আলোচনা করে থাকি যে রকম, বিলিফ, মীনিং, অ্যাকশন, রিয়্যালিটি এই সব সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করি। এর যে কোন একটি ধারণাকে ইন আইসোলেশন বোঝা সম্ভব নয়। যখনই আমরা বুঝবো তখনই এই ধারণাগুলি একটি অপরের সঙ্গে কিভাবে সম্পৃক্ত হয়ে আছে, কিভাবে একে অপরের ওপর নির্ভর করে আছে—এই পুরো জিনিষটাকে না বুঝলে যে কোন একটি ধারণাকে বুঝতে পারবো না। ফলে তার ফিলজফি অব ল্যাঙ্গোয়েজই বলুন বা ফিলজফি অব মাইন্ডই বলুন তাতে আমরা এই তিনটি কনসেপ্ট এর খেলা দেখতে পাই। সেগুলো হচ্ছে বিলিফ, মীনিং এবং অ্যাকশন এই যে তিনটি কনসেপ্ট এগুলি কিন্তু তার শুধু ফিলজফি অব ল্যাঙ্গোয়েজ বা ফিলজফি অব মাইন্ডকে যে প্রভাবিত করেছে তা নয়, আমরা দর্শনের ছাত্র-ছাত্রীরা যে সব প্রশ্নকে সবচেয়ে গভীর প্রশ্ন এবং সবচেয়ে দার্শনিক প্রশ্ন বলে মনে করি যেমন রিয়্যালিজম ঠিক কিনা এই ধরনের প্রশ্নগুলোর উত্তর কিন্তু এই তিনটি কনসেপ্ট-এর সাহায্যে এবং তাদের ইন্টারপ্লের সাহায্যেই দিয়েছেন। এবং শুধু তাই নয় তার একটি খুব ওয়েল ফর্মড্ অর্থাৎ পরিষ্কার একটি জ্ঞানতত্ত্ব আছে। যেখানে কিন্তু আমরা এই তিনটি কনসেপ্টকে দেখতে পাই। একটা কথা না বললে হয়তো ডেভিডসনের দার্শনিক চিন্তা সম্বন্ধে একটা সম্পূর্ণ ধারণা করা যাবে না। সেটা হচ্ছে তার কার্যকারণ সম্বন্ধে একটা বিশেষ মত আছে। সেই মতটা অন্যান্য দার্শনিকরা যারা কার্যকারণ সম্পর্কে লিখেছেন বা আলোচনা করেছেন ও ভেবেছেন, তাদের সকলের চেয়ে ভিন্ন এবং তার কার্যকারণ সম্পর্কে যে মতামত সেই মতামতটি তার যে ভাষাদর্শন এবং যে মানস দর্শন এই দুটোর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে আবার এই দুটোকেও প্রভাবিত করেছে। ফলে এই কথাটা না বললে হয়ত পুরো কথাটা বলা হবে না। শুধু একটি কথা বলে শেষ করবো মানে ডেভিডসন-এর ফিলজফিকাল যে ডেভেলপমেন্ট যেটা বুঝতে গেলে আরেকটি কথা মনে রাখতে হবে যে মাইন্ড, অ্যাকশন এবং ল্যাঙ্গোয়েজ—কিছু প্রিন্সিপলের দ্বারা এই তিনটি কনসেপ্ট গাইডেড এবং এই প্রিন্সিপলটাকে তিনি বলেছেন প্রিন্সিপল অব চ্যারিটি যা কিন্তু আসলে কোয়াইনেও ছিল। কোয়াইনের থেকে তিনি পেয়েছেন। .... এবং এই যে প্রিন্সিপল তাকে আমরা বলতে পারি একটা নরম্যাটিভ প্রিন্সিপল অব র‍্যাশনালিটি—ফলে এই যে র‍্যাশনালিটির যে আইডিয়া, এটা কিন্তু ডেভিডসনের যে দর্শন তাতে আমরা সবসময় পাচ্ছি। যে দার্শনিক ডেভিডসনকে আমরা পেয়েছি সেই দার্শনিক ডেভিডসনকে আমরা পেতাম না যদি না এই প্রিন্সিপল অব চ্যারিটি না থাকতো ....

দেবপ্রসাদ ঃ প্রিন্সিপল অব চ্যারিটি কি পরে আলোচিত হবে।

মধুছন্দা ঃ হ্যাঁ, পরে আলোচিত হবে—ভাষাদর্শনের বিশেষ করে র‍্যাডিক্যাল ইন্টারপ্রিটেশনের ক্ষেত্রে কিন্তু এই কথা বলতে হবে।

দেবপ্রসাদ ঃ প্রশ্নটা থাকবে যে র‍্যাশনালিটিটা কোন অর্থে—দেকার্তীয় কার্টেশিয়ান অর্থে?

মধুছন্দা ঃ হ্যাঁ সেটা তো আলোচনা করতেই হবে।

দেবপ্রসাদ ঃ চমস্কির ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে সেটা কিন্তু একেবারে উল্টো ব্যাপার। এমপিরিসিজম-এর যে বিশাল প্রকোপ ইউরোপ আমেরিকার জ্ঞানতত্ত্বকে ছেয়ে রেখেছিল সেটার বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া এবং প্রথম বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া বিশ শতকে চমস্কির দিক থেকে। চমস্কি সেই হিসাবে দেকার্তের উত্তরসূরী—। জ্ঞানতত্ত্বের দিক থেকে এমনিতে প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে তিনি জেলিস হ্যারিসের ছাত্র ছিলেন। হ্যারিস প্রফেশন্যালি একজন লিঙ্গুয়িস্ট হলেও, অর্থাৎ, তার পেশা ভাষাতত্ত্ব হলেও চমস্কি এবং হ্যারিসের মধ্যে বেশির ভাগ আলোচনাটাই হত রাজনৈতিক সম্পর্কে। এবং সেই রাজনীতিটার একটা নির্দিষ্ট ঘরানা রয়েছে। ঘরানাটা অ্যানার্কিজ্‌ম—এই তথ্যটা আমাদের মনে রাখা দরকার চমস্কির তত্ত্বের ভিতর ঢোকার আগে। এবং চমস্কির প্রথম প্রতিক্রিয়া কিন্তু স্কিনানের বিরুদ্ধে স্কিনারের 'ভার্বাল বিহেভিয়র' বইটার বিরুদ্ধে। চমস্কির প্রতিবাদের জায়গাটা ছিল যে স্কিনার যেভাবে সমস্ত মনাবিক আচার আচরণকে উদ্দীপক প্রতিক্রিয়ার সূত্রে গেঁথে ফেলেছেন সেটা মানব স্বাধীনতাকে নষ্ট করে। স্কিনারের কালো বাক্সের ভেতর যেন মানুষ বন্দী। তার ভেতরে উদ্দীপক আর প্রতিক্রিয়া রয়েছে। একটা করে উদ্দীপক আসছে আর মানুষ প্রতিক্রিয়া করছে আর তার বাইরে যেন প্রতিক্রিয়া করার সামর্থ্যই নেই। এখানে চমস্কি প্রথমত যে কথাটার ওপর প্রথমত জোর দিলেন তার জিজ্ঞাসার জায়গাটা এই দর্শনে যে প্রব্লেমেটিক সেটা যেভাবে তৈরী করলেন সেটা অনেকটাই এই রকম। একটা শিশু সে যখন কথা বলতে শিখছে যে তথ্য হিসেবে বাইরে থেকে সংগ্রহ করছে কেবলমাত্র কতগুলি শব্দ। সে যে পরিবেশে রয়েছে, এই শব্দের সংখ্যা নেহাতই সীমিত। ফাইনাইট সেটে তার যে শব্দগুলি এই ফাইনাইট সেটের ধ্বনির শব্দ দিয়ে একটি শিশু হঠাৎ কি করে ইনফাইনাইট সেট অব সেন্টেন্সেজ ক্রিয়েট করছে? এই কথাটা চমস্কির দর্শনের প্রধান স্তম্ভ। এটা তৈরী করার প্রক্রিয়াটা চমস্কি বলবেন যে ভেতরে একটা স্কীম আগে থেকেই তৈরী হয়ে আছে। দেকার্তের সহজাত ধারণার অনুগামী সে কারণে এটাকে ইনেটনেস অব হাইপোথিসিসও বলা হয়। চমস্কি বললেন এই যে ভেতরে স্কীমটা রেডি হয়ে আছে তার নাম ল্যাঙ্গোয়েজ অ্যাকুইজিশন ডিভাইস (ল্যাড)।

চমস্কির তত্ত্বের মৌলিক জায়গাটা এখানেই যে ল্যাঙ্গোয়েজ অ্যাকুইজিসন কিভাবে হয় আমরা ভাষা কিভাবে শিখি। ভাষাটা বাইরে থেকে শিখি কি? বিহেভিয়রিস্টরা ভাবেন যে হ্যাঁ এটা আমরা বাইরে থেকেই শিখি। কিন্তু চমস্কির ক্ষেত্রে ঘটনাটা হয়ে গেল উল্টো, যে আমাদের ভেতরে কোন একটা কিছু তৈরী অবস্থায় থাকে, সহজাত অবস্থায় থাকে এবং এটা একমাত্র মানুষের থাকে, অন্যান্যদের নেই। অন্যান্য না-মানুষদের নেই কিন্তু এটা একটা বড় পয়েন্ট চমস্কির ক্ষেত্রে, যে কারণে অনেকেই যারা আচরণবাদীরা সেই সময় ছিলেন তারা অনেকেই ক্ষেপে গিয়ে পশু পাখিদেরও ভাষা শেখাতে চেষ্টা করেছিলেন এবং ব্যর্থ হয়েছিলেন। চমস্কির যারা প্রতিপক্ষ তারা একটা শিম্পাঞ্জীকে শেখাতে গিয়েছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে তার নাম দিলেন নিমসিমস্কি, চমস্কির নামটা নিয়ে মজা করে। এখন চমস্কি এই স্তম্ভটার ওপর দাঁড়িয়ে। তিনি চেষ্টা করলেন মানুষের যে বিশাল কগনিটিভ ডোমেন সেখানে যে অনেক রকমের কাজকর্ম হয় সেই অনেকরকম কাজকর্মের মধ্যে আমরা একটা অংশকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি সেটা হল ভাষা। তাহলে কগনিটিভ ডোমেন-এর একটা অংশ ল্যাঙ্গোয়েজ

ডোমেনটাকে চেষ্টা করি বুঝে নেওয়ার তাহলে কেমন হয়। তা হলে মানুষের সৃজনশীলতার একটা হদিশ আমরা পেতে পারি ক্রিয়েটিভিটি, ... ক্রিয়েটিভিটির কথা যখন চমস্কি বলেছেন তখন পাশে কিন্তু সরিয়ে রাখছেন বিহেভিয়রিজমকে। কিভাবে সরিয়ে রাখছেন সেটা একটু বুঝে নেওয়া যাক। চমস্কি বলছেন যে যদি স্টিমুলাস রেসপন্স দিয়ে একটি মানুষকে ব্যাখ্যা করা যায় তাহলে দেখা যাবে মানুষকে কোন একটি প্রিজন আর্মি বা হসপিটাল বা একটা ক্লাসরুমের ভেতরে যে বদ্ধ পরিবেশ তার ভেতরে হয়তো স্টিমিউলাস রেসপন্স এর সার্থকতা আছে। এই মানুষকে বাইরে বার করে এনে বিশাল জগতের মধ্যে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় যেখানে যেভাবে কথার আদান প্রদান চলে, চমস্কি ব্যবহার করেছেন কথার আদান প্রদানের ক্ষেত্রে আইডিয়াল স্পীকার হিয়ারার, তারা যেভাবে আদান প্রদান করে কথাবার্তা। 'আদর্শ বক্তা শ্রোতা'। বক্তা বলে যাচ্ছেন, অসংখ্য বাক্য তৈরী করছেন আর শ্রোতা সেই বাক্যগুলো তার মধ্যে অনেক বাক্য যেগুলো শ্রোতা প্রথমবার শুনছেন, তিনি কম্প্রিহেন্ড্ করছেন অর্থাৎ বলা শুধু নয় কমপ্রিহেনসান বা আন্ডারস্ট্যান্ডিংটাও চমস্কির ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এই দুটি ক্ষেত্রেই মানুষের সৃজনশীলতার একটা বিকাশ উনি লক্ষ্য করেন। এই সৃজনশীলতা কে উদ্দীপক প্রতিক্রিয়ার কালো বাক্স তথা প্রিজন-আর্মি-ক্লাসরুম, এর ভেতর ঢুকিয়ে ফেলে বোঝা যাবে না। হিউম্যান পোটেনশিয়ালিটির কণামাত্র এই উদ্দীপক প্রতিক্রিয়া সূত্রে আমরা পেতে পারি না। এটা বলছেন ১৯৭২ সালে চমস্কি 'ল্যাঙ্গোয়েজ অ্যান্ড মাইন্ড' বইতে। এই জায়গা থেকে চমস্কি এবার চাইলেন যে আমি যদি কগনিটিভ ডোমেইন এর একটা অংশ ল্যাঙ্গোয়েজ ডোমেইন—এইটাকে বুঝে নিতে চাই তাহলে কি করব। উনি তৈরি করলেন তার অস্ত্র হিসেবে সিনট্যাক্স সেন্টেন্স-এর বিশ্লেষণ। বাক্য বিশ্লেষণ করে বাক্যের আভ্যন্তরীণ স্ট্রাকচারটাকে যদি আমি বুঝে নিতে পারি যে সেই স্ট্রাকচারটা কেমন, সেই স্ট্রাকচারটা সমস্ত হোমোস্যাপিয়েন্স-এর ক্ষেত্রে এক। সেটা যদি বুঝে নেওয়া যায় তাহলে কেমন হয়। এই চেষ্টাই উনি করেছেন ১৯৫৭, ১৯৬৫-তে। ১৯৫৭-র Syntax কে অনেকটা পরিশুদ্ধ করে ১৯৬৫ তে যেটা তৈরী হল যেটার নাম হল Standard Theory এরপরে ৭০-এ এসে একটা নতুন নাম পেলো extended Standard Theory, 80-তে নাম হল 'Government-Binding' তারই একটি অন্য রূপ পাচ্ছি আমরা ৯০-এর দশকে। ৯০-এর দশকের নাম হল প্রিন্সিপলস অ্যান্ড প্যারামিটারস আমাদের মনের ভেতরে অনেকগুলো গ্রামার তৈরী অবস্থায় রয়েছে। এবার আমরা বাইরে থেকে যে তথ্য পাচ্ছি, সেই গ্রামারগুলোর সাহায্যে সেই তথ্যগুলোকে সাজিয়ে নিচ্ছি। এবার এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অর্থাৎ যখন অন্য প্যারামিটারে যাচ্ছি তখন ঐ মনের ভেতরে আগে থাকতে তৈরী হওয়া গ্রামার-এর একটা গ্রামার থেকে আর একটা গ্রামারে পৌছে যাচ্ছি। পৌছে গিয়ে আমরা সেই ভাষাটার কথা বলছি এবং এই বৈশিষ্ট্য সার্বজনীন অর্থাৎ এটা কোন একটি গোষ্ঠী বা ব্যক্তি ভেদে আলাদা নয়। এর ভেতরে একটা সার্বজনীনতা আছে। এখানে চমস্কির সবচেয়ে বড় তত্ত্ব হল চমস্কির ফিলজফি অব মাইন্ড—যদি তা এত বছর ধরে একইরকম একটা দর্শনে থিতু হ'য়ে থাকে, চমস্কির Syntactic analysis কিন্তু বছর বছর পালটাছে। এই পাল্টানোর কারণ এই যে মনকে যে কোনভাবে হোক ধরাছোঁয়ার মধ্যে আনতে হবে। প্রথম দিকে রুলের সংখ্যা অত্যন্ত বেশি ছিল। এখন সংখ্যা একবারেই কমে গেছে। এই প্রয়াসে অর্থাৎ ফিলজফি অব মাইন্ড এবং তার পাশাপাশি

সিনট্যাক্স চর্চা করে যাওয়া চমস্কির প্রধানতম উদ্দেশ্য। চমস্কির ১৯৮৬ সালের একটা বক্তব্য হয়ত এখানে কাজে লাগবে। ১৯৬৫ তে উনি Competence Performance বলে একটি পার্থক্য তৈরী করেছিলেন। সেই পার্থক্যকে ১৯৮৬ তে যখন চমস্কি নতুন করে ভাবলেন তখন ব্যাপারটা একটু সহজবোধ্য হ'ল। যেহেতু চমস্কিকে নিয়ে বাংলা ভাষায় বেশ কিছু লেখা হয়েছে যার মধ্যে কমপিটেন্স পারফরমেন্স এসেছে বারবার তাই আমি ব্যাখ্যায় যাচ্ছি না। বরঞ্চ ইন্টারন্যালাইজড ল্যাঙ্গোয়েজ এবং এক্সটারন্যালাইজড ল্যাঙ্গোয়েজ এই দুটো পার্থক্য চমস্কি আনলেন—পার্থক্যের ব্যাপারটা কি? সেটা একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। সেটা হচ্ছে যে আমাদের ভেতরে যে ল্যাঙ্গোয়েজ অ্যাকুইজিশন ডিভাইস রয়েছে যে ডিভাইসের সাহায্যে আমরা সসীম শব্দ দিয়ে অসীম বাক্য নির্মাণ করছি এবং যেখানে খুব সামান্য রুলের ব্যবহার করছি যা দিয়ে আমাদের এই অসীম বাক্য নির্মাণ সম্ভব হচ্ছে। এটাকে চমস্কি বললেন ইন্টারন্যালাইজড ল্যাঙ্গোয়েজ। কিন্তু তার পাশাপাশি ভাষার অসংখ্য বৈচিত্র্য আমাদের চোখে পড়ে। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ভাষার পার্থক্য হয়। এই বৈচিত্র্য কিন্তু খুবই আর্বিট্রেরি। এই আর্বিট্রেরি ভাষাবৈচিত্র্য দেশে, কালে এবং পাত্র-ভেঙ্গে বদলায়, সমাজ-ভেঙ্গে বদলায়। সেই বদলের অংশটাকে তিনি ধরতে চাইলেন এক্সটারন্যালাইজড ল্যাঙ্গোয়েজ হিসেবে। চমস্কির পুরো স্কিমটা যেন এই রকম যে, আমরা বাইরে থেকে কতগুলো তথ্য পাচ্ছি যেগুলোর নেচারটা হচ্ছে ভীষণ আর্বিট্রেরি, অবাধ, যা-ইচ্ছে-তাই। আর ভেতরে আমার একটা স্কিম তৈরী অবস্থায় রয়েছে। সেই স্কিমের ভেতরে ঐ জিনিসগুলো ক্যাটেগোরাইজড হচ্ছে। কথাগুলো অনেকটা কান্টীয় শোনায়। যেন এখানে একটা মিলমিশ হয়ে যাচ্ছে এমপিরিসিজম এবং র‍্যাশানালিজম-এর।

দেবপ্রসাদ ঃ দ্বিতীয় পর্বে ঢোকার আগে এদের যে ঝগড়ার জায়গাটা, দার্শনিক বিতর্কের জায়গাটা সেটাকে আমরা এবার বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব। এবং যেখানে প্রথম আলোচ্য বিষয় হচ্ছে 'ফিলজফি অব মাইন্ড'।

নির্মাল্য ঃ আমি একটু ইন্টারাপ্ট করছি।

দ্বিতীয় পর্বে যাওয়ার আগে যে আলোচনাটা এইমাত্র শুনলাম চমস্কির যে ইন্টারন্যালাইজড ল্যাঙ্গোয়েজ এবং এক্সটারন্যালাইজড ল্যাঙ্গোয়েজ সেই প্রসঙ্গে একটু জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছে মানে এরকম প্রশ্ন কেউ তুলতে পারেন—মাইকেল ডামেট্ এই ধরনের প্রশ্ন তুলেছেন সেটা হচ্ছে — চমস্কির মতে আমরা দেখছি ভাষার যেন দুটো পর্যায় আছে। একটা পর্যায় যেন আমাদের ভিতরে আছে যেটা আমরা ইন্টারন্যালাইজ করেছি আর সেই ইন্টারন্যালাইজড ল্যাঙ্গোয়েজ-এর মাধ্যমে আমরা যেন সেটাকে কনস্ট্রাক্ট করা বা সেটাকে ব্যবহার করা বা সেটাকে জানা বোঝার চেষ্টা করছি। এখন যদি এই ধরনের কথা কেউ বলেন, আমার মনে হচ্ছে চমস্কি বলেছেন তাহলে প্রশ্ন উঠবে আচ্ছা আমরা তো শব্দবোধটাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছি, ভাষা জানা ব্যাপারটা কি? এটাকে বোঝার চেষ্টা করছি। তা হলে যদি এক্সটারন্যালাইজড ল্যাঙ্গোয়েজকে বোঝার জন্য আমাদের ইন্টারন্যালাইজড ল্যাঙ্গোয়েজের সাহায্য নিতে হয় তাহলে এবার প্রশ্ন উঠবে ইন্টারন্যালাইজড যে ল্যাঙ্গোয়েজ সেটাকে জানা বা সেটাকে বোঝার ব্যাপারটা কি? মানে ভাষার যদি দুটো পর্যায় থাকে যেটা বহিরঙ্গ পর্যায় সেটাকে বোঝার ব্যাপারটা আমরা ব্যাখ্যা করলাম—ভাষার অন্তরঙ্গ যে পর্যায় আছে তা দিয়ে

এবার প্রশ্ন উঠবে ভাষার অন্তরঙ্গ পর্যায়কে জানা বা অন্তরঙ্গ পর্যায়কে বোঝা এই ব্যাপারটা কি? এই ব্যাপারটার ব্যাখ্যা আমরা কিভাবে দেব! এই প্রশ্ন কেউ যদি তোলে তাহলে চমস্কির দিক থেকে এর ব্যাখ্যা কি ভাবে করা যায়।

দেবপ্রসাদ ঃ এরকম প্রশ্ন উঠেছে। বহুদিন আগেই উঠেছে। চমস্কি এর উত্তর এইভাবে দিচ্ছেন। সেটা হচ্ছে আর্বিট্রেরি যে এক্সটারন্যালাইজড ল্যাঙ্গোয়েজ রয়েছে, যে রূপটা আমরা হাতের কাছে পাচ্ছি তথ্য হিসেবে, সেই তথ্যকে যখন আমরা বিশ্লেষণ করছি ট্র্যান্সফর্মেশনাল জেনারেটিভ গ্রামার এর মাধ্যমে, সেই বিশ্লেষণ আমাকে দেখিয়ে দিচ্ছে যে ভাষার মৌলিক গঠনের জায়গাটা কি। সেটাকে চমস্কি একটা সময় বলতেন যে কার্নেল সেন্টেন্সে পৌছোতে হবে। অনেক কাল আগে বলতেন এটার যে একটা মৌলিক স্ট্রাকচার আছে ভাষার সেই জায়গাটাতে পৌছে যাবো এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে। অল্প কতগুলি রুল ব্যবহার করে আমরা পৌছে যাচ্ছি ভাষার ভেতরের স্ট্রাকচারে তারপর এটা এল ডীপ স্ট্রাকচার-এর কনসেপ্ট নিয়ে যখন অনেকে ভুল বোঝাতে চেষ্টা করল নামটা দেখে যে, ডীপ মানে একটা গভীর গহন কিছু, যেটা চমস্কির উদ্দেশ্য ছিল না। উনি ব্যবহার করলেন একটু অ্যাবস্ট্রাক্ট শব্দ ডি-স্ট্রাকচার এবং এস-স্ট্রাকচার এবং ভাষার ক্ষেত্রে যে ঘটনাটা হয়, চমস্কি দেখাচ্ছেন, সেটা হল এই যে ডি-স্ট্রাকচার এবং এস-স্ট্রাকচার-এর মধ্যবর্তী একটা ট্র্যান্সফর্মেশানের জায়গা আছে। অর্থাৎ ভাষা আমাদের মনের ভেতরে এসে বাইরে থেকে যে জিনিষটা জড়ো হচ্ছে সেটা কেবলমাত্র আর্বিট্রেরি একটা শব্দের জায়গা, আর্বিট্রেরি ধ্বনির জায়গা, এই ধ্বনি শব্দে এসে যখন এই শব্দগুলো তৈরী করছে আমাদের মনের ভেতর ধরা যাক একটা খোপ আছে সেখানে শব্দের ভাড়ার—সেই ভাড়ারের ভেতর লেক্সিকাল ইনসারশান হচ্ছে। শব্দগুলো এসে জড়ো হচ্ছে। এবার সেই শব্দগুলো নিয়ে আমি নিয়মাবলী তৈরী করছি। ইন্টারন্যালাইজড ল্যাঙ্গোয়েজ-এর ব্যাপারে এই নিয়মাবলীর সাহায্যে আমি শব্দগুলো কে কার পাশে বসবে সেটা স্থির করে নিচ্ছি। একটা হোমোজিনিয়াস স্পীচ কমিউনিটির কথা বলছেন চমস্কি, তার ভেতরে বসে কে কার পাশে বসবে এবং বসবে না, এটা আমাদের কাছে অ্যাকসেপ্টেবল আর এটা আমাদের কাছে অ্যাকসেপ্টেবল নয় — এই হিসাবটা করে নিচ্ছি। সেই হিসেব করে সেই ডি-স্ট্রাকচার থেকে এস-স্ট্রাকচারে আমি চলে আসছি। এস-স্ট্রাকচার-এর দুটো পর্যায় আছে। একটা হচ্ছে সেম্যানটিক্স-এর পর্যায় যেটার নাম উনি দিয়েছেন লজিক্যাল ফর্ম বা এল.এফ.; আরেকটা পর্যায় হচ্ছে পি.এফ—ফোনেটিক ফর্ম, ধ্বনিগত যে বিন্যাস-সমবায়, কোন ধ্বনি কার পাশে বসবে বা বসবে না বা ধ্বনির পাশাপাশি বসার নিয়মগুলো কি, এখানে ''নিয়ম'' কথাটা খুব জরুরী। এটাকে আমি যদি আর একটু সহজ করে বলি যে আমরা কতগুলো কাঁচামাল বাইরে থেকে নিই যেটা এক্সটারন্যালাইজড ল্যাঙ্গোয়েজ এই নিয়ম অনুসারে আমি কাঁচামালকে বিন্যস্ত করছি বিভিন্নভাবে। সেই বিন্যাসটাকে জানার দিকে চমস্কি বেশি জোর দিয়েছেন। কারণ এই বিন্যাসটা চমস্কির মতে আমাদের মনের দান। মনের বদলে উনি বলছেন ব্রেন কথাটা ব্যবহার করতে পার তুমি। সেই ব্রেনের দান সে সাজিয়ে নিচ্ছে। এই সাজানো গোছানোর প্রক্রিয়াটাকে আবিষ্কার করবো আমি। এর জন্য আমার হাতে রয়েছে রুল। সেই রুল দিয়ে আমি সিনট্যাকটিক স্ট্রাকচারটাকে আমি বুঝে নেবো। কি রুল-এর সাহায্যে আমি বুঝছি? উনি রুলটাকে বুঝতে চাইছেন। আর্বিটারি ধ্বনি শব্দ নিয়ে তার মাথা ব্যথা নেই।

যদিও ধ্বনির পারমুটেশান-কম্বিনেশান নিয়ে চমস্কির কাজ আছে ১৯৬৮ তে। কিন্তু তার আসল জায়গাটা হল সিনট্যাক্স অর্থাৎ শব্দকে কার পাশে বসালে একটা অর্থ প্রকাশক বাক্য হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে।

মধুছন্দা ঃ এখানে একটা ছোট্ট প্রশ্ন করছি। সেটা হচ্ছে যে এই যে নিয়মগুলোর কথা বলা হচ্ছে যার সাহায্যে আমরা স্থির করছি যে কোন্ শব্দটা কোন্ শব্দটার পাশে বসবে। এই নিয়মগুলো আমরা পেলাম কোথা থেকে? এইরকম প্রশ্ন যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে এবং তার উত্তরে যদি বলা হয় এটা আমাদের মনেই ছিল যদি ধরেনি এই কথাটাই চমস্কি বলতে চাইছেন তাহলে আমার প্রশ্ন হবে যে এই যে আমরা কান্টে যেরকম দেখছিলাম যে আমাদের কয়েকটা ক্যাটেগরিস অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে কিনা—আমরা যা কিছু পাচ্ছি সেই ক্যাটেগরিস অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং-এর ছাঁচে ফেলে আমরা বুঝছি। এখন কান্ট কিন্তু আমাদের সেই ক্যাটেগরি-গুলো বলে দিয়েছিলেন এই কনসেপ্ট-এর ছাঁচেই সবকিছু পড়বে। তা আমরা কি চমস্কির কাছে সে রকম কোন কনসেপ্ট পাবো? সে গুলো কি?

দেবপ্রসাদ ঃ সিনট্যাক্স-এর ক্ষেত্রে এই তত্ত্বের রূপরেখা যেমন বদলেছে মানে ১৯৫৭ থেকে ১৯৯৪ অবধি যদি আমরা দেখি এই ছাঁচটা কি সেটা জানার জন্য চমস্কি বারবার তাঁর তত্ত্বকে সাজিয়ে দিয়েছেন সিনট্যাক্টিক অ্যানালিসিস-এর পর্যায়ে। সেগুলো যদি এইভাবে ভাবি—আমি একটু সহজে যাওয়ার চেষ্টা করি—সহজে বলতে আমি একটু পুরোনো চমস্কিতে যাই। চমস্কি দেখলেন যে একটা সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে পুরোনো চমস্কি দুটো ভাগে আছে, একদিকে থাকে নাউন ফ্রেজ আর একদিকে থাকে ভার্ব ফ্রেজ। এবার নাউন ফ্রেজ-এর ভেতর কে কে যাবে সেটা খুব সুনির্দিষ্ট ভাবে আছে এবং কে যাবে শুধু নয়, সেই কনস্ট্রাকশান নিয়ে একটা কনস্টিচুয়েন্টস এর কনস্ট্রাকশানের কথাও বলছেন। সেই কনস্ট্রাকশানে কে হেড থাকবে, কে কার পাশে বসবে সেটা স্পীকারই কিন্তু জানেন, একজন গ্রামারিয়ান নয়। স্পীকার-এর ক্ষেত্রে কি গন্ডগোল হয় সে ক্যাটেগরিগুলোর নামকরণ করে না। আমরা নামকরণ করি। ওখানে যদি নাউন ফ্রেজের বদলে এক্স ফ্রেজ বলা হয় তাতে কিছু যায় আসে না এবং চমস্কি শেষ পর্যন্ত সেই জায়গাতেই এসেছেন। XP, YP বললেও কিছু যায় আসে না। এই ফ্রেজাল ক্যাটেগরিগুলো কিভাবে তৈরী হচ্ছে চমস্কি সুনির্দিষ্ট ভাবে সেগুলো বলে দিচ্ছেন। এবং সেই ক্যাটেগরির ভেতরে কোন একটি কনস্টিচুয়েন্টের ভেতরে কে কাকে শাসন করছে অর্থাৎ গভার্ন করছে, কে কাকে ধরে রাখছে, কার সঙ্গে কার গাটছড়া বাধা, বাইন্ডিং এর কনসেপ্ট এসেছে, যে একজন আর-একজনের সঙ্গে বাইন্ডার-বাইন্ডি রিলেশনে এইরকম পরিভাষা নির্মাণ করে সাজিয়ে নিয়েছেন। এই সাজিয়ে নেওয়ার ভেতরে যেমন দেখা যাচ্ছে যে ট্র্যান্সফর্মেশানগুলোর ভেতর কিছু রুল আসছে। প্রথম দিকের রুলগুলো ছিল এইরকম—প্যাসিভাইজেশান, রিলেটিভাইজেশান, ডব্লুএইচ-ডিলিশন—আমি ৬৫ সালের কথা বলছি—পরে দেখা গেল রুলগুলো যখন এক্সটেন্ডেড স্ট্যান্ডার্ডে গভর্ণমেন্ট বাইন্ডিং-এর কাছাকাছি এল আমরা সেই সময় দখলাম রুল মাত্র একটা মুভ ∝। আমি যখন শব্দগুলো বাইরে থেকে নিচ্ছি, নিয়ে তাকে সাজাচ্ছি গোছাচ্ছি ফর্মাল ইন্টারপ্রিটেশান-এর দিকে যাচ্ছি, সাজিয়ে গুছিয়ে নিচ্ছি, সেই সাজানো-গোছানোর সময় আমি কোন একটা জিনিষকে ধরে, কোন একটা কনস্টিচুয়েন্টকে ধরে, কোন একটা ইউনিটকে ধরে আমি যেখান থেকে সরিয়ে দিতে

পারি। তাহলে সেই জায়গাটা ফাঁকা রয়ে গেল, যেখান থেকে সরালাম। আবার সেটাকে ডিলিট ক'রে দিতে পারি না শুনে, উড়িয়ে দিতে পারি, এঘটনাও ঘটতে পারে আবার এরকমও ঘটতে পারে আমি নতুন একটা কিছু যোগ করে দিতে পারি, অ্যাডিশান করতে পারি। এরকম নানান প্রক্রিয়া, নানারকম অপারেশনের মাধ্যমে আমি আমার ভাষাটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে নি। এই যে কান্টীয় অ্যানালজি যদি এখানে ব্যবহার করতে হয় তাহলে চমস্কিও সিনট্যাক্স এর যে টুলস্ গুলো, সেই টুলগুলোর কথা ভাবতে হবে সেই টুল-এর সাহায্যে। এবং চমস্কি যখন কোয়াইনের সঙ্গে এ বিষয়ে ঝগড়া করেন ১৯৭৬ -এর কাজটায়, সেখানে চমস্কি দেখাচ্ছেন যে, কোয়াইনের প্রস্তাব ছিল এইরকম যে, একই ভাষার কমিউনিটির ভেতরে ভেতরে এক্সটেনশনালি ইক্যুইভ্যালেন্ট গ্রামার আছে সেটা বলতে কি বোঝাচ্ছেন? কোয়াইন বোঝাতে চাইছেন যে, একই সেটস অব সেন্টেন্সেস ব্যবহৃত হচ্ছে এটাকে উইকলি ইক্যুইভ্যালেন্ট বলছেন, আর একদিকে বলছেন, স্ট্রংলি ইক্যুইভ্যালেন্ট গ্রামার রয়েছে। এখন এই গ্রামারগুলোর ক্ষেত্রে যে ইন্টাররিলেশন—ধরা যাক, একটা স্ট্রীম রয়েছে A, B, C, I কোয়াইনের কাছে দুটো ইন্টারপ্রিটেশান থাকতে পারে। হয় A একটা কনস্টিচ্যুয়েন্টস, B আর একটা কনস্টিচ্যুয়েন্টস। আর একটা ইন্টারপ্রিটেশান থাকতে পারে, — A, B, C। এটা যখন চমস্কির কাছে প্রশ্ন হিসাবে আসে এরকম ইন্টারপ্রিটেশান তো নানারকম থাকতে পারে—তুমি বাপু কি করে ইউনিভার্সালের কথা বলছো? আর উত্তরে চমস্কি দেখান যে, লিটারেচার সিনট্যাক্স-এর উপর তার যে কাজগুলো রয়েছে সেই লিটারেচারে যেটা এখনকার ভাষায় বলা যায় এক প্যারামিটারে কিভাবে সরে যায় এবং কোনটা অ্যাকসেপ্টেবল নয়। ধরা যাক, দেখা গেল যে এই C, D টা অ্যাকসেপ্টেবল নয় কিন্তু C, একটা অ্যাকসেপ্টেবল আরেকটা স্ট্রিম, সিনট্যাক্স-এর নিজস্ব অস্ত্রশস্ত্র দিয়েই এগুলোর ব্যাখ্যা দেওয়া যাচ্ছে। এবং সেখান থেকে আমরা ইউনিভার্সাল একটা জায়গায় পৌঁছোতে পারছি। ইউনিভার্সালিজম-এর জায়গায়। এবং এই যে টুলগুলোর কথা—এখানে যেটা লক্ষ্যণীয় বিষয়, সেটা হচ্ছে যে, কোয়াইন বা ডেভিডসন—আমি জানিনা ডেভিডসনের ব্যাপারটা কতখানি—কোয়াইনের ক্ষেত্রে যতটুকু জানি, কোয়াইন কিন্তু চমস্কির সিনট্যাক্টিক অ্যানালিসিস নিয়ে আলোচনা আনছেন না এবং কতগুলো প্রশ্ন তুলছেন। কিন্তু চমস্কির প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রশ্ন হল তাহলে প্রব্লেমেটিকটা কি? প্রব্লেমটা কি ফিলজফি অব মাইন্ড-এর ক্ষেত্রে? চমস্কি একটা প্রশ্ন তুলেছেন আর কি। সেই প্রশ্নটা হচ্ছে বিহেভিয়রিজম এই ফিলজফি অফ মাইন্ড-এর ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে মানুষের স্বাধীনতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। স্কিনারের যে বিখ্যাত উপন্যাস রয়েছে সেখানে স্কিনার সম্পূর্ণতায় সমাজ ব্যবস্থার পরিকল্পনা করছেন। সেই পরিকল্পনায় রয়েছে যে একজন নিঠুর দরদী রাজা, তিনি সমস্ত লোককে ডিসিপ্লিনের ভেতর নিয়ে আসছেন। এই ধরনের পলিটিক্সটা চমস্কি পছন্দ করছেন না। চমস্কি মানবিক স্বাধীনতার পলিটিক্সে বিশ্বাসী এবং যেহেতু অ্যানারকিজমের একটা বড় ট্র্যাডিশান তার ভেতরে রয়েছে, তাঁর পলিটিক্যাল লেখাগুলোয় বাকুনিন, ক্রোপোট্কিন্দের উল্লেখ প্রচন্ডভাবে রয়েছে এবং তাঁর ঘরে ঢোকবার মুখে রয়েছে বার্ট্রান্ড রাসেলের ছবি। ফলত; তাঁর চিন্তাভাবনায় অ্যানার্কিজম, সিন্ডিক্যালিজম-এর ছাপ সুস্পষ্ট এবং ফিলজফি অফ মাইন্ড আলোচনা করতে গিয়ে আমরা রাজনীতির ব্যাপারটা কি এড়াতে পারি?

মধুছন্দা ঃ আমার মনে হয় ফিলজফি অফ মাইন্ডে কেন বিহেভিয়েরিজম এসেছিল—সেটা যে খুব একটা রাজনৈতিক কারণ ছিল তা কিন্তু নয়। যদি আমরা শুধু আমেরিকার দিকে না তাকিয়ে পুরো যে দার্শনিক সমাজ তার দিকে যদি তাকাই তাহলে কিন্তু বিহেভিয়রিজম এসেছিল একটা রিঅ্যাকশান হিসেবে। কার রিঅ্যাকশন? কার্তেসিয়ানিজমের রিঅ্যাকশন হিসেবে আমরা দেখতে পাই দেকার্তের মধ্যে যে মন এবং দেহ, মাইন্ড-বডি ডুয়্যালিজম খুবই প্রকট এবং সেখানেই উনি বলছেন যে আমরা যেরকমভাবে মাইন্ডকে জানি আর যেরকমভাবে বডিকে জানি এই দুটোর মধ্যে একটা অ্যানোম্যালি আছে—এই দুটো ভিন্নভাবে জানি। ফলে উনি বলছেন যে, ফিজিক্যাল সায়েন্স-এর যে মেথড হবে আর সাইকোলজির যে মেথড হবে এই দুটো এক নয়। সাইকোলজির মেথড তবে কি হবে? উনি বলছেন যে, আমাদের অন্তর্দর্শনের দ্বারা জানতে হবে মানসিক অবস্থার স্বরূপকে। এখানে দেকার্তের আর একটা প্রিন্সিপল খুব বড় করে কাজ করছে—সেটা হচ্ছে যে দেকার্ত মনে করেন যে, আমরা আমাদের নিজেদের মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে, আমরা সবচেয়ে বেশি জানি, আমাদের চেয়ে বেশি সে জানে না, আমরা ঠিক জানি। ফলে আমরা আমাদের মানসিক অবস্থাকে যেভাবে বুঝি আমাদের মানসিক অবস্থাগুলি সেরকম। এটা হচ্ছে কার্তেসিয়ানিজম। ফলে মানসিক অবস্থার যদি একটা বিজ্ঞান করতে হয় তাহলে সেখানে স্বভাবতই যে পদ্ধতি হবে সেটা হচ্ছে অন্তর্দর্শনের পদ্ধতি। এই যে অন্তর্দর্শনের পদ্ধতি সেটা সম্বন্ধে দার্শনিক জগতে একটা বিশাল মিসগিভিং ওঠে। এই অন্তর্দর্শন বলতে কি বুঝবো? এটা আবার কিরকম ব্যাপার; ফলে এটার থেকে খুব বড় একটা ফিলজফি অব মাইন্ড-এর প্রশ্ন ওঠে। এই পদ্ধতিতে শুধু আমরা নিজের মনকে জানতে পারি। কিন্তু আমরা শুধু নিজেদের মানসিক অবস্থাও জানি না। অন্যদের মানসিক অবস্থাও জানি। কিভাবে জানি? সেটা তো আমরা এইভাবে জানি না। অন্তর্দর্শন ক'রে তো আমি বুঝতে পারবো না তোমার ম'নে কি আছে? সেইভাবে কিন্তু আদার মাইন্ডস-এর সমস্যাগুলো এবং সেইখানে বিহেভিয়রিজম আমাদের একটা আশার আলো দেখায়। যে, আমরা অন্যদের মানসিক অবস্থা কি ক'রে জানি? তাদের ব্যবহার দেখে অনুমান করি। এখান থেকে কিন্তু বিহেভিয়রিজম এসেছিল। ফলে দর্শনে অন্তত এটা যে একটা পলিটিকাল অ্যাজেন্ডা থেকে এসেছিল এটা বলা হয়তো ঠিক নয়।

দেবপ্রসাদ ঃ পলিটিক্যাল অ্যাজেন্ডাটা সেই সময় যেভাবে ঘটছিল বিশেষত, যখন ম্যাক্ডুগলরা এই নিয়ে কথাবার্তা বলছেন—সেই সময় পলিটিক্যাল পরিস্থিতি কোনভাবে—আমার দুটো প্রশ্ন আছে এখানে—এপিস্টেম হিসেবে কাজ করেছিল। এটা প্রথম প্রশ্ন। দ্বিতীয় প্রশ্ন—সেটা আনকনসাসও হতে পারে।

মধুছন্দা ঃ হ্যাঁ আনকনসাস হতে পারে সেটা সম্বন্ধে কোন দ্বিধা নেই।

দেবপ্রসাদ ঃ হ্যাঁ ওয়ালসন ম্যাকডুগালদের ক্ষেত্রে, কিন্তু লিকনারের ক্ষেত্রে আমরা খুব স্পষ্ট যেন দেখতে পাই। আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে সে সময় বিজ্ঞানের যে প্যারাডাইমটা চালু ছিল।

মধুছন্দা ঃ সেটা অবশ্যই বিজ্ঞানের রাজনীতি এখানে কাজ করেছে। সে সম্বন্ধেও আমার কোনো দ্বিমত নেই।

দেবপ্রসাদ ঃ বিজ্ঞানের প্যারাডাইমটা হচ্ছে যে মেন্টাল স্টাফকে বোঝার জন্য আমি ফিজিক্সে যে পদ্ধতি ব্যবহার করি সেই পদ্ধতিকে আমি এখানে আনবো কিনা এমনটি রাসেল সেই

সময়ে সমসাময়িক লেখায় বলছেন যে, সাইকোলজি, ফিজিক্স হ'য়ে যাচ্ছে আবার ফিজিক্স, সাইকোলজি হ'য়ে যাচ্ছে। এই যে এই পরিস্থিতিটা অর্থাৎ দুটো ক্ষেত্রেই এপিস্টেমের প্রশ্নটা খুব জরুরী। ফিজিক্স সেই সময় যা করছে যে আমি পরীক্ষিত সত্যের দিকে নজর দেবো। ভেরিফাই করবো জগৎকে। সেই জায়গাটাও বিহেভিয়রিজমের ক্ষেত্রে কাজে লেগেছে। অর্থাৎ, দুটো জায়গা, একটা হচ্ছে যে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথেমেটিক্স অন্যান্য সো কল্ড হার্ড সায়েন্স, নেচারাল সায়েন্স যেভাবে চলছে আমি সাইকোলজিকে মুক্ত করবো সেই সোল-এর খোপ থেকে। আত্মা-টাত্মা নিয়ে যেসব কথাবার্তা বলছে তার খোপ থেকে মুক্তি দেবে। সেই জায়গা থেকে আমি বিহেভিয়রিজমকে তৈরী করবো। হ্যাঁ উদ্দেশ্য যে এম্পিরিক্যালি আমি তথ্য জড়ো ক'রে বিচার ক'রে বলতে পারছি অপরের মন সম্পর্কিত কথাবার্তা। তবে সেখানে অপরকে অবজেক্টে পরিণত করা হচ্ছে যেটা নিয়ে চমস্কি বেশি কথা বলেননা, অন্য লোকেরা বলেন, অন্য ঘরানার লোকেরা বলেন, এই অপরের মন তৈরী করাটা কতখানি ঠিক—এটা অন্য প্রশ্ন।

মধুছন্দা ঃ এখানে একটা কথা হয়তো বলা যায় জানিনা। যে যদি চমস্কি মনে করেন যে বস্তুতপক্ষে আমাদের মনের গঠন একরকম তাহলে তিনিও তো বলতে চাইবেন যে ঠিক যেমনভাবে আমি নিজের মনকে জানি ঠিক তেমনভাবেই আমি অন্যের মনকে জানি। মানে আমি অন্ততঃ একটা অ্যানালজিক্যাল আর্গুমেন্ট দিয়ে বলতে পারি যে তুমি কি ভাবছো।

দেবপ্রসাদ ঃ তুমি কি ভাবছো — এই বাক্য চমস্কি এইভাবে বলবেন যে, এই বাক্যটি সম্পর্কে তুমি কি ভাবছো। এই বাক্যটি যে উচ্চারণ করলে, এই বাক্যটি সম্পর্কে তোমার অভিমত কি নেটিভ স্পিকারস ইনট্যুইশান। এই বাক্যটাকে অ্যাকসেপ্ট করো না করোনা। আকাশের গায়ে টক টক গন্ধ তুমি অ্যাকসেপ্ট করো কি করোনা। এই প্রশ্নটা চমস্কির কাছে জরুরী হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এবং সেখানে যে কনস্টিচুয়েন্ট গুলোর ভাগ — যে, আমি কাকে কোন্ ফ্রেজাল ক্যাটেগরির ভেতর বিন্যস্ত করবো, কাকে কনস্টিচুয়েন্টে পরিণত করবো বা করবো না কিভাবে আমি ভাগাভাগিটা করছি যেটা নেটিভ স্পীকারের স্বাধীনতার ওপর নির্ভর করছে। এই জায়গাটার ওপর চমস্কি জোর দিতে চাইলেন। আসলে আমি যেটা বলতে চাইছিলাম বিহেভিয়রিজম-এর ফিজিক্স টিজিক্স-কে মানে ফিজিক্সকে আল্টিমেট একটা প্যারামিটার হিসেবে ধরে নেওয়ার জন্য যে ঘটনাটা ঘটাতে চাইলো বস্তুর বিশ্লেষণ আমি যেভাবে করি ঠিক সেইভাবেই আমি মানুষ-এর বিশ্লেষণও করবো। মানুষ এবং বস্তু এই ধরনের অবজেক্টিফিকেশন যেটা নিয়ে চমস্কি কিন্তু প্রশ্ন তোলেননি। এবং তুললেও সেটা একটু অন্য রকমভাবে তোলা। কিন্তু এই যে বস্তু এবং মানুষকে এক করে দেখা এটার ভেতরে নির্ঘাত এক ধরনের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া কাজ করে। আরো যেটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে An Inquiry into Meaning and Truth-এর ক্ষেত্রে ধরা যাক—এখানে রাসেল প্রথমেই যখন ফিজিক্সের কথা বার বার আসছে সেখানে আইডিয়ালিজম সম্পর্কে কথাবার্তা বলছিলেন। বলতে গিয়ে ফিজিক্সের যে একটা বিশাল আধিপত্য তার কথায় চলে এলেন একদম বইয়ের প্রথমেই। চলে এসে বলছেন যে বরফের ঠান্ডাত্ব, বাসের যে সবুজত্ব, বা কাঠের যে কাঠিন্য, পাথরের যে কাঠিন্য এগুলো ফিজিক্স পড়ার পর দেখলাম বরফের ঠান্ডা ঠান্ডাত্ব নয়, ঘাসের সবুজত্ব

সবুজত্ব নয় ইত্যাদি। এখানে বার্ট্রান্ড রাসেল একটা অদ্ভুত বাক্য জুড়ছেন 'If Physics is to be believed' এখন ফিজিক্সের ওপর আমি আপাতত আস্থা রাখতে পারছি মাত্র। সেই আস্থার ওপর নির্ভর করে আমি কতখানি এগোতে পারি। ফিজিক্সের সাংগঠনিক যে প্রক্রিয়া, বিষয় হিসেবে, সেই প্রক্রিয়ার সাহায্যে আমি সাইকোলজির ব্যাখ্যা কতখানি দিতে পারি, হিউম্যান সায়েন্সে।

এই জায়গাতে কোয়াইনের বিরুদ্ধে যে প্রশ্নটা উঠবে—কোয়াইনের লেখাপত্রে কি এটা স্পষ্ট নয় যে এক ধরনের বাইফারকেশন হ'য়ে যাচ্ছে। গুণগত তফাৎ হ'য়ে যাচ্ছে, ফিজিক্সের ইনডিটারমিনিজম কোয়ান্টাম-টোয়ান্টাম এসে গেছে ততদিনে। সেই ইনডিটারমিনেসির সঙ্গে কি ক'রে ল্যাঙ্গোয়েজের ইনডিটারমিনেসিকে মেলাবো। সে প্রশ্নটাও এখানে চলে আসছে।

নির্মাল্য ঃ তাহলে কি আমরা এখন কোয়াইনের আলোচনায় চলে যাব নাকি আগে ফিলজফি অব মাইন্ডটা সেরে নেবো। আমি কোয়াইনের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এইটার প্রসঙ্গে কি বলা যেতে পারে সে প্রসঙ্গে দু চারটি কথা বলি। প্রথমেই বলে রাখি যে ঠিক ফিলজফি অফ মাইন্ড বলতে যে ধরনের জিনিষ আমরা আজকাল বুঝি কোয়াইন ঠিক সেই অর্থে ফিলজফি অফ মাইন্ড নিয়ে কোন আলোচনা করেন নি। সুতরাং সেই অর্থে কোয়াইনের কোন ফিলজফি অফ মাইন্ড নেই। কিন্তু কোয়াইন যেহেতু একজন দার্শনিক এবং একজন দার্শনিকের কাজের মধ্যে মানুষের মন সম্পর্কিত আলোচনা, মানুষের নানারকম যে ব্যবহার, যে ব্যবহার মানুষ করে, সেই ব্যবহারের একটা ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা দার্শনিকরা করেই থাকেন এবং কোয়াইনও সেটা করেছেন তার মত করে। সুতরাং কোয়াইনের যদিও নিজস্ব কোন ফিলজফি অফ মাইন্ড নেই তবুও কোয়াইনের লেখা থেকে আমরা খানিকটা অনুমান করতে পারি যে মন সম্পর্কে কোয়াইন কি ধরনের কথা বলতে পারেন বা কি ধরনের আলোচনা করতে পারেন। প্রথমত এটা ব'লে রাখা ভাল যে কোয়াইন বারবার করে তার প্রত্যেকটি লেখায় মেন্টালিজম শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এই মেন্টালিজমের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। মেন্টালিজম কথাটা কি অর্থে কোয়াইন ব্যবহার করেছেন। কোয়াইন বার বার করে বলছেন যে এই যে বিশেষ করে যে ব্রিটিশ এম্পিরিসিস্ট ট্র্যাডিশন যেখানে যদিও তারা অভিজ্ঞতাবাদী, যদিও তারা অভিজ্ঞতার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছেন, অভিজ্ঞতার কথা বলছেন বারবার করে তাদের এপিস্টেমোলজিতে, তাদের মেটাফিজিক্সে। কিন্তু সেখানেও তারা যখন এই অভিজ্ঞতার কথা বলছেন সেখানেও কিন্তু তারা মনকে বা মানসিক বিভিন্ন বৃত্তিগুলোকে একটা পৃথক ইন্ডিকেটিভ স্ট্যাটাস দিচ্ছেন যেন এগুলি আলাদা জগতে আলাদা এনটিটি যেমন চেয়ার টেবিল, বাড়ি ঘর যেন এনটিটি — ঠিক তেমনি আমার মনের ইনটেনশন একটা জগতের এনটিটি আমার মনের বিভিন্ন যে মেন্টাল অ্যাট্রিবিউট আছে সেগুলো যেন আলাদা এনটিটি এবং এর মধ্যে মীনিংটাও পড়ে। মীনিংটাও যেন মানুষের মনের বিশেষ একটা এনটিটি হিসেবে কাজ করে। সুতরাং এখন কোয়াইনের কাছে মেন্টালিজম হচ্ছে সেই ধরনের তত্ত্ব যেখানে মানুষের ব্যবহারকে, মানুষের মনকে বোঝার জন্য বিভিন্ন ধারণাগুলোকে ব্যবহার করা হয়, যে ধারণাগুলোর একটা পৃথক স্বতন্ত্র সত্তা জগতে আছে এবং সেই সত্তা অন্যান্য আর দশটি বস্তুর মতো সত্তাবান। সেই ধরনের যে তত্ত্ব বা সেই ধরনের যে অ্যাপ্রোচ তাকে কোয়াইন বলেছেন মেন্টালিজম। এবং

কোয়াইন এই মেন্টালিজম-এর বিরোধিতা করছেন তার সমস্ত লেখাতে। এখন মেন্টালিজমের বিরুদ্ধে কোয়াইনের একটা খুব বড় বক্তব্য হচ্ছে এই যে, যদি মানুষের ব্যবহারকে ব্যাখ্যা করতে হয়, মানুষের ব্যবহার সম্পর্কিত যদি একটা তত্ত্ব তোমাকে দিতে হয়, থিয়োরী দিতে হয়—তাহলে সেই তত্ত্ব দেওয়ার জন্য মেন্টালিস্টিক যে নোশনগুলো রয়েছে সেই নোশন-গুলো সত্যি আলটিমেটলি কোন কাজে লাগবে না। সুতরাং কোয়াইন যে মেন্টালিজম-এর বিরোধিতা করছেন সেই বিরোধিতাটা অনেকটাই প্র্যাগম্যাটিক বিরোধিতা। অর্থাৎ কোয়াইন বলার চেষ্টা করছেন যে ধরো মানুষের শব্দ-ব্যবহার সম্পর্কিত যে তত্ত্ব সেই তত্ত্ব যদি দিতে হয় বা মানুষের জগৎ সম্পর্কিত যে জ্ঞান সেই জ্ঞানের যদি একটা তত্ত্ব দিতে হয়, ব্যাখ্যা দিতে হয় সেই তত্ত্ব দেওয়ার সময়, বা ব্যাখ্যা করার সময় যে সমস্ত ট্র্যাডিশনাল মেন্টালিস্টিক নোশনগুলো প্রচলিত ছিল সেগুলো কোন কাজে লাগবে না মানে সেগুলো স্বীকার করাও যা, না স্বীকার করাও তাই। সুতরাং যদি সেগুলো তোমার তত্ত্বের ক্ষেত্রে কাজে না লাগে তাহলে শুধু শুধু তোমার এই অন্টোলজিকে একবারে একটা কামবারসাম ও মাইনড্‌স্ জাম্‌ব্লিং উনি বলেছেন। এটা সাধারণতঃ বৈজ্ঞানিকরা 'ল অফ পারসিমনি'তে বিশ্বাস করে যত সিম্পল হবে তোমার থিয়োরী, তত বেশি অ্যাকসেপ্টেবল হবে সেটা। সুতরাং আমি যদি মানুষের ব্যবহার সম্পর্কিত এমন একটা তত্ত্ব দিতে পারি যে তত্ত্ব দেওয়ার সময় আমি কোন রকমের মেন্টালিস্টিক নোশনস ব্যবহার করলাম না তাহলে আমার তত্ত্ব অনেক বেশি সিম্পল হল অনেক বেশি এলিগ্যান্ট হল, অন্য তত্ত্বের চেয়ে।

সুতরাং কোয়াইনের যে বিরোধিতা মেন্টালিজমের বিরুদ্ধে তার যে—বক্তব্য সেটা হচ্ছে, এটাই সব নয়, খুব বড় একটা কারণ হচ্ছে যে প্র্যাগমেটিক কনসিডারেশনস। সত্যি এটা শেষ পর্যন্ত কোন কাজে লাগে না, যদি কাজে না লাগে তাহলে আর এটাকে শুধু শুধু স্বীকার করে, এটাকে মেনে অন্টোলজিকে খুব জটিল করে দেওয়ার কোন যৌক্তিকতা নেই। প্রশ্ন এখানে ওঠে যে সত্যি ওটা কাজে লাগে কি কাজে লাগে না। প্রশ্ন হচ্ছে যে ওটাকে বাদ দিয়ে মেন্টালিস্টিক নোশনকে বাদ দিয়ে যে থিয়োরী আমরা খাড়া করতে পারি সেই থিয়োরীটা সত্যি সত্যি যাকে ব্যাখ্যা করার কথা ছিল তাকে ব্যাখ্যা করতে পারলো কি না। সেখানেই তো নানারকমের বিতর্ক—কেউ বলছেন ব্যাখ্যা করা যায়, কেউ বলছেন না ব্যাখ্যা করা যায় না। সুতরাং বিতর্কটা সেইখানেই আসবে। সুতরাং মেন্টালিজমের বিরুদ্ধে কোয়াইনের যে বিরোধিতা সেটা কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে, প্র্যাগম্যাটিক অপোজিশন। এটা সত্যি শেষ পর্যন্ত কোন কাজে আর লাগবে না।

দেবপ্রসাদ ঃ এখানে আমার একটা প্রশ্ন আছে। কোয়াইনকে উদ্ধৃত করছেন চমস্কি। ১৯৭৬ এর ১৮৭ পাতায় সেটা একটু পড়ে দেখা যাক। এই উদ্ধৃতিটার প্রসঙ্গে উনি কি বলছেন! এই অংশটা খুব জরুরী। এখানে চমস্কির মেন্টালিজমের একটা অন্যরকম সমর্থন পাওয়া যাচ্ছিলো। হয়তো পদ্ধতিগত দিক থেকে ভুল। সেটা এখানে চমস্কি বারবার বলছেন যেমন চমস্কি প্রথমেই ধরেছেন এই শব্দটাকে at yet unknown innate structure .... yet un-known মানে yet to be known এবং Knowable ... আমি 'ইন্‌ডিটারমিনেসি অফ ট্রান্সলেশন'-টাকে একটু পাশে রাখছি আপাতত। তাহলে চমস্কির সঙ্গে ১৯৬৯-এর কোয়াইনের সঙ্গে বিরোধের জায়গাটা কোথায়।

নির্মাল্য ঃ কোয়াইন থেকে যে কোটেশনটা করা হল আমি সেটা সম্পর্কে দু একটা কথা বলি আসলে কোয়াইনের বিরুদ্ধে চমস্কি যে যুক্তিগুলো দিচ্ছিলেন তার মধ্যে একটা খুব বড় যুক্তি ছিল যে যেভাবে কোয়াইন....

যেটা বলছিলাম ... কোয়াইনের বিরুদ্ধে চমস্কির যে আপত্তিগুলো ছিল তার মধ্যে একটাতে বলা হচ্ছে যে, কোয়াইন যেভাবে "মীনিং" নিয়ে আলোচনা করছেন, যেভাবে ভাষা শেখার ব্যাপারে আলোচনা করছেন তাতে করে আমাদের ভাষাটা খুবই ফাইনাইট হ'য়ে গেল, অথচ ভাষার স্ট্রাকচার যেরকম তার থেকে তো একজন বক্তা একটা ইনফাইনাইট নাম্বার অফ সেন্টেন্সেস ইন্টারপ্রিট করার, আন্ডারস্ট্যান্ড করার ক্ষমতা রাখেন। কিন্তু চমস্কি মনে করেন যদি কোয়াইনের মত আমরা মানি তাহলে ঐ 'স্টিমিউলাস রেসপন্স' — কন্ডিশনিং-এর মধ্যেই ভাষাকে স্তিমিত থাকতে হবে। এবং আমাদের কখনোই ঐ ক্ষমতা অর্থাৎ ভাষার অন্তর্গত যে অনন্ত বাক্য তৈরী করার, বাক্য বোঝার যে ক্ষমতা, সেই ক্ষমতাকে আর ব্যাখ্যা করা যাবে না। আমার মনে হয় সেই প্রসঙ্গেই কোয়াইন এই কথাটা বলেছেন যেটাকে চমস্কি কোট করেছেন। এখানে একটা কথা বলি যে কোয়াইন কিন্তু স্টিমিউলাস রেসপন্সের মধ্যেই ভাষা শেখাকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। যদিও উনি বারবার করে বলছেন যে এটা হচ্ছে বিগিনিং এবং আল্টিমেট এক্সপ্লেনেশনে আমাদের হয়তো এখানেই নেমে আসতে হবে। কিন্তু তার মধ্যেই আমাদের ভাষা শেখাটা সীমাবদ্ধ নয়। যেমন ঐ কোটেশানের মধ্যেই আছে যে কোয়াইন এক জায়গায় বলেছেন যে, সেখানে তিনি অ্যানালিটিক হাইপোথিসিস বলে একটা শব্দ ব্যবহার করেছেন। অ্যানালিটিক হাইপোথিসিস ব্যাপারটা কিরকম একটু সংক্ষেপে আমি বলি — ধরা যাক কোয়াইন যে র‍্যাডিক্যাল ট্রান্সলেশন-এর ছবি দিয়েছেন সেখানে একজন ফিল্ড লিঙ্গুয়িস্ট মেটেরিয়াল ওয়ার্ল্ডকে ইন্টারপ্রিট করার চেষ্টা করছে, মনে রাখতে হবে এটা র‍্যাডিক্যাল। র‍্যাডিক্যাল কথাটার অর্থ কি? তার অর্থ হল যেখানে সেই নেটিভ স্পীকার-এর ভাষা সেই নেটিভ স্পীকার যে সমাজে বাস করে সেই সমাজ সম্পর্কে কোন রকমের তথ্য ফিল্ড লিঙ্গুয়িস্ট-এর কাছে কোনরকমে জানা নেই—এটাই হচ্ছে র‍্যাডিক্যাল শব্দটার মানে। এই নিয়ে অনেক প্রশ্ন অনেকেই করেছেন। কিন্তু আপাতত এটুকু এখানে জেনে রাখা ভালো যে একজন ফিল্ড লিঙ্গুয়িস্ট একটা সমাজে নামলেন যে সমাজ সম্পর্কে যে সমাজের চিন্তাধারা যে সমাজের আচার ব্যবহার যে সমাজের বিশ্বাস সম্পর্কে কোন আগাম খবর ঐ লিঙ্গুয়িস্ট-এর কাছে নেই। এবং ফিল্ড লিঙ্গুয়িস্ট নেমে দেখলেন যে একটা মানুষ সে একটা ধ্বনি উচ্চারণ করল। তখনও পর্যন্ত সে বাক্য, শব্দ এসব কিছুই জানে না। একটা ধ্বনি উচ্চারণ করল গাভাগাই। এবার ফিল্ড লিঙ্গুয়িস্ট বার করার চেষ্টা করছেন আচ্ছা এই যে 'গাভাগাই' বলল তাহলে আমার ভাষায় এটা কি হবে। গাভাগাই কি একটা বাক্য নাকি একটা শব্দ তাকি তা কিছুই জানে না। যেন সে তার ভাষার গঠন সম্পর্কে কিছুই জানে না। এবার সে ধরে নিলো যে গাভাগাই একটা বাক্য। এই বাক্যটা ফিল্ডলিঙ্গুয়িস্টের ভাষায় ট্রান্সলেট করলে দাঁড়ায় দেয়ার ইজ এ র‍্যাবিট। সে কিন্তু জানে না যে এটা সত্যি ঠিক কিনা। সে এবার আরো ক্রমশ সেই নেটিভ লোকটির বাক্য-উচ্চারিত ধ্বনিগুলো শুনছে এবং ফিল্ড লিঙ্গুয়িস্ট একটার পর একটা ট্রান্সলেট করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। এখন করতে করতে একটা জায়গায়

গিয়ে এমন দাঁড়ালো যে আগে ভেবেছিলো যে গাভাগাই হচ্ছে দেয়ার ইজ অ্যা র‍্যাবিট, দেখা গেল যে সে ভুল ভেবেছিল। গাভাগাই মানে ইট ইজ এ সানি ডে। তাহলে সে এটা ধরে নিয়েছিলো, ধরে নিয়ে সে এগিয়েছিলো কিন্তু পরবর্তীকালে সেটা ভুল বলে প্রমাণিত হতেও পারে আবার সেটা ভুল নয় বলেও প্রমাণিত হতে পারে। এই যে ধরে নেওয়া এইগুলোকেই উনি বলেছেন অ্যানালিটিক্যাল হাইপোথিসিস। তাহলে অ্যানালিটিক্যাল হাইপোথিসিস-এর প্রিসাইজ ফর্ম-টা কিরকম হবে? যে গাভাগাই নেটিভ ল্যাঙ্গোয়েজ থেকে আমার ল্যাঙ্গোয়েজে ট্রান্সলেটেড হয় দেয়ার ইজ এ র‍্যাবিট এই মর্মে। এটাই হল অ্যানালিটিকাল হাইপোথিসিস। এই অ্যানালিটিক্যাল হাইপোথিসিস-এর ওপর নির্ভর করে ফিল্ড লিঙ্গুয়িস্ট এগোচ্ছেন, একটার পর একটা আটারেন্স ট্রান্সলেট করার চেষ্টা করছেন। যদি কোথাও ইনকনসিস্টেন্সি হ'য়ে থাকে তাহলে ফিল্ড লিঙ্গুয়িস্ট চেঞ্জ করবেন অ্যানালিটিক্যাল হাইপোথিসিস। যদি কোন ইনকনসিস্টেন্সি না হয় তাহলে ফিল্ড লিঙ্গুয়িস্ট তার কাজ অনেক ভালো ভাবেই এগোতে পারবেন। এবার দেখুন যেই মুহূর্তে এই এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে ফিল্ড লিঙ্গুয়িস্ট যে লিখছেন বা ট্রান্সলেট করছেন (কোয়াইনের ভাষায় বলতে গেলে) তার নিজের ল্যাঙ্গোয়েজে সব সময়ই যে সবটাই সেই স্টিমিউলাস রেসপন্স-এর মধ্যে থেকেই করছেন তা নয়, ভাষাটা যদি সবসময় স্টিমিউলাস কন্ডিশনিং-এর মধ্যে লিমিটেড থাকতো তাহলে আমাদের ভাষার জ্ঞানটা অত্যন্ত সোজা থাকতো। আমরা এমন অনেক শব্দ ব্যবহার করি, এমন অনেক বাক্য ব্যবহার করি যেগুলো সরাসরিভাবে স্টিমিউলাস রেসপন্স কন্ডিশনিং-এর সঙ্গে রিলেটেড নয়। তাই সেগুলো কিভাবে করবো। এইবার আমরা যদি কোয়াইনের মতো করে ভাষার ছবি আঁকি, ধরুন আমরা একটা বৃত্ত আঁকলাম। বৃত্তে একদম ধারে যেগুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে এক্সপেরিমেন্টের একেবারে ডাইরেক্ট কনটেন্ট।

এইবার শুধু সেগুলো দিয়েই তো আমার ভাষা চলবে না, আমার ভাষাতে অনেক থিয়রেটিক্যাল সেন্টেন্স থাকতে হবে। এবং থিয়োরেটিক্যাল সেন্টেন্স কোথায় রয়েছে, বৃত্তের মধ্যে রয়েছে। এবার বৃত্তের মধ্যে যে সেন্টেন্সটা রয়েছে সেই সেন্টেন্সগুলোর সাথে বৃত্তের এই ধারে পার্শ্ববর্তী যে বাক্যগুলো তার কিন্তু একটা সম্পর্ক রয়েছে। এবার আমরা প্রথমে যখন ভাষা শিখি কোয়াইনের মত করে যদি ভাবি যে, ভাষা যখন শিখি তখন এই অবজার্ভেশন সেন্টেন্স দিয়ে ভেবে আমরা ভাষাটা শিখতে থাকি। যেখানে স্টিমিউলাস রেসপন্স কন্ডিশনিং একদম ইনএলিমিনেটেড লাফ দিচ্ছে।

কিন্তু সেটার মধ্যে আমরা থেমে থাকি না। সেটা থেকে আমরা আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে থিয়োরেটিক্যাল সেন্টেন্সের দিকে এগোতে থাকি। এই এগোনোর পদ্ধতিতে আমরা নানারকম জিনিষ ব্যবহার করি কোয়াইন যেগুলোকে খুব ডিটেলে নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। সেখানে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ঐ অ্যানালিটিক্যাল হাইপোথিসিস বলে শব্দটা উল্লেখ করেছেন। এবং আমাদের উদ্দেশ্যটা কি? উদ্দেশ্যটা হচ্ছে একটা কনসিস্টেন্ট ট্রান্সলেশন ম্যানুয়েল তৈরী করা। এবং কোয়াইন মনে করেন ঐ ট্রান্সলেশন ম্যানুয়েলের মাধ্যমে আমি এই মীনিং ব্যাপারটাকে বুঝতে পারবো। সুতরাং একটা কথা এখানে কোয়াইনের হ'য়ে বলতে চাই যে—চমস্কি কিন্তু কোয়াইনকে যতটা সীমিত অর্থে ভাবছেন অর্থাৎ চমস্কি ভাবছেন যে কোয়াইনের থিয়োরী

মানলে পর আমাদের ভাষাটা বা আমাদের শব্দবোধ অত্যন্ত সীমিত হ'য়ে যাবে—একেবারে স্টিমিউলাস রেসপন্স কন্ডিশনিং-এর মধ্যেই সীমিত থাকবে—এটা হয়তো তা নয়। কোয়াইন কিন্তু স্টিমিউলাস রেসপন্সের বাইরেও যাওয়ার কথা বলেছেন, কিভাবে আমরা যেতে পারি তার একটা পদ্ধতির কথা কিন্তু কোয়াইন বলেছেন। সুতরাং আমার মনে হয় চমস্কির এই আপত্তির উত্তরে কোয়াইনের দিক থেকে এই ধরনের কথা বলা যেতে পারে।

দেবপ্রসাদ ঃ আমার এখানে একটা কথা বলার আছে। প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে যে, প্রথম দিকটা কোয়াইন যেটা আপনার থিসিসে আলোচিত হয়েছে বোধ হয় কোয়াইন A এবং কোয়াইন B এইভাবে। এই পার্থক্যটার ক্ষেত্রে কোয়াইন A থেকে কোয়াইন B তে একটা এপিস্টেমোলজিকাল ব্রেক লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এটা কি কারণে? অর্থাৎ চমস্কির দিকে কি ঝুঁকে পড়ছেন কোয়াইন B। দ্বিতীয় প্রশ্ন যে, ইন্‌ডিটারমিনেসি-র প্রসঙ্গে যে সমস্যার সূত্রপাত হচ্ছে একটা ট্রান্সলেসন ম্যানুয়াল তৈরী করতে গিয়ে এটা তো যে কোনো বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রব্লেম অফ ইন্ডাকশন যে কোনো বিষয়ের ক্ষেত্রে ট্রান্সলেশনের ক্ষেত্রে এটা নতুন করে বলে লাভটা কি? এর প্র্যাগমেটিক উপযোগিতাই বা কি? এই দুটি প্রশ্ন আমার রয়েছে।

নির্মাল্য ঃ খুব ভালো এই দুটি প্রশ্ন। এই দুটি প্রশ্নই অনেকে তুলেছেন। প্রথমটা হচ্ছে কোয়াইন A এবং কোয়াইন B— চমস্কি এই ভাগটা করেছেন। আমার যতদূর মনে পড়ছে কোয়াইন 1 এবং কোয়াইন 2 এটা বলেছেন। এবং চমস্কি বলার চেষ্টা করছেন যে, চমস্কির সমালোচনার মুখে পড়ে কোয়াইন 2 যেন অনেকটাই চমস্কির দিকে সরে আসছেন এবং কোয়াইন 1 থেকে সরে আসছেন।

দেবপ্রসাদ ঃ এটা কি চমস্কি সরাসরি বলছেন?

নির্মাল্য ঃ এটা চমস্কি বলেছেন। খুব সম্ভবত রিফ্লেকশানস অন ল্যাঙ্গোয়েজ বলে চমস্কির যে বই আছে সেখানে এটা আছে।

দেবপ্রসাদ ঃ চমস্কি সেখানে আসলে পাশাপাশি দুটো তুলনা করছেন। ১৯৬৯-র বইটায় যেন অনেকটাই ইমপ্লাই করছেন — কিন্তু পদ্ধতিগত দিক দিয়ে সেটা আলাদা।

নির্মাল্য ঃ এখন কোয়াইন কতটা সরে আসছেন বা সরে আসছেন না সেটার দিকে না গিয়েও আমার মনে হয় কোয়াইন 1 এর মধ্যেও কিন্তু কোয়াইন 2-এর কথার বীজ ছিল। সুতরাং কোয়াইন সরে আসছেন একথাটা না বলে আমি বলতে চাই যে চমস্কি যে আপত্তির কথা তুলছেন বা কোয়াইনের থিয়োরী মানলে যেসব অসুবিধা হবে বলে চমস্কি আশঙ্কা করছেন সেই অসুবিধাগুলি সম্বন্ধে কিন্তু কোয়াইন 1 এবং কোয়াইন 2 তার মত করে সেই সমস্যাগুলোর সমাধানের কথা বলেছিলেন। সুতরাং আমি মনে করি না যে কোয়াইন 1 এবং কোয়াইন 2 র মধ্যে কোন একটা সিগনিফিক্যান্ট ব্রেক হয়েছে। যে কারণে ব্রেক হয়েছে বলে চমস্কি মনে করছেন যে কোয়াইন যেন পরের দিকে স্টিমিউলাস কন্ডিশনিং এর বাইরে যেতে হবে এবং আমাদের ল্যাঙ্গোয়েজকে আমরা ঠিক যেভাবে ব্যবহার করি যে ইনফাইনাইট সেন্টেন্স এবং ল্যাঙ্গোয়েজ বোঝার এবং তৈরী করার ক্ষমতা আমাদের আছে সেটার কথা যেন অনেক বেশি করে কোয়াইন বলছেন এবং উনি অ্যানালজিক হাইপোথিসিস-এর কথা বলেছেন, নানারকম পদ্ধতির কথা বলেছেন যে পদ্ধতিগুলো দিয়ে আমরা স্টিমিউলাস রেসপন্স থেকেও আরো অনেক সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

দেবপ্রসাদ ঃ অবজার্ভেশন সেন্টেন্স থেকে ক্রিটিক্যাল সেন্টেন্স এর দিকে। এটা অনেকটা তো লজিকাল পজিটিভিজম এর মেটা ল্যাঙ্গোয়েজ-এর অনুবাদ করে নেওয়ার মত ব্যাপার।

নির্মাল্য ঃ সুতরাং আমার মনে হয় কোয়াইন 1 এবং কোয়াইন 2-র মধ্যে যে খুব বড় একটা শিফট হয়েছে বলে চমস্কি দেখানোর চেষ্টা করেছেন এটা বোধ হয় ঠিক নয়। কোয়াইন 1 এর মধ্যেও তোমার যে সমস্ত সমস্যা সমাধানের কথা ছিল, এটা একটা। দ্বিতীয়ত, ইন্ডিটারমিনেসির কথা—যেটা এমন কি একটা সাঙঘাতিক কথা বলা হ'ল চমস্কির কথায় আনইন্টারেস্টিং এবং ইনফ্যাক্ট চমস্কি একটু শত্রুভাবে বলেছেন ডেভিডসন সেই কথাটাই মিত্রভাবে বলেছেন। ডেভিডসন বলেছেন নাথিং গ্রেট অ্যাবাউট ইট। চমস্কি যেমন ব্লকের উদাহরণ দিয়েছেন, ডেভিডসন তেমনি ফারেনহাইট স্কেলের কথা বলেছেন। ব'লে ডেভিডসন বলার চেষ্টা করেছেন যে, দেখো আমি যেভাবে থিয়োরীটা করছি তাতে ইনডিটারমিনেসির স্কোপটা অনেক কম। সেটা মানা যায় কি না সেটা পৃথক প্রশ্ন। এখানে এটা বলে রাখি যে, ইনডিটারমিনেসির গুরুত্বটা এখানে অত সহজে বলা ঠিক হবে না। যে ট্র্যাডিশনাল কনসেপশনাল মীনিং আমাদের ছিল, একেবারে লক থেকে শুরু করে—লক কেন আরো আগের থেকে শুরু করে—এমন কি যদি তুমি প্লেটোর ডায়ালগের বিভিন্ন জায়গা নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করে দেখো—সেই একদম গ্রীক আমল থেকে শুরু করে, গ্রীক আমল কেন আমি যদি আর একটু বাইরে যেতে চাই, ভারতীয় যে ট্র্যাডিশনের কথা ধরো যেখানে এইরকম স্কোপ নিয়ে এরকম আলোচনা করা হচ্ছে। পাশ্চাত্য দর্শনে যে ট্র্যাডিশন, এমনকি ফ্রেগে, যে ফ্রেগের দ্বারা এরা সবাই প্রভাবিত সেই ফ্রেগের মধ্যে যে সেন্স বা থট-এর কথা ফ্রেগে বারবার বলছেন, এগুলো হচ্ছে কোয়াইন বলছেন সব লিগ্যাসি অব মেন্টালিজম এবং উনি বলছেন এই মেন্টালিজম আমাদের শিখিয়ে দিয়েছে যে একটা ফিক্সড এনটিটি রয়েছে যেটা আমরা বলছি মীনিং এবং প্রত্যেকটা শব্দের সঙ্গে মীনিং-এর এই যে আইডিয়া, এই যে পিকটারটা মানে একেবারে হাজার হাজার বছর ধরে ওয়েস্টার্ন ফিলজফিতে রয়ে গেছে এই পিকচারটাতে সবচেয়ে বড় আঘাত আনলো কোয়াইনের ইনডিটারমিনেসি। কোয়াইনের ইনডিটারমিনেসি দেখাবার চেষ্টা করল ঐ ধরনের ফিক্সড, রিজিড ইনট্যুইটেটিভ নোশন অফ মীনিং-এর আইডিয়া — কোনো কাজে লাগে না।

মধুছন্দা ঃ এখানে একটা কথা বলা যায় যে প্রসঙ্গ অনেক আগে দেবপ্রসাদ তুলেছিল যে, এটা কিন্তু একটা খুব বড় স্বাধীনতা আমরা যে মুহূর্তে মীনিং-এর দেবত্বর হাত থেকে মুক্তি পেলাম সেই মুহূর্তে কিন্তু আমাদের একটা স্বাধীনতার স্বাদ আমরা নিতে পারছি।

দেবপ্রসাদ ঃ মানে লোগোসেন্ট্রিক ব্যাপার থেকে লোগোসের বাইরে বেরিয়ে আসছি। এটা যদি বক্তব্য হয় তাহলে আমার জিজ্ঞাসা দাঁড়াবে এই যে, কোয়াইনের ক্ষেত্রে ইনডিটারমিনেসির মানে কি? এই ইনডিটারমিনেসিটাকে কি অর্থে তিনি প্রয়োগ করছেন? অর্থটা কি? অর্থাৎ মীনিং অফ মীনিং-এ আমি চলে যেতে চাইছি। ইনডিটারমিনেসি যে অর্থে দেকার্ত ব্যবহার করেছেন যেটা চমস্কি নিজেই ব্যবহার করছেন ঐ দুই ঘড়ির উদাহরণ দিয়ে। যে দুটো ঘড়ি তৈরী হয়েছে, দুটো ঘড়ি একই টাইম দিচ্ছে কিন্তু দুটোর কনস্ট্রাকশানের হয়তো আকাশ পাতাল তফাৎ। এই ধরনের ইনডিটারমিনেসি যার জন্য দেকার্ত নাম করেছেন অ্যারিস্টটলের,

সেই ইনডিটারমিনেসি এবং ফিজিক্সের ইনডিটারমিনেসি যখন বলছি তখন ফিজিক্সের ইনডিটারমিনেসি, সাইকোলজির ইনডিটারমিনেসি, জিওলজির ইনডিটারমিনেসি এইরকম নানান ধরনের ইনডিটারমিনেসির কথা আসছে। এই প্রতিটি ক্ষেত্রেই যখন আমি এই শব্দটির প্রয়োগ করছি তখন ইনডিটারমিনেসি কি একইরকম থাকছে না বিভিন্ন জায়গায় নানারকম হচ্ছে? সমস্ত ন্যাচারাল সায়েন্সের ক্ষেত্রে কি আমি ইনডিটারমিনেসির কথাটা কি খুব স্থানু ভাবে ধরে নিতে পারি প্রকৃতির অর্থে? অর্থাৎ সেক্ষেত্রে ইনডিটারমিনেসির ইনডিটারমিনেসি আসে কোথা থেকে? এ প্রশ্নও হয়তো চমস্কির তরফ থেকে ওঠেনি কিন্তু এই প্রশ্নটা প্রসঙ্গ ত আসতে পারে কারণ প্লেটোর ক্ষেত্রেই ধরা যাক যে ফার্মাকোন শব্দটা নিয়ে খুব তর্কাতর্কি হয়েছে। আজকের দিনেও হচ্ছে। যে ওটা বিষ না অমৃত সেটা ঠিক করে ওঠা যাচ্ছে না। এবং ফ্রেগের ক্ষেত্রে কম্পোনেনসিয়াল যে ব্যাপারটা এসেছে, কম্পোজিশনাল ফাংশানের যে কথাগুলো এসেছে, সেখানেও কিন্তু আমার খুব মনে হয় যে স্থানু অর্থের দিকেই নিয়ে যাচ্ছে। হয়তো একটা শব্দের দুটো মানে পাচ্ছি। একটা রেফারেন্স পাচ্ছি কিন্তু সেন্স হয়তো একাধিক পাচ্ছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও যেখানে ফিক্সেশানের ব্যাপার আছে। এটা আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন। অর্থাৎ ইনডিটারমিনেসির মানে কি? এটা প্রথম প্রশ্ন এবং দ্বিতীয় প্রশ্নের জায়গাটা হচ্ছে যে আমরা ইনডিটারমিনেসি পেলাম কই সমস্ত ঐতিহ্যে? ভারতীয় ঐতিহ্যে অন্যভাবে পাচ্ছি। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা পোস্টস্ট্রাকচারাল ঐতিহ্যে মীনিং-এর মীনিং নিয়ে প্লুর‍্যালিটির প্রসঙ্গটা এলো। কোয়াইন এই একই অর্থে স্বাধীনতা, প্লুর‍্যালিটি এই শব্দগুলো ইনডিটারমিনেসির ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন, নাকি তাদের উদ্দেশ্য ছিল—এমপিরিক্যাল ইনডাকটিভ যে প্রব্লেম গুলো আমাদের সামনে আছে সেগুলোকে সামলাবার জন্য একটা ইনডিটারমিনেসি খাড়া করে দাঁড় করিয়েছে।

নির্মাল্য ঃ প্রথম প্রশ্নের উত্তরে কোয়াইন প্রধানত যেটা বলেছেন, সেটা হচ্ছে ইনডিটারমিনেসি অফ ট্রান্সলেশান ম্যানুয়াল— যা থেকে আরো দু'ধরনের ইনডিটারমিনেসি ফলো করে। একটা হচ্ছে ইনডিটারমিনেসি অফ মীনিং, আরেকটা হচ্ছে ইনডিটারমিনেসি অফ রেফারেন্স। সুতরাং কোয়াইনের মধ্যে আমরা তিন রকমের ইনডিটারমিনেসি পাই, ইনফ্যাক্ট কোয়াইনের একটা প্রবন্ধই আছে এই নিয়ে। আচ্ছা ইনডিটারমিনেসি অফ ট্রান্সলেশান ম্যানুয়ালটা কি? সেটা হচ্ছে যে সেই যে ছবিটার কথা আমরা বললাম একজন ফিল্ড লিঙ্গুয়িস্ট এক নেটিভ স্পীকারের বক্তব্যগুলো তার ভাষায় ট্রান্সলেট করার চেষ্টা করছে। এবার একটা ছোট এগজাম্পল দেওয়া যাক, প্রথমে একটা সেন্টেন্স আমরা পেলাম গাভাগাই ট্রান্সলেটেড অ্যাজ দেয়ার ইজ এ র‍্যাবিট। আচ্ছা এবং একটা অবজারভেশনাল সেন্টেন্স পেলাম। ফিল্ড লিঙ্গুয়িস্ট এবং অবজারভেশনাল সেন্টেন্স-এর ওপর নির্ভর করে উনি একটা আরো হায়ার লেভেল সেন্টেন্স ট্রান্সলেট করতে পারলেন এবং একটা ট্রান্সলেশান ম্যানুয়াল দিলেন, অফ দি নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ। এবার আমি সেখানে গেলাম, গিয়ে যখন সেই নেটিভকে দেখলাম গাভাগাই উচ্চারণ করতে, আমি তাকে ট্রান্সলেট করলাম দেয়ার ইজ এ র‍্যাবিট পার্ট। এবার আমি আরো সেন্টেন্স ট্রান্সলেট করা চেষ্টা করলাম আমার ভাষায় এবং ক'রে ক'রে আমি আরেকটা ট্রান্সলেশান ম্যানুয়াল তৈরী করলাম। এইবার কোয়াইন বলছেন যে আলটিমেটলি তো তোমার ট্রান্সলেশান

ম্যানুয়াল-এর টেস্ট হচ্ছে তোমার এম্পিরিক্যাল এলিমেন্টস—এটাই হচ্ছে আমার চেক্ পয়েন্ট্। এইবার দেয়ার ইজ নাথিং দিস নো ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট এই কথাটা কোয়াইন ব্যবহার করেছেন। ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট মানে হচ্ছে জগতে এমন কোন ঘটনা নেই যার নিরিখে তুমি বিচার করতে পারবে এই ট্রান্সলেশান ম্যানুয়ালটা গ্রহণযোগ্য, এই ট্রান্সলেশান ম্যানুয়ালটা গ্রহণযোগ্য নয়। So that is no matter of fact with relation to which you can accept one translation manual.

কেন তার কারণ তোমার কাছে যে এম্পিরিক্যাল এভিডেন্স আছে এবং তোমার কাছে একমাত্র এম্পিরিক্যাল এভিডেন্সই আছে আর অন্য কোন এভিডেন্স তুমি ইউটিলাইজ করতে পারবে না। যে এম্পিরিক্যাল এভিডেন্স তোমার কাছে আছে তার নিরীখে দুটোই তোমার কাছে ইকোয়্যালি এ্যাকসেপ্টেবল— তা যদি হয় তবে আমার কাছে it is possible to have more than one incompatible translation manuals and all that incompatible manuals coroborate the same set of empirical evidence.

এইবার যদি মীনিং-কে ধরতে হয় ট্রান্সলেশান ম্যানুয়াল দিয়ে যেটা কোয়াইন বলছেন যে ওরকম মেন্টালিস্টিক নোশন আমরা মানবো না — আর মীনিং যেখানে যেখানে হয় তার একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং আদার স্পীচ। আর আন্ডারস্ট্যান্ডিং আদার স্পীচ মানে হচ্ছে কাইন্ড অফ ট্রান্সলেশান ম্যানুয়াল। সুতরাং indeterminacy of translation leads to the determinacy of meaning।

আর এই ইনডিটারমিনেসি অফ মীনিং থেকে আমরা পাচ্ছি ইনডিটারমিনেসি অফ রেফারেন্স। গাভাগাই-এর রেফারেন্স কি? র‍্যাবিট নাকি অন্য কিছু। তাহলে আমি এবার ইনডিটারমিনেসি অফ রেফারেন্স পেলাম। তুমি যদি এমন একটা ট্রান্সলেশন ম্যানুয়াল-এর মধ্যে কাজ করো যেখানে শুরু হয়েছে তোমার র‍্যাবিট দিয়ে, তাহলে তোমার থিয়োরী অফ রেফারেন্সটা একরকমের হবে। তোমার অন্টোলজিটা একরকমের হবে। তুমি যদি শুরু করো র‍্যাবিট পার্ট দিয়ে কারণ তোমার অন্টোলজি, তোমার রেফারেন্স একরকমের হবে। এবং তুমি যদি অন্যকিছু দিয়ে শুরু করো তোমার অন্টোলজি তোমার রেফারেন্স আর একরকমের হবে। সুতরাং ইনডিটারমিনেসি অফ ট্রান্সলেশান ম্যানুয়ালটা কি করে পেলাম—ইনডিটারমিনেসি অফ মীনিং— ইনডিটারমিনেসি অফ মীনিং থেকে পেলাম ইনডিটারমিনেসি অফ রেফারেন্স। এইটা হচ্ছে মোটামুটি কোয়াইনের পরিপ্রেক্ষিতে ইনডিটারমিনেসি শব্দটার মানে।

মধুছন্দা ঃ এখানে দুটো কথা আমি জাস্ট বলতে চাই। একটা হচ্ছে ইনডিটারমিনেসি অফ রেফারেন্স যদি আমরা একবার মানি তাহলে সেটা কিন্তু যে কোনো সায়েন্টিফিক থিয়োরী কে জাস্টিফাই করতে পারে কিনা সেটা দেখতে হবে। আর একটা যেটা একটু পেছনে গিয়ে কথা বলা—যে কেন স্টিমিউলাস-এর সম্বন্ধে এতটা বেশি জোর দিয়েছিলেন উনি। তার কারণ হচ্ছে এই যে আমরা যদি আবার এই গাভাগাই-এর উদাহরণ দিই। এখন সেখানে এই যে লিঙ্গুয়িস্ট তার এরকম অভিজ্ঞতা হতে পারে যে নেটিভটি গাভাগাই বলছে যখন র‍্যাবিট সঙ্গে আছে। আবার যখন একটা হুবহু র‍্যাবিট-এর মত দেখতে একটা পুতুল সামনে দিচ্ছি তখনও সে বলছে গাভাগাই। এখন সে সত্যি পুতুল বলে, পুতুল কে গাভাগাই বলে, না

র‍্যাবিটকে গাভাগাই বলে, না র‍্যাবিট পার্টকে গাভাগাই বলে, না র‍্যাবিট স্টেটকে গাভাগাই বলে—এতো আমি বুঝতে পারছি না। সেখানে একটা কোথাও আমাকে একটা খুঁটি স্থির করতে হবে। সেটা যে ফর অল টাইম টু কাম সেই খুঁটিটা ধরে থাকবো তা না একটা কিছু দিয়ে শুরু তো করতে হবে।

দেবপ্রসাদ ঃ একটা অ্যাড হক হাইপোথিসিস।

মধুছন্দা ঃ হ্যাঁ ঠিক তাই। সেখানে আমাদের মনে হয়েছিলো আচ্ছা আমরা কেন বলি না যে এই ধরনের স্টিমিউলাস পেলে ও এই কথাটা বলে? এটা একটা মিনিম্যাল সল্যুশন।

দেবপ্রসাদ ঃ তাহলে তো সেই অসটেনসিভ ডেফিনিশন ....

মধুছন্দা ঃ হ্যাঁ ঠিকই তাই। এটা দিয়ে আমরা শুরু করছি মাত্র। এবং সেই ব্যাপারে মনে হচ্ছে যে এটা দিয়ে শুরু করা যায়। কেননা এটা একটা র‍্যাবিট লাইক স্টিমিউলাস। যেটা রিয়্যাল র‍্যাবিট-এর ক্ষেত্রেও আছে, র‍্যাবিট পার্ট-এর ক্ষেত্রেও আছে, র‍্যাবিট স্টেট-এর ক্ষেত্রেও আছে, আবার একটা ফলস্ র‍্যাবিট-এর ক্ষেত্রেও আছে। সেইজন্য এইটা দিয়ে শুরু করছি তার মানে এখানেই আমার ট্রান্সলেশান শেষ হয়ে গেল—এটা দিয়েই সবকিছু বুঝবো এইরকম হয়তো অপরিবৃত ছিল না।

দেবপ্রসাদ ঃ আমার প্রথম প্রশ্ন আপনাকে। র‍্যাডিক্যাল ট্রান্সলেশান বলা হল কেন? দ্বিতীয় প্রশ্ন ডেভিডসন-কে।

মধুছন্দা ঃ আচ্ছা র‍্যাডিকাল ট্রান্সলেশান কেন বলা হল, এখানে হয়তো যে কথাটা বলব তার থেকে ডেভিডসন-এর দিকে যাওয়া খুব সহজ হবে। সেটা হচ্ছে এই যে ডেভিডসন এবং কোয়াইন একটা প্রিন্সিপল মানেন যে—কথাটা আমি আগে বলেছি প্রিন্সিপল অফ চ্যারিটি—সেটা কি বলে? সেটা কিন্তু খুব একটা সাদামাটা কথা বলে। আমি একজন ফিল্ড লিঙ্গুয়িস্ট। আমি একজন নেটিভকে ইন্টারপ্রিট করছি। আমার পক্ষে এটা কি ঠিক হবে ধরে নেওয়া যে, আমি যতটা র‍্যাশনাল, নেটিভ ততটা র‍্যাশনাল নয়। এটা ধরে নেওয়া ঠিক হবে না। তাহলে সামনে একটা র‍্যাবিট থাকলে, আমার সামনে র‍্যাবিট নেই অন্তত একথা সে বলবে না। এইটুকুনি তার যুক্তিযুক্ততা আছে, তার বুদ্ধিও আছে এটা ধরে নেওয়াই নর্মাল। এটা এরা সকলেই মনে করে। সেইজন্য যদিও এটা র‍্যাডিকাল তবুও র‍্যাডিকাল মানে কি? আমি বলছি যে আমার র‍্যাশনালিটি আমি তাকে দিচ্ছি। কেননা এছাড়া আমার কোন গতি নেই। কেননা আমি এটা ধরে নিতে পারি না যে সে আমার চেয়ে কম র‍্যাশনাল, আমি যেরকমভাবে জগৎ-কে দেখি সেইভাবেই হয়তো সে দেখে। এই বলে আমি শুরু করি। এইটা হচ্ছে প্রিন্সিপল অফ চ্যারিটি। এটা কিন্তু এরা দুজনেই মানে। তবে হ্যাঁ র‍্যাডিকাল মানে একেবারে সাঙঘাতিক র‍্যাডিকাল নয়, নিশ্চয় I am reading my logic into his mouth but I had my logic এটা ওরা বলতে চাইছে।

দেবপ্রসাদ ঃ এখানে আমি একটা গল্প দিয়ে বলি। আমাদের লিঙ্গুয়িস্টিক্সে— এই গল্পটা খুব প্রচলিত। সেটা হচ্ছে যে, ধরা যাক আমি গেলাম, মানে গল্পটা বলার অর্থ হল যে মজা করাও যাবে যেমন এবং আমরা এটা থেকে আদার্স মাইন্ড এবং আদার্স কালচার ঘটিত সমস্যায় চলে যেতে পারবো। অর্থাৎ, আদারনেস ঘটিত সমস্যায় চলে যেতে পারবো। সেটা হচ্ছে আমি

যখন এরকম যাচ্ছি আমার কালচার-এ একটা নিয়ম আছে যে আঙুল দেখানো। আমি দেখিয়ে বললাম গাভাগাই। ও বলল, আমাকে উত্তর দিল, আমি স্টিমিউলাস-টা এরকম ভাবেই দিয়েছি। আমার সামনে কোন দোভাষী নেই ধরে নিচ্ছি। সে একটি গাভাগাই। আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে বলছি গাভাগাই। এটাই আমার কাছে আসছে প্রতিক্রিয়া হিসেবে। রেসপন্স হিসেবে। এরকম কুকুরের দিকে তাকাচ্ছি এই ইনডেক্স ফিঙ্গার-টা দেখাচ্ছি—সেটাও গাভাগাই। ফিল্ড লিঙ্গুয়িস্ট-এর দশা খুব খারাপ। সে বুঝে উঠতে পারছে না এই এত ভিন্ন ধরনের বস্তুগুলো গাভাগাই কেন! শেষ পর্যন্ত দেখা গেল ওরা গাভাগাই বলতে এই আঙুলটাকে বোঝাচ্ছে। ওদের সংস্কৃতিতে এই আঙুল দেখিয়ে বস্তু নির্দেশ করার এই অস্টেনসিভ ডেফিনিশান দেওয়া এই রীতিটাই চালু নেই। এই গল্পটার ভেতরে একটা মজা আছে। কিন্তু সেটার থেকে বড় প্রশ্ন হল যে আমি আমার বিশ্ববীক্ষা এবং অপরের বিশ্ববীক্ষার সঙ্গে যখন মেলাচ্ছি তখন কিছু হারমেনিউটিক সমস্যা তৈরী হচ্ছে না কি? সেই হারমেনিউটিক সমস্যাগুলোকে কিভাবে সামলাবেন ডেভিডসন?

মধুছন্দা ঃ না, সেই হারমেনিউটিক সমস্যা যে উঠবে সেটাই তো ইনডিটারমিনেসি বলছে। আমি বললাম, আমি আমার ইভেন তাকে দিলাম, কেন না আমার আর কোন উপায় নেই। কিন্তু সেখানে তো আমি থেমে যাচ্ছি না, আমি আবার যদি ঠোক্কর খাই এই যে তুমি বললে যে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলছে গাভাগাই, আমি বললাম ও। তার মানে ও হয়তো আমার মতো অস্টেনসিভ ডেফিনিশন দিয়ে কাজ চালায় সেহেতু ও যেটাকে পয়েন্ট করছে সেটাই হচ্ছে এই শব্দের বিবক্ষিত অর্থ। কিন্তু তারপর দেখলাম একি আকাশের দিকেও তাকিয়ে বলছে গাভাগাই এই যে আমি বলছি ও তাহলে হতে পারে অস্টেনশান এর অর্থ বলছে গাভাগাই।

দেবপ্রসাদ ঃ অস্টেনশান-এর মানেই হচ্ছে আঙ্গুল।

মধুছন্দা ঃ এটা কিন্তু আমি প্রিন্সিপল চ্যারিটি দিয়েই বুঝেছি। আমি এমন কিন্তু ভাবছি না যে এমন এক রীজন দিয়ে কাজ করে যাতে করে জগৎসংসারে যা যা আছে সবই গাভাগাই। এরকম কিন্তু ভাবছি না। কেন ভাবছি না? না আমি আমার জগতে যে ক্যাটেগরাইজেশন করছি তাতে সবকিছুকেই ওই হিজবিজবিজের মতো কিছু আমিও তকাই তুমিও তকাই এরম ব্যাপার নয়। এটা যে আমি বলছি এটা হচ্ছে প্রিন্সিপল অফ চ্যারিটি এবং এই চ্যারিটি প্রয়োগ করে করেই কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি গিয়ে বুঝছি যে না ও তাহলে ওটা দিয়ে যার দিকে ও নির্দেশ করছে তাকে বোঝাচ্ছে না। এই নির্দেশনাটাকেই বোঝাচ্ছে।

দেবপ্রসাদ ঃ হয়তো সেটা নির্দেশনাও নয়।

মধুছন্দা ঃ হয়তো সেটা নির্দেশনাও নয়। কিন্তু এটা যেরকম হতে পারে—এমন হতে পারে এখানে দ্যাখো ইনডিটারমিনেসি আছে; এমন হতে পারে ও আঙ্গুল বোঝায়; এমন হতে পারে আঙ্গুলের ডগা বোঝায়, এমন হতে পারে এই কলমটি এটাকে বোঝায়। ফলে এটাই কিন্তু কেউ যদি মনে করে যে কোয়াইন সত্যি তেমন ইন্টারেস্টিং কথা বলেননি; এটা একটা খুব ভালো একটা শিক্ষা পেয়েছি যে আমরা মনে করি আমরা শেষ কথাটা জেনে গেছি সে কি বলছে আমি বুঝে গেছি এটা যে সবসময় ঠিক নয় এটা কিন্তু ইনডিটারমিনেসি আমাদের শিখিয়েছে।

দেবপ্রসাদ ঃ তাহলে আমরা দুটো জিনিষ দেখলাম ফিলজফি অফ মাইন্ড এবং ল্যাঙ্গোয়েজের ক্ষেত্রে—মোটামুটি আশা করি অন্যান্যদের স্পষ্ট হবে যে এই তিনজন থিংকার-এর বক্তব্যটা কি!

মধুছন্দা ঃ শুধু একটা কথা আমি বলতে চাইছি। ডেভিডসন কিন্তু বিহেভিয়রিস্ট নয়। একেবারেই নয়। আর আমরা অলরেডি দেখেছি যে বিহেভিয়রিজম-এর যে প্রভাব কোয়াইন-এর ওপর পড়েছিল, সেটা কতটা সিরিয়াসলি আমরা নেব। কতটা একেবারে বিহেভিয়রিস্টদের মত তিনি ভাববেন কিনা এটা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। আর ডেভিডসন যে বিহেভিয়রিস্ট নয় সেটা জানি। কেননা তার ফিলজফি অফ মাইন্ড-এ লেখা আছে তিনি বিহেভিয়রিস্ট কোন মতেই নন। এবং বিহেভিয়রিস্ট কেন নন যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে তাহলে সে বিহেভিয়রিজম এর বিরুদ্ধে যে সব যুক্তি আছে সেই সব যুক্তি প্রয়োগ করেন। যেমন একটা যুক্তি আছে— সেখানে বলা হচ্ছে যে একই মানসিক অবস্থা নানান রকমের ব্যবহারের দ্বারা ঘুরপাক খাচ্ছে—ভেরিয়েবল রিয়্যালাইজিবিলিটি থিসিসের জন্য অনেক দার্শনিকরা মনে করেন যে, বিহেভিয়রিজম কিন্তু ধোপে টেঁকে না। কেননা একই ''মানসিক অবস্থা''-র যদি নানারকম ''ব্যবহারিক রূপায়ন'' হ'য়ে থাকে আর যদি যে কোন একটি ব্যবহারিক রূপায়নের সঙ্গে মানসিক অবস্থাকে আমরা আইডেন্টিফাই করি তাহলে আমাদের ভুল হবে। সেখানে প্রশ্ন তুলতে পারেন তাহলে ডেভিডসন-এর পজিশনটা কি মেন্টালিস্ট না নন-মেন্টালিস্ট? এর উত্তর দেওয়া খুব কঠিন। তার কারণ হচ্ছে এই যে ডেভিড্সন এর একটা ''বিশেষ'' মতামত আছে। যাঁরা ''মন'' নিয়ে একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব মানেন তাঁদের যদি আমি মেন্টালিস্ট বলি তাহলে ডেভিডসন এক অর্থে মেন্টালিস্ট আবার এক অর্থে মেন্টালিস্ট নয়ও। কি অর্থে তিনি মেন্টালিস্ট নন এটা বলা খুব সহজ। তিনি মাইন্ড-বডি আইডেন্টিটি থিয়োরী-তে বিশ্বাস করেন। ফলে তিনি নিশ্চয়ই মেন্টালিস্ট নন। তিনি ফিজিক্যালিস্ট কিন্তু এখানে আবার বুঝতে হবে যে এই আইডেন্টিটি থিয়োরীটা কেমন? আমরা যতটুকু যে আইডেনটিটি থিয়োরী-র কথা প'ড়ে থাকি সেখানে দু'ধরনের আইডেন্টিটি থিয়োরীর কথা বলা হয়। একটা হচ্ছে ''টোকন আইডেন্টিটি থিয়োরী'' আর একটা ''টাইপ আইডেন্টিটি থিয়োরী''। ''টাইপ আইডেন্টিটি থিয়োরীর মত হচ্ছে এই যে, মন বলতে আমরা যাকে বুঝি মানে মানসত্ত্ব-বিশিষ্ট যে জিনিষটা সেটা ভৌত জগতে যা জিনিষ আছে তার মধ্যে পৃথক। অর্থাৎ মানস-তাদাত্ম্য আছে। এখানে কি বলতে চাইছি — বলছি যে প্রত্যেকটি মেন্টাল প্রপার্টি হচ্ছে একটা ফিজিক্যাল প্রপার্টি। এই ধরনের তাদাত্ম্যবাদ বা অভেদবাদে কিন্তু ডেভিডসন বিশ্বাসী নন। তার বহু কারণ আছে। যার মধ্যে একটা অন্যতম কারণ হচ্ছে এই যে এই প্রপার্টি বলে তিনি কিছু মানতে চান না। সেটা মানতে চান না, ঠিক যে কারণে তিনি 'মীনিং' বলে একটা এনটিটি-র এক্সিস্টেন্ট মীনিং আছে সেটা মানতে চান না, সেই একই কারণে। সেটা কোয়াইনের মতো কারণ। তিনি খুব পরিষ্কার বলেন, তুমি যদি প্রপার্টি মানতে চাও মানো আমার কোন আপত্তি নেই, কিন্তু আমি শুধু এই কথাটা বলব যে প্রপার্টি কোন কাজে আসে না। তা যদি কাজে না আসে তবে তাকে মানবো কেন? ফলে ''মেন্টাল কাইন্ড'', ''মেন্টাল প্রপার্টি'' ব'লে কিছু তিনি মানতে চান না। তাহলে তার আইডেন্টিটি থিয়োরী আমি কি করে

বুঝবো? তিনি বলছেন প্রত্যেকটি মানসিক অবস্থাকে তিনি ঠিক ঘটনা বলেন —ইভেন্ট। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার। কোন না কোন ভৌত ঘটনার সঙ্গে তার তাদাত্ম্য সম্পর্ক আছে। এবং এখানেই তার মানব দর্শনের খুব ইম্পর্টেন্ট কথা বেরিয়ে আসবে। তিনি মানসিক অবস্থাকে ঘটনা রূপে দেখেন নি। তিনি মনে করেন ঘটনা সম্বন্ধে তার একটা বিশেষ ধরনের ধারণা আছে—এই জায়গায় সেটা প্রয়োগ করা যায়। সেটা হচ্ছে কি? যে কোনো ঘটনাকে নাও না কেন তাকে বিভিন্নভাবে আমরা বর্ণনা দিতে পারি। এখন এই যে, যে ঘটনাটাকে আমি মানস ঘটনা বলছি তার একটা মানস বর্ণনা আছে বলেই আমরা তাকে মানস ঘটনা বলছি। কিন্তু সেই ঘটনার আবার একটা ভৌত বর্ণনা আবার আরো আরো ঘটনা, তিনি যা বলতে চাইছেন সেটা হচ্ছে এই যে জগতের কি আছে এই যদি আমরা বলতে থাকি তাহলে মানস ঘটনা বলে একটা গুনবো আবার ভৌত ঘটনা বলে আর একটা গুনবো তা নয়, প্রত্যেকটি বর্ণনার পেছনে পেছনে একটি একটি করে আমার জগতে বস্তু বেড়ে যাচ্ছে এরকম কিন্তু নয়। ভৌত ঘটনাগুলিকে গুনেই জগতে যা আছে তা গোনা হ'য়ে যাবে। এখানেই তিনি ফিজিক্যালিস্ট। কিন্তু যেহেতু মানস বর্ণনাও হতে পারে সেহেতু কনসেপচ্যুয়ালি তুমি কিছুতেই মানসিক অবস্থা থেকে ভৌতিক অবস্থায় রিডাকশান করতে পারো না। এখানে আবার তার অ্যান্টি-রিডাক্সানিজম এসে যাচ্ছে। ফলে এক অর্থে তিনি মেন্টালিস্ট কেননা তিনি কনস্পেচুয়্যালি মাইন্ড বা মেন্টাল বলে কিছু একটা আছে—এটা মানতে চান। এবং স্ট্রংলি চান। 'মানস' ঘটনা রূপে কার্যকারণগত ব্যাখ্যায় যে তা স্থান ক'রে নিতে পারে নি — একথা তিনি বলতে চান না। আবার অন্যদিকে তিনি যখন বলছেন যে জগতে কি কি আছে এটা বলতে গেলে কিন্তু আইডেন্টিটি থিয়োরীর কথাই বলতে হবে।

দেবপ্রসাদ ঃ একই সমস্যা চমস্কির ক্ষেত্রেও হচ্ছে। চমস্কি এই 'মাইন্ড' বলে 'অর্গ্যান'-টা কে ''রীয়্যাল'' বলছেন একটা ফিজিক্যাল অর্গ্যান হিসেবে। মাইন্ড, মেন্টালিজম এটা যেন ঐ পুরোনো দার্শনিক ঘরানার শব্দের লড়াই চমস্কির কাছে। তাহলে ফিজিক্যালিজম না মেন্টালিজম এই তর্কে না গিয়ে মাইন্ডটাকেও একটা ফিজিক্যাল অর্গ্যান হিসেবে ধ'রে নিয়ে তার অ্যাট্রিবিউটগুলো বার করার জন্য আমরা সিন্ট্যাক্টিক্যাল অ্যানালিসিস করি, ক'রে মাইন্ড-এ পৌঁছোই। কিন্তু এখানে আমার একটা অন্য প্রশ্ন আছে। প্রশ্নটা হল যে, যেটা আমি ভালো মতো বুঝতে পারছি না যে এই বিভিন্ন ধরনের ইন্ডিটারমিনেসিগুলোকে যখন বিভিন্ন বিজ্ঞানে প্রয়োগ করা হচ্ছে তখন সেই ইনডিটারমিনেসির অর্থ এক থাকছে কিনা —

নির্মাল্য ঃ হ্যাঁ এখন আমি জানি না বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞানে মানে ধরো ফিজিক্সের কথা, বায়োলজির কথা সেখানে ইন্ডিটারমিনেসি কিভাবে আসছে সেটার সঙ্গে কোয়াইন যখন ইনডিটারমিনেসি অফ ট্রান্সলেশান ম্যানুয়ালের কথা বলছেন তখন দু'ধরনের ইনডিটারমিনেসির মধ্যে কোন গুণগত পার্থক্য আছে কিনা এটা ঠিক এই মুহূর্তে বুঝতে পারছি না।

মধুছন্দা ঃ এই প্রশ্নটা কেন ইমপর্ট্যান্ট?

দেবপ্রসাদ ঃ প্রশ্নটা এই কারণেই ইমপর্ট্যান্ট যখন কোয়াইন বলছেন যে সমস্ত ইংলিশ স্পিকার তার যে গ্রামারটা রয়েছে সেটাকে ওবে করে, যে অর্থে ফলিং বডি মাটিতে পড়ে যাওয়ার

নিয়মগুলো .... এই যে ফিজিক্সকে প্যারামিটার ধরে নেওয়া হচ্ছে সর্বক্ষেত্রে এটা কোয়াইনের লেখায় খুব পরিস্কার। যদিও শেষ পর্যন্ত কোয়াইন অন্য জায়গায় যাবেন এবং এটা তো পরিষ্কার যে ফিজিক্সকে একটা প্যারামিটার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, ন্যাচরাল সায়েন্স-কে একটা প্যারামিটার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এম্পিরিক্যাল্ এভিডেন্স-এ যে প্রবলেমগুলো আসছে, ইনডাক্সানে যে প্রবলেমগুলো আসছে—তা ন্যাচরাল সায়েন্স-এর সাপেক্ষে আসছে। তাহলে কি আমরা ধরে নেব যে ল্যাঙ্গোয়েজ নিয়ে যখন আলোচনা করছি তখন ন্যাচরাল সায়েন্স-এর সাপেক্ষেই ঐগুলোকে আনবো?

মধুছন্দা ঃ একটা কথা মনে হচ্ছে যে এর সম্পর্কে আমার মনে পড়ছে একজ্যাক্টলি রেফারেন্সটা মনে পড়ছে না যে ওনার একটা প্রবন্ধ আছে যেখানে তিনি এই ইনডিটারমিনেসিকে ম্যাথেমেটিক্যালি বোঝাবার চেষ্টা করেছেন।

সেখানে কি বলা হচ্ছিল। যেখানে দেখানো হচ্ছে যে একটা মডেল যখন ম্যাথেমেটিক্যালি কনস্ট্রাক্ট করা হয়, তখন এটাকে উনি ইনডিটারমিনেসি বলেছেন।

দেবপ্রসাদ ঃ এখানে যে বাইফারকেশন, কোয়াইনের ক্রিটিকরা প্রশ্নটা তুলছেন যে তুমি ফিজিক্স-এর দিকে যাচ্ছো।

মধুছন্দা ঃ উনি কিন্তু ফিজিক্সে ইনডিটারমিনেসি মানতেন — যদি আমি এমপিরিক্যাল ডাটা-র ওপর নির্ভর করি তাহলে সেখানে ইনডিটারমিনেসি আসবে।

দেবপ্রসাদ ঃ তাহলে ইনডিটারমিনেসি শব্দটায় প্লুর‍্যালিটি আসছে।

নির্মাল্য ঃ এখন প্রশ্ন হচ্ছে ইনডিটারমিনেসি অফ ফিজিক্যাল থিয়োরী আর ইনডিটারমিনেসি অফ ট্রান্সলেশান ম্যানুয়াল — এই দুটোয় কি একই ধরনের ইনডিটারমিনেসির কথা বলছে?

দেবপ্রসাদ ঃ যখন ফিজিক্যাল ল'কে ওবে করার কথা বলছেন কোয়াইন—চমস্কির কথা হল, হ্যাঁ ফলিং বডি কোথায় কিরকম প্যারাবলিক শেইপে পড়বে—কোথাও যদি মানুষ ইচ্ছে করে প'ড়ে যাবে তার কি কি ফল হবে — তার যে প্রেডিক্টবিলিটি আমি এবার প্রোবাবিলিটির প্রসঙ্গে আসবো। আমার উচ্চারণের প্রোবাবিলিটি থেকে আদার ডিসপজিশন হিসেবে কোয়াইন বলতে চাইছেন। ঠিক সেই অর্থে আমরা বলি না আমরা কখন কি করবো, কখন কি বলবো ঠিক সেই অর্থে আমি আমার ভেতরের লিঙ্গুয়িস্টিক ল'কে ওবে করি না ...

মধুছন্দা ঃ আচ্ছা এটা কোয়াইন কোথায় বলেছেন অন্তত, কি প্রসঙ্গে?

নির্মাল্য ঃ এই জায়গাটা একটু বলে নি, নয়তো ভুলে যাব। কোয়াইন কিন্তু যখন এই শব্দবোধ বা ভাষা-জ্ঞানের কথা আলোচনা করেছেন উনি কিন্তু প্রেডিকশান-এর কথা বলেছেন। উনি কিন্তু বলেছেন যে ঠিক ঠিক ফিজিকাল থিয়োরীতে যেরকম যে ধরনের প্রেডিকশান-এর কথা বলা হয় ঠিক তেমনি আমার শব্দবোধ যে কমপ্লিট হয় যার ফলে আমি বুঝি যে কোন সিচ্যুয়েশনে তুমি কোন বাক্য উচ্চারণ করবে। যদি আমি সেটা বলতে, সেটা প্রেডিক্ট করতে না পারি তাহলে বুঝতে হবে যে আমার শব্দবোধটা ইনকমপ্লিট। সুতরাং কোয়াইন কিন্তু প্রেডিকশন- এর কথা বলেছেন এবং যেটা আমার মনে হয় যে ফিজিক্যাল থিয়োরীর কথা মাথায় রেখেই কোয়াইন এই প্রেডিকশান-এর কথাটা লিঙ্গুয়িস্টিক থিয়োরীর ক্ষেত্রেও বলেছেন।

মধুছন্দা ঃ এখানে আর একটা কথা আমি বলতে চাই, যেটা হচ্ছে এই যে ডেভিডসন্ বা কোয়াইন এঁরা কিন্তু দুজনেই এটাকে ভীষণ জোর দিচ্ছেন যে, যে থিয়োরীটা তুমি দিচ্ছো ফিলোজফি অফ ল্যাঙ্গুয়েজ-এ ধরো থিয়োরী অফ মীনিং যদি বলি, সেটা কি এমপিরিক্যালি টেস্টেবল হবে? এটার ওপর প্রচন্ড জোর দিচ্ছেন, সেটা তো দেবেন না চমস্কি।

দেবপ্রসাদ ঃ চমস্কি দেবেন।

মধুছন্দা ঃ দেবেন!

দেবপ্রসাদ ঃ প্রথমেই বলছি এখানে অনেকগুলো সমস্যা এসে যাচ্ছে। প্রথম হচ্ছে প্রেডিক্টিবিলিটি-র সমস্যা। প্রেডিক্টিবিলিটির কথা হচ্ছে যে একটা ন্যাচরাল সায়েন্স-এর ক্ষেত্রে, ফিজিক্স-এর ক্ষেত্রে ধরা যাক সেখানে যে ধরনের প্রেডিক্টিবিলিটির কথা বলা হয় লিঙ্গুয়িস্টিক্স-এর ক্ষেত্রে সেই ধরনের প্রেডিক্টিবিলিটির কথা আদৌ বলা যায় কিনা। ধরা যাক সিচ্যুয়েশন-নির্ভর সকাল বেলায় আমার হঠাৎ একটা গান মনে পড়লো সেটা সিচ্যুয়েশন-নির্ভর নাকি আমার মনের নিজস্ব বিন্যাস। এরও নিজস্ব প্রেডিক্টিবিলিটি আছে। যেটার ওপর নির্ভর করে প্যারাডাইম তৈরী করা হয় লিঙ্গুয়িস্টিক্সে। এ বটল অফ ... তারপরে কি কি শব্দ বসবে — ওয়াটার, মিল্ক বসতে পারে, ওয়াইন বসতে পারে অনেক কিছুই বসতে পারে। তা সেই হিসেবটা আবার সংস্কৃতিগত ভাবে ভিন্ন। যে প্রশ্নটা উঠছে চমস্কি প্রেডিক্টিবিলিটির কথা বলবেন কিনা। চমস্কির ক্ষেত্রে একটা সমস্যা হল চমস্কি মীনিং ঘটিত আলোচনা কিন্তু সেইভাবে করেন নি। এখানে যে কথাটা বলছিলাম যে একটা স্ট্রাকচার-এর ভেতরে একটা লজিকাল ফর্ম রয়েছে। এই লজিকাল ফর্ম-এ চমস্কি যে কান্ডটা ঘটাচ্ছেন সেটা কিন্তু একেবারে ওই মেটা ল্যাঙ্গুয়েজে অনুবাদ করে নয়। অর্থাৎ যে সেন্টেন্সটা আমি পেলাম এবং আমি যখন তার সিনট্যাক্টিক অ্যানালিসিস করছি তখন একদিকে সীম্যানটিক্স-এর জন্য জায়গা রয়েছে। সীম্যানটিক্স কি করছে চমস্কির মতে ওই যে লেখা লজিক্যাল ফর্ম সেই অংশটা কি করছে বস্তু জগতের সঙ্গে ফিজিক্যাল রিয়্যালিটি কথাটা ব্যবহার করা হচ্ছে। ফিজিক্যাল রিয়্যালিটির সঙ্গে আমার যে আভ্যন্তরীণ ভাষা তৈরীর কারবার, তার ভেতরে ইন্টারফেস তৈরী করছে। ডেভিডসন এর সঙ্গে এখানে তুলনা বোঝার প্রসঙ্গটা আসবে। এই যে অ্যালগরিদম্‌টা তৈরী করছে এইবার কি করা হয়! ঠিক যেভাবে সেন্টেনশিয়াল ক্যালকুলাস কষা হত লজিকাল পজিটিভিস্টরা কষতেন, যে নিয়ম কানুন তৈরী করে দিয়ে গিয়েছিলেন, ঠিক সেইভাবে কষা হয় ওখানে। চমস্কিয়ান তত্ত্বে মীনিং-এর পরিধি বা অর্থের এই জায়গা থেকে চমস্কির এমন কোন কমেন্টস নেই যেটা মীনিং সম্পর্কে আলোচনা বহুদূরে নিয়ে যেতে পারে। তার অবশ্য কারণ একটা আছে। ফিলজফি অব ল্যাঙ্গুয়েজে মীনিং ঘটিত আলোচনা অন্তত প্রথমদিকে ট্র্যাডিশন্যালি যেটা চলছি ''ওয়ার্ড''-কেন্দ্রিক, শব্দবোধ কেন্দ্রিক কিন্তু বাক্যার্থের ক্ষেত্রে চমস্কির জোরটা বেশি। বাক্যার্থের দিকে জোর দিতে গিয়ে উনি কিন্তু লজিক্যাল পজিটিভিজম-এর বাইরে গিয়ে ওখানে নতুন কিছু করলেন। এবং এদের নিয়ে পরবর্তীকালেও লজিকাল পজিটিভিজম-এর যে কাজকর্মগুলো হচ্ছে সব কিন্তু ঐ লজিকাল পজিটিভিস্ট ট্র্যাডিশনের ভেতরে লিঙ্গুয়িস্টদের নিজেদের জায়গায়। এর একটা বড় কারণ হচ্ছে লিঙ্গুয়িস্টদের সঙ্গে ফিলজফির যাঁরা রয়েছেন তাদের দুপক্ষের একটা কমিউনিকেশন গ্যাপ থেকে যাচ্ছে। এটা একটা মারাত্মক সমস্যা।

নির্মাল্য ঃ সেই প্রসঙ্গে আগে আমি আরেকটা কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে ঠিক এই যে মীনিং সম্পর্কিত আলোচনা বা থিয়োরী অফ মীনিং বলতে যেটা আমরা আজকাল বুঝি আর কি, একদিক থেকে কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং জিনিষ হচ্ছে কোয়াইনের কোন ''থিয়োরী অফ মীনিং'' ছিলো না এবং কোয়াইন বারবার ক'রে বলেছিলেন যে আমার কোন 'থিয়োরী অফ মীনিং' নেই। আমি 'থিয়োরী অফ মীনিং' দিতে চাই না। কেন চাই না? কারণ মীনিং বলে কিছু নেই। 'মীনিং' বলে দার্শনিকরা যেভাবে এতদিন ধরে ভেবেছিলেন আমি তো সেটাই অস্বীকার করার চেষ্টা করছি। তাই, আমার কোন থিয়োরী অফ মীনিং নেই। সুতরাং কোয়াইন'স থিয়োরী অফ মীনিং এই কথাটাই প্রয়োগ করাটা খুব ভুল হবে বলে আমি মনে করি। কিন্তু এক অর্থে বলা যায়। কোন অর্থে? যেটা পরবর্তীকালে (কোয়াইনের পরে)ডেভিডসন এবং ডামেট্, তাঁরা 'থিয়োরী অফ মীনিং' ব্যাপারটাকে একটু টেক্‌নিক্যালি ব্যবহার করেছেন। 'থিয়োরী অফ মীনিং' কিন্তু শুধু একটা 'থিয়োরী অফ ....' যা কিছু, যেভাবে বলি আর কি সেভাবে কিন্তু পরবর্তীকালে ব্যবহৃত হয়নি। 'থিয়োরী অফ মীনিং' শব্দবন্ধটা পরবর্তীকালে একটা বিশেষ অর্থে ডেভিডসন এবং ডামেট ব্যবহার করেছেন। আমার মনে হয় এইবার 'থিয়োরী অফ মীনিং'-এর যে বিভিন্ন অর্থ হতে পারে এবং তার মধ্যে কোন অর্থে ডেভিডসন এবং ডামেট ব্যবহার করছেন সেটা খানিকটা যদি আমরা জানতে পারি তাহলে বুঝতে পারবো যে কেন কোয়াইনের 'থিয়োরী অফ মীনিং' নেই এবং কেন এক অর্থে আবার কোয়াইনের 'থিয়োরী অফ মীনিং' আছে সেটাও বলা যেতে পারে।

মধুছন্দা ঃ এখানে আমরা তিন রকমের 'থিয়োরী অফ মীনিং' করতে পারি। একটা যেরকম আমরা বলতে পারি 'থিয়োরী অফ ফর্ম'। 'ফর্ম' সম্বন্ধে যেরকম পেয়েছিলাম সেরকম মীনিং সম্বন্ধে থিয়োরী অফ মীনিং, মানে মীনিং জিনিষটা কি? এটা যে থিয়োরী সেরকম থিয়োরী আমরা পেতে পরি, এটা এক ধরনের থিয়োরী অফ মীনিং। স্বভাবতই যারা মীনিং বলে কিছু মানেন না তারা এই ধরনের থিয়োরী করছেন না। ফলে কোয়াইন বা ডেভিডসন্ কেউই এই ধরনের থিয়োরী করছেন না। কিন্তু এই ধরনের থিয়োরী অফ মীনিং কিন্তু আমাদের দর্শনের যে লিটারেচার তাতে পেয়েছি। আমরা বলতে পারি লকের সেই ধরনের থিয়োরী অফ মীনিং ছিলো। আরো দু'অর্থে আমরা 'থিয়োরী অফ মীনিং' পেতে পারি। একটা হচ্ছে এই যে আমরা মনে করি যে একজন নেটিভ স্পীকার সে যখন তার ভাষাকে জানে তখন সে একটা থিয়োরী, যে থিয়োরী জানলে পরে সে ঐ ভাষায় সব সেন্টেন্স-এর অর্থ বোঝে, ঐ ভাষার কথা বলতে জানে এটা হচ্ছে দ্বিতীয় সেন্স অফ থিয়োরী অফ মীনিং। এবার একটা তৃতীয় এবং ভেরি টেকনিক্যাল সেন্স অফ থিয়োরী অফ মীনিং আছে। সেটা কি? সেটা বলে যে ঐ দ্বিতীয় ধরনের থিয়োরী যেটা জানলে পরে একজন নেটিভ স্পীকারের মতো সেই ভাষাটাকে জানে। সেই থিয়োরী অফ মীনিংটা কিরকম হবে? এইটা যে থিয়োরী বলে সেটা হচ্ছে তৃতীয় ধরনের থিয়োরী অফ মীনিং এবং থার্ড কাইন্ড অফ থিয়োরী অফ মীনিং সেটা কিন্তু কোয়াইন করছেন, ডেভিডসন করছেন, ডুমেট করছেন। ফলে তাদের কিন্তু উদ্দেশ্য আলাদা।

ওরা কিন্তু সত্যি খুব ইন্টারেস্টেড নন। যে কিভাবে একজন শিশু তার ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশান হয় এটা তার কাছে খুব একটা ইমপর্টেন্ট প্রশ্ন নয়। এটা তাদের উদ্দেশ্য নয়।

ফলে এখানে সত্যি একটা ফারাক থাকছে। চমস্কির যে উদ্দেশ্য এবং এদের যে উদ্দেশ্য এই দুটো আলাদা।

দেবপ্রসাদ ঃ তবে কি চমস্কি বা এদের আমরা জোর করে তর্কের ভেতরে টেনে আনছি?

মধুছন্দা ঃ এখন একটা জায়গায় কিন্তু খুব তর্ক হতে পারে। যদি আমরা দেখাতে পারি যে চমস্কি ওরকম একটা ইনট্যুইটিভ মীনিং মানতেন তাহলে নিশ্চই তর্ক হবে। কেননা ওরা তা মানেন না। কেন মানেন না। সেখানে একটা তর্ক থাকবে।

দেবপ্রসাদ ঃ তার মানে যতখানি তর্ক হতে পারে আমার যেটা মনে হচ্ছে থিয়োরী অফ মীনিং নিয়ে—ততখানি তর্ক করার দরকার পড়ছে না ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশান নিয়ে, ফিলজফি অফ মাইন্ড নিয়ে। সেখানে এদের স্কুলিং, ঘরানাগত পার্থক্য খুব স্পষ্ট। এবং মীনিং-এর ক্ষেত্রে ... চমস্কির যেহেতু ওটা নিয়ে তেমন কোন ভাবনা চিন্তা নেই। এল.এফ-এর ভেতরে রিচুয়ালি একটা জায়গা রেখে দিয়ে উনি ছেড়ে দিয়েছেন। এবং সেটা মোটামুটি লজিক্যাল পজিটিভিস্টরা যেভাবে কষতেন সেইভাবেই কষাটা চলছে, তার বেশি তো কিছু পাচ্ছি না। ফলে মীনিং-এর তর্কের ক্ষেত্রে চমস্কি, কোয়াইন, ডেভিডসন বিতর্কটাকে কতখানি আনা যায়।

মধুছন্দা ঃ এখন এখানে যদি শুধু এটুকুই আমরা বলি তাহলে একটা ল্যাঙ্গোয়েজ-এর যে সীম্যানটিক্স সেটা কি ইঙ্গিত?

দেবপ্রসাদ ঃ না, সেটা ইঙ্গিত নয়। কিন্তু এখানে অন্য সমস্যা রয়েছে। ফ্রেগের কম্পোজিশান্যালিটি থেকে যখন আমরা কার্টস্ ফোডোর, কার্টস্ পোস্টাল-কে আমরা ৬০'এ পেলাম চমস্কির ৬৪-এর মডেলে কিন্তু সীম্যানটিক্স নেই। কিন্তু ৬৩, ৬৪ - কার্টস ফোডোর এবং কার্টস পোস্টাল—এদের ভেতর দিয়ে যখন সীম্যানটিক্স, ইনকর্পোরেটেড হ'ল স্ট্যান্ডার্ড থিয়োরী-র ভেতরে সেই সময় চমস্কিয়ানরা ঋণ করলেন সেই কম্পোজিশনাল ফাংশান যার থেকে তৈরী হল কম্পোনেনশিয়াল অ্যানালিসিস অর্থাৎ একটা শব্দকে ভেঙে ভেঙে আমি যতখানি অর্থ বার করে আনতে পারবো। অর্থাৎ অ্যাটমিক প্রপোজিশানে যাওয়ার মতো।

মধুছন্দা ঃ এটা ফিলজফি অফ মাইন্ড-এর কাছে একেবারেই অ্যাকসেপ্টেবল নয়। তাঁরা কম্পোজিশন্যালিটি মানেন। এক অর্থে মানেন। কম্পোজিশন্যালিটি না মানলে আমাদের একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিষ আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি না। সেটা হল যে কি করে একটা ফাইনাইট বেস থেকে আমরা একটা ইনফাইনাইট জায়গায় পৌঁছোতে পারি। সেটা কম্পোজিশন্যালিটি না পেলে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি না।

দেবপ্রসাদ ঃ কিন্তু মীনিং-এর ক্ষেত্রে আমার দুটো প্রশ্ন থাকবে। প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে এই থ্রি টাইপস্ অফ মীনিং যে ব্যাপারটা বলা হল সেই দ্বিতীয় মীনিং-টার ক্ষেত্রে ধরা যাক এবং আমরা 'আদার' কালচার-এর সমস্যা একটু আগে আলোচনা করে এসেছি। এখানে প্রশ্নটা হচ্ছে আমি আমার সংস্কৃতি বা গোষ্ঠীর ভেতরে 'মানে'টাকে কি অর্থে ব্যবহার করবো। তার ওপর মানের মানে নির্ভর করছে। এবং যদি ধরে নেওয়া যায় যে আমার গোষ্ঠীর মধ্যে মানে বলে শব্দটাই নেই। মীনিং জাতীয় কোনো শব্দই নেই তবে কি ধরনের সমস্যা তৈরী হবে? হাইপোথেটিক্যালি আর দ্বিতীয় কথাটা হচ্ছে যে কম্পোজিশন্যালিটি মানে ফ্রেগের প্রিন্সিপল-এর কথা যদি আমি ধরি, কম্পোজিশন্যালিটি-র কথা ধরি এবং কার্টস্ ফোডোর এবং কার্টস্

পোস্টাল স্টাইল-এ আমরা যদি কম্পোনেনশিয়াল অ্যানালিসিসের কথা ভাবি অর্থাৎ আমি একটা শব্দ পেলাম—শব্দটাকে কেটে ছেঁটে ভাগাভাগি করছি। এরকম একটা জায়গা যদি ভাবি তাহলে তার ভেতরে যে ফাজিনেস তার যে অনন্ত সামর্থ্য যেখানে ইনফাইনাইট কথাটা বলা হয়েছে সেটাকে কি সীমিত করে দেওয়া হচ্ছে না?

মধুছন্দা ঃ না এখানে দুটো জিনিষের কথা বলতে হবে। একটা হচ্ছে যে একটা বাক্য কিভাবে অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে — এটা একটা প্রশ্ন। আর একটা বাক্যের বা একটা 'ওয়ার্ড'-এর অর্থ কি করে বুঝি এই দুটো প্রশ্ন কিন্তু আমাদের পার্থক্য করতে হবে। একটা বাক্য কি করে কিভাবে অর্থপূর্ণ হ'য়ে ওঠে এটা বলাটা কিন্তু কম্পোজিশন্যালিটি নয়।

কিন্তু আমার অর্থ বোধ হয় কি ক'রে এটা যদি বলতে হয় তাহলে কিন্তু আর এইরকম কম্পোজিশন্যালিটি সেখানে চলবে না। সেখানে কিন্তু আমরা আবার অবশ্যই ফ্রেগে-রই কথা বলব।

এবং ফ্রেগে কিন্তু ফ্রেগের নিজের কাজের মধ্যে কম্পোজিশান প্রিন্সিপল যেখানে আছে কনটেক্সট প্রিন্সিপল সেখানে আছে — তো সেইখানে এই যে ফাজিনেস-এর কথা বলছেন সেটা কিন্তু হোলিজম-এর কথা যদি আমরা বলি সেখানে কিন্তু আমরা সুন্দর করে ব্যাখ্যা করতে পারবো।

দেবপ্রসাদ ঃ টপ ডাউন, বটম আপ —একই সঙ্গে!

মধুছন্দা ঃ সেখানে অর্থবোধটা কিন্তু কখনোই আইসোলেটেড হবে না। একটা শব্দের মানে জানলাম তার সঙ্গে আর একটা শব্দের মানে জুড়লাম এরকমভাবে কিন্তু আমার অর্থবোধ হয়। সেন্টেন্সের মধ্যে একটা শব্দের অর্থবোধ হয়, সেন্টেন্সটা একটা প্যারাগ্রাফ-এর মধ্যে হয়, একটা প্যারাগ্রাফ একটা পুরো গল্পের মধ্যে হয়, গল্পটা একটা কালচারের মধ্যে হয়।

দেবপ্রসাদ ঃ এখানে আমি কিন্তু যেহেতু মীনিং-এর আলোচনায় চলে এসেছি আমি তিনজনের বাইরে একটু যাচ্ছি। কুমারিলের বক্তব্য যদি আমি ধরি—উনি বলছেন যে কম্পোজিশন্যাল যে ব্যাপারটা সেটাকে কি হঠাৎ করে একটা মন্তব্য 'প্রকৃতি প্রত্যয়ো সহার্থং দ্রুত'' এই দ্রু ধাতুটার ওপর আমি জোর দেব। আমি যখন বলছি এই দুটোকে এক ক'রে বলছি। আমার কাছে এই ভাঙাচোরা রূপটা কি? মীনিং-এর ক্ষেত্রেও কি আমার সেই ভাঙাচোরা রূপটা থাকে? আমি যখন তৈরী করি, আমি বাক্য বানাই সেক্ষেত্রেও কি ভাঙাচোরা রূপটা থাকে? এবং কুমারিল থেকে প্রভাকর থেকে আমি যদি ভর্তৃহরিতে যাই সেখানেও তো—আমি মানে অনেকক্ষণ বাদে ভারতীয় প্রসঙ্গ আনলাম নির্মাল্যদা একবার এনেছেন সেখানে যে—এই শব্দের যে তৈরী করার প্রক্রিয়া তাতেও কি কম্পোনেন্টস্ ভাঙাচোরা হয়। আমি যখন কথা বলি এ প্রশ্নটা ভারতীয় তরফে।

নির্মাল্য ঃ আমার যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে এখানে ও যে ডিস্টিংশনটা করল যে একটা হচ্ছে বাক্যের অর্থ আছে বা নেই। শব্দের অর্থ আছে বা নেই এটা হচ্ছে একটা প্রশ্ন। অর্থাৎ আর একটু স্পষ্ট করে বলি যে শব্দের অর্থ কি কেবল বাক্যের অন্তর্গত হয়েই থাকে নাকি স্বতন্ত্রভাবে শব্দের অর্থ থাকে। এটা হচ্ছে একটা প্রশ্ন। আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে যখন আমাদের বাক্যের অর্থবোধ হয় তখন কি আমাদের অখন্ড বাক্যের অর্থবোধ হয় নাকি এক একটা শব্দের অর্থবোধ হয় তারপর সেগুলোকে ...

দেবপ্রসাদ ঃ মানে অভিহিতান্বয়বাদ এবং অন্বিতাভিধানবাদের লড়াই?

নির্মাল্য ঃ আমার মনে হয় আমি ভর্তৃহরির বাক্যপদীয়ের ঐ জায়গাগুলো যেখানে ভর্তৃহরি খন্ডপক্ষবাদীদের বিরুদ্ধে যুক্তি দিচ্ছেন। সেই জায়গাগুলো একটু একটু পড়েছিলাম তাই আমার মনে হয়েছিল এই পার্থক্যটা ভারতীয় দর্শনে খুব স্পষ্ট নয়। এই পার্থক্যটা আমাদের মাথায় এসেছে ফ্রেগে ইত্যাদি পড়ে। মানে আমি বলছি যে একটা প্রশ্ন হচ্ছে অন্টোলজিক্যাল প্রশ্ন—শব্দের অর্থ থাকা না থাকা, বাক্যের অর্থ থাকা না থাকা। আর একটা হচ্ছে এপিস্টেমোলজিক্যাল প্রশ্ন। আমি জানি কিভাবে, আমার শব্দবোধটা বা অর্থবোধটা হয় কিভাবে। এই পার্থক্যটা কিন্তু ভর্তৃহরি যেভাবে পূর্বপক্ষের — খন্ডবাদীদের, নানারকমের খন্ডবাদী হতে পারে, তাদের প্রত্যেকের উপস্থাপন করে, উনি তাদের উত্তর দিয়েছেন—সেই আলোচনায় এই পার্থক্যটা খুব স্পষ্ট নয়। কখনো কখনো যেন মনে হচ্ছে উনি বলার চেষ্টা করছেন যে, শব্দের অর্থই থাকতে পারে না, বাক্য ছাড়া। অর্থ যদি বলতে হয় বাক্যের অর্থই বলতে হবে, শব্দের কোন অর্থ নেই। আবার কখনো কখনো উনি যুক্তি দিচ্ছেন যে পূর্বপক্ষের বিরুদ্ধে তখন আবার বলছেন আমার এই অর্থবোধ কখনোই শুধু শব্দ হয় না। সব সময় অখন্ড বাক্যার্থের বোধ হয় এরকম কথা বলছেন। সুতরাং এই যে পার্থক্য আমরা করছি এপিস্টেমোলজিক্যাল করছি না অন্টোলজিক্যাল করছি এই পার্থক্যটা হয়তো আমি খুব জোর দিয়ে বলতে পারবো না—হয়তো ভারতীয় যে পরম্পরা, ভারতীয় দর্শনে যে আলোচনা—হয়তো সেই পার্থক্য সম্বন্ধে তারা অবহিত ছিলেন না—অথবা তারা পার্থক্যটা কনসাসলি স্বীকার করেননি এটাও হতে পারে। মানে এই পার্থক্যটা মানতেই হবে এরকম তো কোন কথা নেই—হয়তো তারা কোথাও যুক্তি দিয়েছেন আমি জানি না যে এই পার্থক্যটা করা যায় না। বাক্যার্থ বোধের আলোচনার ক্ষেত্রে যে এপিস্টেমোলজিক্যাল প্রশ্ন আর অন্টোলজিক্যাল প্রশ্ন এর মধ্যে যে ডিস্টিংশন-এর কথা বলা হচ্ছে এই ডিস্টিংশনটা মানা যায় না এরকম যুক্তি হয়তো ভারতীয় দর্শনে কোথাও পাওয়া গেলেও যেতে পারে—আমি জানি না সেটা। সুতরাং ...

দেবপ্রসাদ ঃ শব্দবোধ এবং বাক্যবোধ এই যে এই ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে যে আমরা তার মধ্যে ... শব্দানুশাসন একটা বড় ব্যাপার। সেখান থেকে আমরা লাফিয়ে এলাম বাক্য বলে। শব্দ থেকে বাক্যে আমরা চলে যাই। পাশ্চাত্য ঘরানাতেও একটা বড় ওয়ার্ড মীনিং থেকে সেন্টেন্স-এর দিকে নজর যাওয়াতে একটা বড় প্রবণতা এলো। এই প্রবণতার ভেতরে ভারতীয় ঐতিহ্যের একটা জিনিষ লক্ষ্য করার মতো বিষয়। ভর্তৃহরি যখন ঐ পূর্বপক্ষ খন্ডন করছেন সেই সময় বলছেন—বালানাং উপলালনা এইগুলো অপোদ্ধার ...

নির্মাল্য ঃ আমি যেটা বলতে চাইছিলাম যে আমরা তো ভারতীয় দর্শনের দিক থেকে শব্দার্থবোধ, বাক্যার্থবোধ নিয়ে আলোচনা করছিলাম — একথা ঠিকই যে ভর্তৃহরি তাঁর বাক্যপদীয় গ্রন্থে যাঁরা বাক্যবাদী অর্থাৎ যাঁদেরকে উনি বলেছেন খন্ডপক্ষবাদী তাদের বিরুদ্ধে যুক্তিগুলো দিয়েছেন, উনি অখন্ডপক্ষবাদের সমর্থন করার চেষ্টা করেছেন এবং উনি কিন্তু বলছেন যে বাক্যই হচ্ছে আমার অর্থের স্মলেস্ট ইউনিট। আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে কোয়াইন ও একই ধরনের কথা বলছেন। সুতরাং আমরা কোয়াইনকেও এখানে অখন্ডপক্ষবাদী বলতে পারি। কিন্তু একথাটা আর একটু কোয়ালিফাই করা উচিত বলে আমার ধারণা। যেটা

হচ্ছে এই যে, যে দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ভর্তৃহরি অখন্ড বাক্যার্থের কথা বলছেন কোয়াইন কিন্তু ঠিক সেই দৃষ্টি থেকে অখন্ড বাক্যার্থের কথা বলছেন না। ভর্তৃহরি যে দৃষ্টিভঙ্গী থেকে অখন্ড বাক্যার্থের ওপর জোর দিচ্ছেন সেটা হচ্ছে শব্দবোধ—একজন বক্তা বা একজন শ্রোতার কিভাবে শব্দবোধ হয়, একটা বাক্য শোনার পর তার কিভাবে শব্দবোধ হয় সেই শব্দবোধের একটা ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ভর্তৃহরি অখন্ড বাক্যার্থের কথা বলছেন। কোয়াইন কিন্তু প্রথম যখন অখন্ড বাক্যার্থের কথা বলেছিলেন অর্থাৎ কোয়াইন যখন বলছেন যে it is not the word but the sentence is the unit of meaning এবং পরে গিয়ে বলছেন গ্রুপ অফ সেন্টেন্সেস সেখানে কিন্তু প্রথমত শব্দবোধ বা বাক্যবোধ নিয়ে ওনার কোন ইন্টারেস্ট ছিল না। যেটা নিয়ে ছিল সেটা হচ্ছে এই যে বরাবরই ওনার অভ্যেস হচ্ছে জগতের একটা ফিজিক্যাল থিয়োরী আমি কিভাবে দেবো। জগতের ফিজিক্যাল থিয়োরী-র স্ট্রাকচারটা কিরকম হবে। এতেই ওনার মেন ইন্টারেস্ট—ওই যে উনি বলেছেন যে মিরর ইনপুট তার থেকে টরেনসিয়াল আউটপুট কিভাবে হয় — এইটার একটা ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা উনি করেছেন। খুব সহজভাবে বলতে গেলে উনি জগতের একটা ফিজিক্যাল থিয়োরী দেওয়ার চেষ্টা করছেন এবং সেই ফিজিক্যাল থিয়োরীর গঠনটা কিরকম হবে, আকারটা কিরকম হবে সেটা উনি ওনার মতো করে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। কিভাবে হবে তার খানিকটা খানিকটা আলোচনা আমরা আগেই করেছি। যদি আমরা দেখি যে অবজারভেশন সেন্টেন্স দিয়ে আমি আমার থিয়োরী শুরু করলাম, শুরু করে তারপর আমি ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে থিয়োরিক্যাল সেন্টেন্স-এর দিকে গেলাম, যদি কোথাও আমি দেখি যে আমার এক্সপেরিয়েন্স-এর সাথে কোন অবজারভেশন সেন্টন্স-এর কোথাও কোন বিরোধ হচ্ছে সেক্ষেত্রে সাধারণত আমরা কি করি? সাধারণত সেই অবজার্ভেশন সেন্টেন্স-টাকে বাদ দিয়ে দিই আমার থিয়োরী থেকে। আমার প্রত্যক্ষের সঙ্গে, আমার এমপিরিক্যাল এভিডেন্স-এর সঙ্গে সেটার বিরোধিতা হচ্ছে। অতএব সেটাকে বাদ দিতে হবে। মনে রাখতে হবে যেহেতু আমার থিয়োরী-র একটাহোলিস্টিক স্ট্রাকচার আছে। ঐ একটা বাক্য বাদ দেওয়া মানেই ঐ বাক্যের সাথে সম্বন্ধ হয়ে রয়েছে আমার থিয়োরী-র অজস্র বাক্য। কারণ ঐ একটা বাক্যের অপসারণ আমার অনেক বাক্যকে অ্যাসিস্ট করবে ...

দেবপ্রসাদ ঃ কোহেরেন্স-এর ব্যাপারে বলছেন?

নির্মাল্য ঃ তা যদি হয় তাহলে আমাকে ঠিক করতে হবে যে কোন কোন বাক্য আমি বাদ দেবো এবং কোন কোন বাক্য বাদ দেবো না। এটা কিন্তু আমি বলছি না যে ফিজিক্যাল থিয়োরী মানে ফিজিসিস্টদের কাছে এটা খুব বড় সমস্যা। যখন সে দেখলো যে তার কোন অবজার্ভেশন সেন্টেন্সকে বাদ দিতে হবে যেহেতু সেটা কনট্র্যারি টু এক্সপেরিয়েন্স, শুধু ঐ একটা বাক্য বাদ দিলেই তো হবে না, ঐ বাক্যের সঙ্গে সম্বন্ধ হ'য়ে আরো অজস্র বাক্য আমার থিয়োরী-র মধ্যে আছে। এবার তার মধ্যে কোনটাকে বাদ দেবো, কোনটাকে বাদ দেবো না সেই সমস্ত নিয়ে ফিজিস্টরা অনেক চিন্তাভাবনা করেন। যদি এমন হয় যে ঐ একটা অবজার্ভেশন সেন্টেন্স-কে বাদ দিতে গেলে আপনার এমন অনেক বাক্য বাদ দিতে হচ্ছে যেগুলো ক্রুসিয়্যাল টু ইয়োর থিয়োরী। ধরুন এমন একটা অবজার্ভেশন সেন্টেন্স-কে বাদ দিতে হচ্ছে, যদি দিতে হয় তার জন্য আপনার ম্যাথেমেটিক্স, যে ম্যাথেমেটিক্স-এর ওপর

দাঁড়িয়ে রয়েছে আপনার ফিজিক্যাল থিয়োরী—সেই ম্যাথেমেটিক্সকেই বাদ দিতে হচ্ছে। তখন ফিজিসিস্টরা দুবার ভাবেন যে বাদ দেবো কিনা। মানে ফিজিসিস্টরা কনজার্ভেটিভ। কোয়াইনের যে পিকচার—তারা সহজেই চেঞ্জ করতে চান না তাদের থিয়োরীটা, চেষ্টা করেন মানে যতখানি চেঞ্জ কম করে পারা যায়। কোয়াইনের একটা প্রসঙ্গশব্দ আছে বিইং অফ মিউটিনিশন—ফিজিক্সের প্রিন্সিপল হচ্ছে মিনিমাম মিউটিনিশন সুতরাং, কিভাবে করব চেঞ্জ, কতটা করব, কতটা করব না এসব নিয়ে ফিজিসিস্ট-রা অনেক কিছু ভাবেন এবং যে প্রিন্সিপল-এর ওপর নির্ভর করে এই চেঞ্জগুলো করার চেষ্টা করেন তার মধ্যে কিছু প্র্যাগমেটিক কনস্ট্রাকশন আছে, আমার থিয়োরী যত কম চেঞ্জ করতে হয় সেটাই আমি দেখবো। আমার থিয়োরী যত সিম্পল হয় সেটা আমি দেখবো। আমার থিয়োরী যাতে রিলেভ্যান্ট হয় সেটা আমি দেখবো। এখন কোয়াইন বলছেন যে, আমার থিয়োরীর মধ্যে ঐ একটা বাক্যকে বাদ দেওয়ার জন্য তো কিছু কিছু চেঞ্জ করতে হচ্ছিল এইবার আমি যদি আমার থিয়োরীকে ড্রাস্টিক চেঞ্জ করি (ড্রাস্টিক কথাটা কোয়াইন বলেছেন) এনাফ ড্রাস্টিক চেঞ্জ করি তাহলে যে অবজার্ভেশন সেন্টেন্সকে বাদ দেওয়ার কথা হচ্ছিল—এমন হতে পারে সেই অবজার্বেশন সেন্টেন্সকে বাদ দিতে হবে না। আমার থিয়োরী-র মধ্যে সেটাকে রাখতে পারবো—যদি আমার থিয়োরী-র অন্যান্য জায়গায় ড্রাস্টিক চেঞ্জ করি। এবং উনি একদম ফিজিক্স, ফিজিক্যাল থিয়োরী-র উদাহরণ দিয়ে এটা দেখিয়েছেন। যদি এটা হয় তার থেকে কি ফলো করে? তার থেকে ফলো করে আমার সেনসিবল এক্সপেরিয়েন্সকে কনফার্ম করছে একটা সেন্টেন্স নয়। করছে দ্যা হোল গ্রুপ অফ দ্যা হোল চাঙ্ক সেন্টেন্সেস তাহলে এবার ইউনিট অফ মীনিং আর একটা সেন্টেন্স রইল না, ইউনিট অফ মীনিং হ'য়ে গেল একটা হোল থিয়োরী। তাহলে কোয়াইন এই যে অখন্ড বাক্যার্থের দিকে এগোচ্ছেন, বাক্য থেকে শুরু করে নিয়ে আরো এগিয়ে গেছেন; ভর্তৃহরি, আমি যতদূর জানি, এরকম কোন থিয়োরী-র কথা বলেন নি— অখন্ড বাক্যে শেষ করেছেন। কোয়াইন যে অখন্ড বাক্য এবং অখন্ড বাক্যের কথা বললেন তার আগে পর্যন্ত কিন্তু শব্দের কথাই বলছিলেন। কর্নোপ যখন রিডাকশানিজম করছেন সে কিন্তু শব্দবোধের রিডাকশান করছেন। তার বিরুদ্ধে কোয়াইন বললেন যে, না ওরকম শব্দ ধ'রে ধ'রে ইউনিট করলে হবে না, আমাদের বাক্য ধরে ধরে করতে হবে। পরে আরো এগিয়ে গেলেন। বললেন যে, না শুধু বাক্যতেও হবে না, থিয়োরী করতে হবে। তাহলে, সুতরাং, কোয়াইন-এর যে অখন্ড বাক্যার্থ এবং অখন্ড বাক্যার্থ থেকে আরো অখন্ডতার দিকে যে এগোনো সেটা কিন্তু একটা ফিজিক্যাল থিয়োরী-র আকার কিরকম হবে সেটা নিয়ে বলতে গিয়ে কোয়াইন এরকম কথা বলেছেন। যদিও পরবর্তীকালে মীনিং সম্পর্কিত এই একই কথা প্রয়োগ করেছেন কোয়াইন এবং অন্যেরাও করেছেন। সুতরাং ভর্তৃহরি যে প্রেক্ষিত থেকে অখন্ড অর্থের কথা বলেছেন, কোয়াইন কিন্তু সেই প্রেক্ষিত থেকে অখন্ড অর্থের কথা বলেন নি। ভর্তৃহরির যে প্রেক্ষিত সেটা হচ্ছে বক্তার কিংবা শ্রোতার শব্দবোধের প্রেক্ষিত। আর কোয়াইন-এর যে প্রেক্ষিত সেটা হচ্ছে একজন বৈজ্ঞানিক জগৎ সম্পর্কে যে একটা ফিজিকাল থিয়োরী দেবে—কিভাবে দিলে পর তার গঠনটা কি হবে, তার প্রেক্ষিত কিরকম হবে—তার প্রেক্ষিত থেকে কোয়াইন অখন্ড বাক্যের কথা বলেছেন। এই পার্থক্যটা আমাদের মনে রাখা উচিত।

দেবপ্রসাদ ঃ পার্থক্যটা মনে রাখতে হবে। চমস্কি যেটা চেষ্টা করছেন সেটা ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ড নয় এল.এফ-এ যেটা আছে সেটা ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ড — এটা হচ্ছে একটা মেন্টাল ওয়ার্ল্ড যেটা আলটিমেটলি হচ্ছে একটা ফিজিক্যাল অর্গ্যান। আপনি আর একটা যেটা বলবেন বলছিলেন, সেটা মীনিং-এর ব্যাপার, সংস্কৃত গ্রামার প্রসঙ্গে ...

নির্মাল্য ঃ এখানে এই প্রসঙ্গটা কোয়াইনের ক্ষেত্রে ভয়ঙ্করভাবে ওঠে। মানে যারা কোয়াইন ঘরানার লোক নন, আমি বিশেষ করে বলছি যাঁরা কন্টিনেন্টাল ফিলজফার—তাঁরা ভীষণ-ভাবে তোলেন এই প্রসঙ্গ। প্রসঙ্গটা ভীষণ ইমপর্ট্যান্ট বলে আমি মনে করি। সেটা হচ্ছে এই যে, কোয়াইন যে অর্থে মীনিং-কে নিয়েছেন, মীনিং এর মীনিং, কোয়াইন-এর কাছে সেটা অত্যন্ত রেস্ট্রিক্টেড, অত্যন্ত ন্যারো—সেটা ব্যবহার করেছেন কোয়াইন। এরা যারা অন্য ঘরানার লোক মানে ইওরোপীয় ঘরানার লোক, তারা বলছেন, এইভাবে তুমি যদি মীনিং কে দেখো, দুটো কথা, প্রথমটা হচ্ছে তুমি তোমার নিজের মতো করে মীনিং শব্দটার মানে করে নিলে তোমার কাছে এবং করে নিয়ে তুমি সেটা নিয়ে একটা থিয়োরী দেওয়ার চেষ্টা করছো— এটা একটা আরবিট্রেরি। দ্বিতীয় কথা, সত্যি যদি তোমায় মীনিং-এর একটা ব্যাখ্যা দিতে হয় মানে শব্দ ব্যবহার, ভাষা ব্যবহার তার যদি একটা ব্যাখ্যা দিতে হয় তাহলে যেরকম রেস্ট্রিক্টেড নোশন অফ মীনিং নিয়ে কোয়াইন কাজ করছেন, মীনিং এর যে ব্যাপ্তি, যে পরিধি তার যে ব্যবহার, সেটা অনেক অনেক ভ্যারিড অনেক অনেক কমপ্লেক্স, অনেক অনেক বিচিত্র, অনেক বৈচিত্র্য তার মধ্যে রয়েছে। সেই বৈচিত্র্যগুলোকে তুমি যদি ধরতে না পারো, সেই বৈচিত্র্যগুলোর ব্যাখ্যা তুমি যদি না দিতে পারো, তাহলে তোমার থিয়োরী কোন কাজে লাগবে না। এর উত্তরে কোয়াইনের বিরুদ্ধে এই দুটো আপত্তি তোলে—খুব জোরালো আপত্তি, এটা যদিও কোয়াইন ঘরানার লোকেরাই আপত্তি তোলেন না, ডেভিডসন আপত্তি তুলবেন না, কোয়াইন ঘরানার বাইরে যারা, মানে দু'ধরনের ঝগড়া হয়তো — একটা পারিবারিক কলহ হয় আর একটা পরিবারের বাইরে কলহ হয়। এটা হচ্ছে পরিবারের বাইরের আপত্তি। তাতে কোয়াইনের দিক থেকে দুটো উত্তর দেওয়া যেতে পারে। একটা হচ্ছে কোয়াইন বলবেন তাদেরকে মানে যারা এই অর্থ পোষণ করেন—হ্যাঁ আমি রেস্ট্রিক্টেড নোশন অফ মীনিং নিয়ে কাজ করছি। অ্যান্ড আই অ্যাম প্রাউড অফ ইট—কোয়াইন কিন্তু এই কথা বলেছেন। আই অ্যাম অ্যান আনরিপেন্টেন্ট এমপিরিসিস্ট — আর তাতে কোয়াইনের বিন্দুমাত্র অনুশোচনা নেই। এত সমালোচনা, এত ঝগড়াঝাঁটি হওয়া সত্ত্বেও। এই কথাটা কোয়াইনের। কোয়াইন বলবেন যে, হ্যাঁ আমি খুব রেস্ট্রিক্টেড নোশন অফ মীনিং নিয়ে কাজ করছি। কেন আমি এইরকম রেস্ট্রিক্টেড নোশন নিয়েছি? তার কারণ, আমার উদ্দেশ্য মানুষের মুক্তি নয়, আমার উদ্দেশ্য রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক মুক্তি নয়, আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে একটা ফিজিক্যাল থিয়োরী অফ দ্যা ওয়ার্ল্ড দেওয়া যায় কিভাবে সেইটা দেখা। এবং উনি মনে করেন এইটাই হচ্ছে ফিলোজফির কাজ। এটা কিন্তু খুব ইমপর্ট্যান্ট কথা।

দেবপ্রসাদ ঃ মানে উনি স্বীকার করছেন যে আমি স্টিপুলেটেড মীনিং-এ এই জিনিষগুলো...

নির্মাল্য ঃ এবং আমার যে উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্যের নিরিখে আমার নোশন অফ মীনিং দরকার। আমার অন্য কোন কিছু দরকার নেই। উনি স্পষ্ট বলেছেন যে রিডেনশন অফ

ম্যানকাইন্ড—মানুষকে সত্যের পথ দেখানো এসব আমার উদ্দেশ্য নয়, যাঁর উদ্দেশ্য আছে তাঁরা অন্যরকমভাবে কাজ করবে।

দেবপ্রসাদ ঃ খুব সাধু বক্তব্য।

নির্মাল্য ঃ আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে একটা ফিজিক্যাল থিয়োরী অফ দি ওয়ার্ল্ড কিভাবে একজন ফিজিসিস্ট দেন সেটাকে দেখানো। এবং উনি মনে করেন এপিস্টেমোলজির কাজই হচ্ছে এইটা, এপিস্টেমোলজির আর কোন কাজ নেই। মনে রাখতে হবে কোয়াইন যেমন ডগমা'স অফ এম্পিরিসিজম-এ অনেক কথা বলেছেন তার মধ্যে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা বলেছেন। ফিলজফির যে একটা গড'স্ আই ভিউ ছিল বলে অনেকে মনে করতেন, ফিলজফি অফ সুপ্রীম সায়েন্স। যে সায়েন্স-কে পথ দেখাবে এরকম একটা রোল তো ফিলজফির ছিল—কুইন অফ সায়েন্সেস—কান্টের মধ্যে আছে, মেটাফিজিক্স ছিল কুইন অফ দ্য সায়েন্সস। উনি বলছেন মোটেই তা নয়। ফিলজফি আর দশজনের সঙ্গে একই আসনে বসে আছে। এবং দশজন বলতে এখানে সায়েন্স। সুতরাং সায়েন্স যে আসনে আছে ফিলজফি সেই আসনে থাকবে। ফিলজফির কাজ কি হবে? ফিলজফি-র কাজ হচ্ছে সায়েন্সকে সাহায্য করা, সায়েন্টিস্ট-কে সাহায্য করা। সুতরাং সায়েন্টিস্ট মানে ফিজিকাল সায়ন্টিস্ট যেভাবে একটা ফিজিকাল থিয়োরী অফ ওয়ার্ল্ড দিচ্ছে তাকে হেল্প করা, তাকে সাহায্য করাই আমার কাজ। এর থেকে বেশি কিছু নয় এবং সেই উদ্দেশ্যে এই রেস্ট্রিক্টেড নোশান অফ মীনিং-ই আমার দরকার, এর বাইরে আমার কিছু দরকার নেই। এইটা হচ্ছে একটা মত কোয়াইন-এর। আমি এটা বললাম এই কারণে যে, ওই আপত্তিটা কিন্তু ভয়ঙ্করভাবে ওঠে। সে তুমি তোমার নিজের মতো করে একটা আঙিনা ক'রে নিলে। এইবার তাতে তুমি তোমার থিয়োরী দিচ্ছো।

দেবপ্রসাদ ঃ মানে ঘটিত তাঁর যে প্রেমিস-টা রয়েছে সেটা না পড়েও আমি অন্য জায়গা থেকে প্রশ্ন কিন্তু তুলতে পারি। প্রশ্নটার জায়গাটা হচ্ছে যে, কোন এবং সেটা ওই ফ্রান্স-জার্মানির পক্ষ থেকেই আর কি, হল যে, এই যে এইভাবে মীনিং-এর একটি মাত্র অর্থ ধরে নিয়ে আমি একটা ডিভাইডিং প্র্যাক্টিস তৈরী করছি যে এইগুলো থাকবে, এইগুলো থাকবে না, এইগুলো থাকলে এইরকম নিগোশিয়েশন-এ যাবো, এগুলোতে থাকবো না—চমস্কিও এইরকম প্রচুর কথা বলছেন যে, ন্যাচারাল সায়েন্স-এর মত করে তুমি লিঙ্গুয়িস্টিক্স-এর প্রচুর কাউন্টার এগজাম্পল নাও। কাউন্টার এগজাম্পলগুলো যদি আপাতত দেখো যে সামলাতে পারছো না সেগুলোকে পেন্ডিং রাখো, পেন্ডিং রেখে কাজ এগোও। কিন্তু এই কাজটা, এই টোটাল এন্টারপ্রাইজ, চমস্কিই বলুন, কোয়ানই বলুন এদের প্রত্যেকের ভেতরেই ওই এনলাইটেনমেন্ট একটা লজিক ভয়ঙ্করভাবে কাজ করছে। এনলাইটেনমেন্ট অনুসারেই একটা ...

নির্মাল্য ঃ ঠিক জায়গায় ধরেছেন। এই জায়গাটা আমি বলতে চাইছি, আমার মনে পড়েছে। এনলাইটেনমেন্ট -এর কথাটা কি ছিলো? এনলাইটেনমেন্ট-এর মূল কথাটা ছিলো রীজন ইন দ্য গড–। সেই গডকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি আমরা, এখন রীজন হচ্ছে আমাদের একমাত্র উপাস্য, রীজনকে আমরা আলোকিত করেছি। এখন আবার উল্টো ট্রেন্ড আসছে, বুঝতে পারছো কিভাবে আসছে। এখন সুতরাং If you want to accept something it has to pass the test of reason –। বি র‍্যাশনাল — সেটিই হচ্ছে মুক্তির অবস্থা। এখন রীজন-এর একটা খুব বড় কাজ হচ্ছে to give a coherent, rational, logical interpretation।

অন্য কথায় রীজন-এর কাজ হচ্ছে টু গিভ এ থিয়োরী। এইবার কন্টিনেন্টাল ফিলোজফাররা বললেন যে যদি এইটাই হয় তোমার থিয়োরী-র কাজ হল যে একটা rational, logical, consistent interpretation দেওয়া you can never have a theory of language, you can never have a theory of meaning। কারণ কি? ওরা বলছেন যে হিউম্যান বিহেভিয়ার যার মধ্যে একটা হচ্ছে শব্দ ব্যবহার এটা is not anomaly to insystematic predictable interpretation। থিয়োরী তো তাই করে, তোমাকে থিয়োরী বলে দেবে যে অমুক অবস্থায় কি হবে, প্রেডিক্ট করে দেবে। এই যে প্রেডিক্টিবিলিটির পাওয়ার—সেটাই তো থিয়োরী-র সবচেয়ে বড় গৌরব, কৌলিন্য। ওরা করার চেষ্টা করেন যে মানুষের ব্যবহার, মানুষের চরিত্র, মানুষের মানসিকতা, মানুষের শব্দ ব্যবহার এত বিচিত্র, এত ব্যাপক এবং সেখানে এত কন্টিন্‌জেন্সি কাজ করে—contingency is a keyword। এত কন্টিন্‌জেন্সি কাজ করে যে কোনদিনই তুমি কোন থিয়োরীই করতে পারবে না, ইন প্রিন্সিপল এটা মানে মানুষের দুর্বলতা বা সীমার জন্য নয়—ইন প্রিন্সিপল এমন কোন থিয়োরীই তুমি করতে পারবে না যে থিয়োরীগুলো Captured by the totality of human linguistic theory সুতরাং, ওরা বলেন এই প্রোজেক্টটা, যাঁরা এই সমস্ত অ্যাংলো আমেরিকান ট্রাডিশন থেকে করছে—এই পুরো প্রোজেক্টটাই বাজে দিকে যাচ্ছে। এই প্রোজেক্টটাই এমনদিকে যাচ্ছে যা কোনোদিনই ইন প্রিন্সিপল গড়ে উঠতে পারবে না।

দেবপ্রসাদ ঃ এবং রীজন এবং আন-রীজন-এর যে সীমারেখা টানা হচ্ছে— যে ওভার-জেনার‍্যালাইজ করা হচ্ছে সেটাও এক ধরনের সাংস্কৃতিক বিন্যাসমাত্র।

আমি কি বলতে চাইছি ফুকোর কথা বলতে চাইছি, দেরিদাদের কথা বলতে চাইছি, সেই ক্ষমতা বিন্যাসের প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছে, কোনটা রীজন, কোনটা আনরীজন এই সমস্যাটা কিন্তু নীৎসে থেকে উঠেছিলো। এবং নীৎসে মার্জিনালাইজড হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তারপরেও এই ফিলজফিকাল যে অ্যানালিটিক্যাল ট্র্যাডিশন এটা রইলো এবং কন্টিনেন্টাল ফিলজফির তরফ থেকে এই যে বক্তব্য এই বক্তব্যকে কোয়াইন কি ক'রে সামলাবেন।

নির্মাল্য ঃ আমি যতদূর কোয়াইন এর লেখাটেখা পড়েছি উনি খুব বেশী এসব পাত্তা দেননি। এবং কোয়াইন এসব পছন্দ করত না বলে আমার ধারণা। সেগুলো ওনার খুব ছোট ছোট যে বায়োগ্রাফিকাল নোটস আছে সেগুলো দেখলে একটু একটু অনুমান করা যায় যে কোয়াইন কিন্তু এসব নিয়ে কোন কথা বলেন নি। তবে আমি সত্যি জানি না যে কোয়াইন কখনো কোন কন্টিনেন্টাল ফিলজফারদের সামনাসামনি কথা বলেছেন কিনা। কথা বলার তো অনেক সুযোগ ছিল কিন্তু উনি বলেন নি। মজার কথা হচ্ছে কি জানো, কন্টিনেন্ট-এর কিন্তু অনেকেই কোয়াইনের কিছু কিছু বক্তব্য তাদের মতো করে বুঝে নিয়েছে। তাঁরা অনেকেই হ্যাভ রেফার্ড টু কোয়াইন (ম- হ্যাঁ, ডেভিডসন)।

ডেভিডসন-এর ক্ষেত্রে তো হবেই, কারণ ডেভিডসন অনেক বেশি মোলায়েম। আমি ডেভিডসনের কথায় একটু পরে আসছি। কোয়াইন তো এ বিষয়ে একদম মোলায়েম নন। উনি একদম আনরিপেন্টেন্ট উনি একদম ওনার যে কাজ সেটাকেই করেছেন। সেটার মধ্যেই উনি আবদ্ধ। তার বাইরে উনি একদমই যেতে চান না। সুতরাং আমি ঠিক জানি না যে এই ধরনের আপত্তির উত্তর কোয়াইন কিভাবে দেবেন।

দেবপ্রসাদ ঃ এই এক কথা কোয়াইনের ক্ষেত্রে যেমনি প্রযোজ্য, চমস্কির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। চমস্কি কন্টিনেন্টাল ফিলজফারদের সঙ্গে কথা বলেন নি তা নয়—কথা বলেছেন, কথাবার্তা তাদের মধ্যে হয়েছে এবং মিশেল ফুকোর সঙ্গে একটা দীর্ঘ ইন্টারভিউ আছে। দুটো পর্বে ভাগ করা। কিন্তু চমস্কি এদের সম্পর্কে বা এদের মন্তব্যগুলো সম্পর্কে কোন কথা বলবেন না। কারণ চমস্কির বিরুদ্ধে অনেকে লিখেছেন। জুলিয়া ক্রিস্তেভার বেশ বড় কাজ আছে, রলাঁ বার্তের কাজ আছে। চমস্কি এদের সম্পর্কে, এই ক্রিটিক সম্পর্কে একটাও উচ্যবাচ্য করেননি। এবং এই এন্টারপ্রাইজ সম্পর্কে কিছু বলছেন না। এটা খুব আশ্চর্যের।

নির্মাল্য ঃ আমার মনে হয় কি জানো ওই একটা জায়গায় এসে এটা বলতেই হবে যে দেখো ভাই একটা হচ্ছে ওই ফরাসী ওয়ে অফ বিইং আর এটা হচ্ছে আমেরিকান রিয়্যাল বিইং ফিলজফি।

মধুছন্দা ঃ আমার মনে হয় না ওরা খুব যে একে অপরের কথা বোঝে, বুঝতে চায়, নতুন কথা যেমন কোয়াইন বুঝতে চান না, — গায়ে মাখেন না ...

দেবপ্রসাদ ঃ এখানেও দেখুন ইনডিটারমিনেসি অফ ট্রান্সলেশন কাজ করছে— (হাসি)

নির্মাল্য ঃ আমি একটু ডেভিডসনের কথা বলছি। সেই ব্যাপারে ডেভিডসনের কিছু সুবিধেও আছে, কিছু অসুবিধেও আছে। গোঁড়া লোকদের কিছু সুবিধে আছে। অনেক প্রশ্ন তাদের উত্তর দেওয়ার দরকার হয় না। আমি এইটা জানি, এই বাস্, এর বাইরে কি আছে এটা আর জানার দরকার হয় না। কোয়াইনের সেই সুবিধাটা আছে, অসুবিধাও আছে। কেননা এই প্রশ্নগুলোর উত্তর তাকে দিতে হয়। কিন্তু ডেভিডসনের একটা সুবিধা আছে — ডেভিডসন কোয়াইনের থেকেই সব মেন আইডিয়াগুলো নিয়েছেন, কিন্তু উনি কোয়াইনের মতো গোঁড়া নন। উনি একটু ওপেনলি বোঝার চেষ্টা করছেন। কিন্তু উনি লয়্যাল টু কোয়াইন।

মধুছন্দা ঃ আমার মনে হয় ডেভিডসনের ইন্টারপ্রিটেশন শব্দটা ব্যবহার করাই শ্রেয়। এবং এই যে ডেভিডসন-এর প্রোজেক্টটা— ফর্ম্যাল থিয়োরী অফ ট্রুথ-কে আমি ন্যাচারাল ল্যাঙ্গোয়েজে অ্যাপ্লাই করিনি। দেখি কি দাঁড়ায়। এই চিন্তাটাই তো একটা গোঁড়ামি থেকে বেরিয়ে আসার চিন্তা যারা খুব স্ট্রিক্ট সীম্যানটিক্স করেন তারা তো এটা পছন্দ করেননি। অনেকেই করেন নি ডেভিডসনের এই কাজ। মানে খুব স্ট্রিক্ট টার্স্কিয়ান যারা তারা একদম পছন্দ করবেন না। বলবেন যে টার্স্কি কি করেছেন, একটা ফর্ম্যাল সীম্যানটিক্সের এর ওপর কাজ, সেটাকে তুমি ন্যাচারাল ল্যাঙ্গোয়েজে নিয়ে এসে ইচ্ছামতো যা তা করছো। কোনদিনই তুমি এসব পাবে না। কিন্তু ডেভিডসন এই সাহসটা দখিয়েছেন। এবং সেটা করার চেষ্টা করেছেন এবং শুধু করার চেষ্টা করছেন না, সেটার ফরোয়ার্ড কি হতে পারে, কনসিকোয়েন্স কি হতে পারে সেটাও তিনি বলেছেন ওনার মতো করে। সুতরাং ডেভিডসন কিন্তু কোয়াইনের মতো ওরকম স্ট্রিক্ট নন—আবার আমি বলছি খুব স্ট্রিক্ট ফিজিক্যালিস্ট ওই অর্থে যে একবারে একটা ফিজিক্যালিস্ট থিয়োরী অফ ওয়ার্ল্ড দেবো এর বাইরে আমার আর কোন উদ্দেশ্য নেই — ডেভিডসন কিন্তু তা মোটেই করতে চাননি। এবং ডেভিডসন কোয়াইনের থেকে অনেকটাই নরম হ'য়ে গেছেন।

দেবপ্রসাদ ঃ নরমপন্থী!

মধুছন্দা ঃ নরমপন্থী এবং ওনার উদ্দেশ্য ভিন্ন, ওনার দর্শনের যেসব ওরিজিন্যাল কোশ্চেনস্ ছিলো সেগুলো পালিয়ে বেরাচ্ছে। সায়েন্সটা ওনার মাথায় অত নেই।

দেবপ্রসাদ ঃ এটা তো আমি বাইরে থেকে প্রশ্নটা রেখেছিলাম। সে কন্টিনেন্টাল ফিলজফির তরফ থেকে। ঐখানে আর পরিবারের ভেতরেও কিন্তু একটা প্রশ্ন তোলা যেতে পারে আর কি। আভ্যন্তরীণ প্রশ্ন। সেই প্রশ্নটা হচ্ছে এই যে, কোয়াইনের প্রোজেক্ট আমরা প্রথমেই যেটা বলে নিয়ে শুরু ক'রেছিলাম যে এক্সটেনশনাল ব্যাপারটা, সেই ব্যাপারের ক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন আসে যখন আবার রাসেলে ফিরে গিয়েই প্রশ্নটা তুলবো, ফ্রেমওয়ার্কের ভেতরেই থাকতে চাইছি, প্রশ্নটা হচ্ছে যে রাসেল প্রশ্ন তুলছেন ঐ আবার Enquiry into meaning and truth -এ একজন সায়েন্টিস্ট একজন বিহেভিয়রিস্ট যখন কথাটা উল্লেখ করেছেন—বিহেভিয়রিস্ট, কারণ রাসেলের সময় এপিস্টেম সেটাই ছিল বড়রকম, তা সে যখন অবজার্ভ করছে সে কি অবজেক্টিভ হতে পারছে? কারণ সে যা-অবজার্ভ করছে তার ওপরে যে-এফেক্টগুলো হচ্ছে বাইরের স্টিমিউলিগুলোর — সেই এফেক্টটাকে সে নোট করছে মাত্র। সে যত বেশী অবজেক্টিভ হতে চাইছে তত বেশী সাবজেক্টিভ হ'য়ে পড়ছে এবং তারপরেই রাসেলের মন্তব্য "Science is to be at war with itself" বিজ্ঞান নিজের মধ্যে লড়াই বাঁধিয়ে ফেলেছে। ফলে কোয়াইনের অ্যাজেন্ডা আদৌ সম্ভবপর অ্যাজেন্ডা কিনা ....

মধুছন্দা ঃ এখন যে লোকটা সবসময় মাথায় সায়েন্টিফিক থিয়োরী ওপেন টু রিভিসন তা কিন্তু খুব অসম্ভব হবে না। হবে কি?

দেবপ্রসাদ ঃ না, তা অসুবিধা হবে না। কিন্তু আমি যদি অ্যাজেন্ডাটা বাইরে ঘুরিয়েই রেখে দিই — এটা এক ধরনের হিপোক্রিটিক ...

মধুছন্দা ঃ না, কোয়াইনের এক্সটেনশনালিটিকে আমরা কিভাবে বুঝবো।

নির্মাল্য ঃ আমি যেভাবে বুঝি আর কি — আমি বারবারই বলছি লজিকে ব্যবহার করা হয় এক্সটেনশনাল শব্দটা, সেই লজিকের দিক থেকে আমি এই মুহূর্তে যাচ্ছি না। ইন জেনারেল ..... কোয়াইনের যে ভিউজ অ্যাবাউট মীনিং বা ল্যাঙ্গোয়ে ইত্যাদি সেখানে কোয়াইন বলছেন যে মীনিং-এর ব্যাখ্যা দিতে হবে। আর মীনিং-এর ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য আমায় কিছু কিছু কনসেপ্ট ব্যবহার করতে হবে। উনি বলছেন যে, যে যে কনসেপ্টগুলো আমার ব্যাখ্যার মধ্যে লাগবে — সেই কনসেপ্টগুলো যদি আবার মীনিং কনসেপ্ট-এর মধ্যে ঢুকে থাকে — তাহলে তো ফলদায়ক ব্যাখ্যা আমি দিতে পারবো না! ওনার মাথায় তখন ছিল ফ্রেগের সেন্স বা থট্ জাতীয় জিনিষগুলো। যদি তুমি মীনিং-কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সেন্স বা থট্-এর সাহায্য নাও তাহলে দেখা যাবে সেন্স বা থট্-এর ব্যাখ্যা দিতে গেলে তোমাকে যে জিনিষগুলোর ওপর নির্ভর করতে হবে — সেগুলো আবার মীনিং-এ রয়েছে। এ ব্যাপারে তাঁর কথা আমরা উদ্ধৃত করি সব জায়গায় — তিনি বলছেন এই ব্যাখ্যাটা আসলে এক 'foster and illusion of explanation'। মনে হচ্ছে ব্যাখ্যা দিচ্ছি — কিন্তু আসলে ব্যাখ্যা হয়নি।

দেবপ্রসাদ ঃ সিউডো এক্সপ্ল্যানেশন ...

নির্মাল্য ঃ হ্যাঁ, সিউডো এক্সপ্ল্যানেশন। একজ্যাক্টলি। এটা একটা কথা। আর একটা কথা হচ্ছে এই — মানে এক্সটেন্শনালিজমের হ'য়ে কোয়াইন কি কি বলতে পারেন আমি সেটা বলছি

— খুব ফেমিলিয়ার আর্গুমেন্ট মানে কোয়াইন যেভাবে ল্যাঙ্গোয়েজ লার্নিং-এর ব্যাখ্যা করেছেন — রুটস্ অফ রেফারেন্স — ব'লে একটা বই আছে — সেখানে একটি শিশু কিভাবে মা ... মা ... থেকে হায়ার লেভেল অফ থিয়োরিটিক্যাল সেন্টেন্স— বলতে যাচ্ছে তার একটা বর্ণনা আছে — ডিটেলে। সেখানে তিনি দেখাচ্ছেন যে ফ্রেগেপন্থী কোনো থট বা সেন্স — বা ইন্টেনশনালিটি সেখানে কাজে লাগছে না।

তার মানে কি চমস্কির থিওরির বাইরে চলে আসছে এটা?

দেবপ্রসাদ ঃ চমস্কির ল্যাঙ্গোয়েজ অ্যাকুইজিসন-এর যে প্রকল্প সেই প্রকল্পের সঙ্গে এটা।

নির্মাল্য ঃ আমি জানি না চমস্কি ল্যাঙ্গোয়েজ অ্যাকুইজিসন-এর ব্যাপারে কি বলছেন — তিনি কিভাবে ব্যাখ্যা করছেন — যদি কোয়াইনের যে ব্যাখ্যা সেটা অ্যাকসেপ্টেবল হয় — তবে সেটা দেখায় যে কোনো ইনটেনশনাল নোশন ডাজনট ভেরিফায়েড ইন এক্সপ্লেনিং মীনিং।

দেবপ্রসাদ ঃ সেটা ঠিক। মীনিং-এর ক্ষেত্রে আমি এক্সটেনশনাল না ইনটেনশনাল— সেটা নিয়ে অন্য তর্ক হ'তে পারে। কিন্তু এখানে যেটা চমস্কির ইন্টারেস্ট— সেটা হচ্ছে যে — সাবজেক্ট হিসেবে আমি কিভাবে কথা বলতে শিখি ... আমি কিভাবে কথা সৃষ্টি করি এবং অন্যের কথা বুঝি .... এখন এই জায়গায় যে অর্থে চমস্কি সাবজেক্ট-এর কথা বলেন, 'আমি' নামক বিষয়ীটির কথা বলেন — এই সাবজেক্ট-এর প্রসঙ্গে কোয়াইন কি কখনো আসছেন?

নির্মাল্য ঃ কোয়াইন আলাদা ক'রে এই সাবজেক্ট-এর কথা বলেন নি র‍্যাডিক্যাল ট্র্যাঞ্জিশান-এর পিকচার-টা — আইডিয়াল স্পীকার-হিয়ারার— কেন উনি একথাটা আনছেন? — উনি বলছেন ল্যাঙ্গোয়েজ ইজ এ সোশ্যাল আর্ট। এটাকে উনি খুব গুরুত্ব দিয়েছিলেন। সোশ্যাল আর্ট— মানে কি? সোস্যাল আর্ট মানে হচ্ছে — ল্যাঙ্গোয়েজ সম্পর্কিত তুমি যা কিছু আলোচনা কর না কেন — সামাজিক যে জীবরা আছে তারা ভাষা ব্যবহার করে — তাদের মাধ্যমে সেটাকে ব্যাখ্যা করতে হবে। অর্থাৎ ল্যাঙ্গোয়েজকে ব্যাখ্যা করার জন্য এমন কনসেপ্ট গুলোর সাহায্য নিতে হবে — যে কনসেপ্টগুলো ইন্টারসাবজেক্টিভ। যদি তাই হয় তবে পিওরলি সাবজেক্টিভ ডাটা বা পিওরলি সাবজেক্টিভ কোনো কনসেপ্ট তুমি ব্যবহার করতে পারবে না ইন অর্ডার টু এক্সপ্লেন লিঙ্গুয়িস্টিক বিহেভিয়র।

দেবপ্রসাদ ঃ এখানে চমস্কি-কোয়াইনের ক্ষেত্রে একটা পার্থক্য খুব ভালো ভাবে বোঝা যাচ্ছে— চমস্কির জোরটা যেখানে ল্যাঙ্গোয়েজ অ্যাকুইজিশন-এর দিকে সেখানে কোয়াইনের থিয়োরী হচ্ছে মীনিং-এর দিকে যাওয়ায় — তবে এই দুজনের ভেতরে যে ঝগড়াটা বাঁধাবার চেষ্টা করা হচ্ছে — সেই অর্থে দুজন যদি আলাদা দিকে চলে এবং ল্যাঙ্গোয়েজ অ্যাকুইজিশন-এর ক্ষেত্রে যদি দুজনে একমত হয়ে যান, বিহেভিয়রিস্ট হয়েও কোয়াইন যদি (যে অংশটা আমরা কোট করলাম) — তাহলে সমস্যাটা কোথায়? এই মীনিং থিয়োরী নিয়ে চমস্কি কম্পোজিশন্যালিস্ট বা কম্পোনেনশিয়্যালিটি-র বেশি কিছু এগোচ্ছেন না — সেখানে কোয়াইন অনেকখানি এগিয়ে গেছেন — ফলে এই জায়গাটা নিয়ে তর্কাতর্কি করার সেরকম দরকার ছিল আমাদের! তর্কের জায়গাটা যে সব জায়গায় উঠেছে বিশেষত ইনডিটারমিনেসি অফ ট্রান্সলেশন— সেখানে আমার মনে হচ্ছে — এই পুরো ব্যাপারটা শুনে কিছু মিস্‌কমিউনিকেশন দু-তরফেই থেকে যাচ্ছে — চমস্কি এটাকে বলছেন আনইন্টারেস্টিং—

চমস্কির অভিযোগ হচ্ছে কোয়াইন আমাকে পুরোপুরি কোট করছেন না। তবে এই ধরনের মিস্-কমিউনিকেশন-কে একটা চেহারা বোধ হয় এই আলোচনা থেকে আমরা দিতে পারবো।

নির্মাল্য ঃ মিস্ কমিউনিকেশন নয় চমস্কির দিক থেকে একটা সঙ্গত প্রশ্ন উঠতে পারে যে দ্যাখো মীনিং নিয়ে ল্যাঙ্গোয়েজ নিয়ে আমরা যত থিয়োরী-ই দিই না কেন, যত আলোচনাই করি না কেন — সেটা আল্টিমেটলি আমাদের অ্যাকচুয়্যাল ল্যাঙ্গোয়েজ অ্যাকুইজিশন, ল্যাঙ্গায়েজ লারনিং, অ্যাকচুয়্যাল ল্যাঙ্গোয়েজ ইউজ .... তার সঙ্গে যদি কোথাও বিরোধ হয় — সেই থিয়োরী নিশ্চয় কার্যকরী হবে না—সেই কোয়াইন ডেভিডসন প্রথম থেকেই সচেতন যে না আমি যে থিয়োরী দিচ্ছি সেটা অ্যাকচুয়্যাল ল্যাঙ্গোয়েজ অ্যাকুইজিশন, ল্যাঙ্গায়েজ লারনিং-এর সঙ্গে যেন ... চমস্কি যদি সত্যি দেখাতে পারেন উইথ অল ডিটেলস যে অ্যাকচুয়্যাল ল্যাঙ্গোয়েজ অ্যাকুইজিশন বা অ্যাকচুয়্যাল ল্যাঙ্গোয়েজ লার্নিং—

দেবপ্রসাদ ঃ চমস্কির আপত্তির জায়গাটা হল ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশন-এর ক্ষেত্রে বিহেভিয়রিজম কেন এলো? আর অন্যান্য যে ক্ষেত্রে আপত্তির জায়গাটা এসেছে যে ইনডিটারমিনেসি অফ মীনিং— আমরা যে আলোচনাটা কোয়াইন বা ডেভিডসনকে নিয়ে করলাম — সেইটা চমস্কির কাছে মনে হয়েছে যেটা মধুছন্দা বলল একেবারে আনইন্টারেস্টিং। চমস্কির ক্ষেত্রে এটা নির্ঘাত ন্যাচরাল সায়েন্স। ন্যাচরাল সায়েন্সের সঙ্গে কিভাবে তাল মিলিয়ে এই কথাগুলো আমি বলতে পারছি। যদিও সেখানে অনেক প্লুর‍্যালিটি আছে ফিজিক্স-এর ক্ষেত্রে — তবে চমস্কি যে বারবার বলছেন—একটা লজ্জ ব্যবহার করছেন আনইন্টারেস্টিং— তার কারণটা হচ্ছে চমস্কির সিনট্যাক্টিক অ্যানালিসিস যে পর্যায়ে চমস্কি ওটাকে নিয়ে গেছেন —যে ধরনের তত্ত্ব রচনা করেছেন—একবার নয় বারবার রিভাইজড করেছেন জিনিষটাকে— সেখানে থিয়োরী অফ মীনিং-এর থেকেও তাঁর কাছে জরুরী হয়ে গেছে ফর্ম্যাল ইন্টারপ্রিটেশন অফ সেন্টেন্সস্ যা আলটিমেটলি আমাদের নিয়ে যায় কগনিটিভ ডোমেন স্ট্রাকচার-এর দিকে এবং জেনেটিক রিসার্চ-এর যে কাজ কর্মগুলো হচ্ছে কিন্তু চমস্কির এই সিনট্যাক্টিক অ্যানালিসিস-এর সঙ্গে একটা অদ্ভুত সিমিলারিটি পাওয়া যাচ্ছে— এটা প্রথম লক্ষ্য করেন জ্যাক মোনোভ ১৯৭২ সালে—চমস্কির সিনট্যাক্টিক অ্যানালিসিস—তার সঙ্গে জেনেটিক্স স্ট্রাকচার-এর একটা অদ্ভুত মিল আমরা পাচ্ছি।

এখন যে প্রশ্নটা ফিরে আসছে — সেটা হ'ল যে এই দুটো দিক, দুটো ঘরানাগত দিক, দুজনের উদ্দেশ্যও অনেকটা আলাদা — প্রশ্ন হল কনভারজেন্স-এর সম্ভাবনা কি কোনো ভাবেই নেই? থিয়োরী অফ মীনিং-কে কি এমন জায়গায় আমরা নিয়ে যেতে পারি না — যেখানে ইনডিটারমিনেসি-কে সত্যি সত্যি ঠাঁই দেওয়া চমস্কির তত্ত্ব রচনার ভেতর—সেটা আমি করতে পারি কিনা — ফর্ম্যাল ইন্টারপ্রিটেশন যাবতীয় যা কিছু সেখানে চলে যাবে। দ্বিতীয় প্রশ্ন থাকবে মেথডলজির ক্ষেত্রে — ফিলজফি অফ সায়েন্স-এর দিক থেকে যে প্রশ্নটা উঠবে সেটা হল — কোয়াইন-ডেভিডসন এবং চমস্কি — এই এঁদের ক্ষেত্রে প্লুরি মেথড-এর উপযোগিতা কি? আমরা যে বিভিন্ন প্রতিস্পর্ধী তত্ত্বগুলো আলোচনা করলাম—ফ্রান্স, জার্মানি, ইংল্যান্ড, আমেরিকার—এঁদের এই যে এতগুলো মেথডলজি, এতগুলো দিক, এতগুলো পার্সপেক্টিভ—এগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে যে চিন্তার বিস্তার সেটাকে প্লুরি মেথড (আমি

ফেয়েরাবেন্ডের অর্থে বলছি)-এর ভেতরে নিয়ে আসা যাবে কি না? আপনাদের মত কি?

নির্মাল্য ঃ এই যে কনভারজেন্সের কথা বলছো—বা বিভিন্ন থিয়োরী-কে মেলানোর কথা বলছো—এখন এই থিয়োরীগুলো হচ্ছে এক একটা স্বতন্ত্র ওয়ার্ল্ড — স্বতন্ত্র ওয়ার্ল্ড গুলোকে তুমি মেলাতে চাও — তুমি নিজে একটা ওয়ার্ল্ড-এর মধ্যে আছো—এমন যদি হয়— তাহলে তুমি তুলনা করবে কিভাবে — তোমাকে তো তোমার ওয়ার্ল্ড-এর বাইরে বেরিয়ে আসতে হবে। আর ওয়ার্ল্ড-এর বাইরে যাওয়ার অর্থটা আমরা কেউই এখনও পর্যন্ত বুঝতে পারছি না। সবাই বলছেন যে এই ওয়ার্ল্ডগুলোর বাইরে একটা নিউট্রাল জায়গায় এসে আমরা সবাই একত্রে দেখবো—এটা সম্ভব নয়।

দেবপ্রসাদ ঃ অনধিকার প্রবেশকারী হিসেবে যদি আমরা এক একটা তত্ত্ববিশ্বের ভেতর প্রবেশ করি, সাবজেক্টের পজিশনে (অবজেক্টের পজিশনে নয়)—প্রবেশ ক'রে তখন আমাদের চিন্তায় থাকে যখন আমি আমার তত্ত্ববিশ্ব নিয়ে থাকি তখন আমি আমারটা নিয়ে ভাবি আর যখন 'অপর'-এর আসনে নিজেকে বসাই — বসিয়ে বসিয়ে এই বিভিন্ন T_1 T_2 T_3 ... (টি ফর থিয়োরী)-এর জগৎগুলোতে ভ্রমণ করি তাহলে কি ঘটতে পারে — যেটা লাকাতোসের প্রুফ অ্যান্ড রিফিউটেশন-এর ভেতরে সাংঘাতিকভাবে এসেছে — সেখানে পাঁচ জনে মিলে প্রায় সংলাপ চালাচ্ছে — একটাই বিষয় এবং পাঁচজন পাঁচ রকমের ইন্টারপ্রিটেশন দিচ্ছে — এই জায়গাটা কি তৈরী করা যায় না?

নির্মাল্য ঃ এই যে তুমি বলছো পাঁচ জন পাঁচ রকমের ইন্টারপ্রিটেশন দিচ্ছে — কার ইন্টারপ্রিটেশন দিচ্ছে —

মধুছন্দা ঃ আমার বক্তব্য এই যে আমরা কনভারজেন্স-এর চেষ্টা করছি—সেটা কনভারজেন্স-ই না হোক সামথিং হওয়া দরকার—অ্যাবাউট ওয়ান থিং—তবেই কনভারজেন্স হবে। আমাদের প্রশ্নগুলো এক কিনা .... তারপর আমরা দেখবো আমাদের উত্তরগুলো এক হ'ল কিনা —। এখন যদি প্রশ্নগুলোই এক না হয় — তাহলে এক উত্তরের আশা করারও কোনো মানে হয় না ....

দেবপ্রসাদ ঃ মানে, প্রব্লেমেটিকগুলোই যদি আলাদা আলাদা হয়. ...

মধুছন্দা ঃ আমরা যা যা দেখলাম তাতে ক'রে মনে হচ্ছে যে প্রব্লেমেটিক আলাদা কোয়াইনের প্রব্লেমেটিক হচ্ছে একটা ফিজিক্যাল থিয়োরী দেওয়া, ডেভিডসনের সেটা প্রব্লেমেটিক নয় .... চমস্কির প্রব্লেমেটিক হচ্ছে কি ক'রে ল্যাঙ্গোয়েজ অ্যাকুইজেশন হচ্ছে ...

এখন সেখানে কনভারজেন্স আমরা কি অর্থে চাইছি— আমরা বলতে পারি একটা জিনিষ এঁরা সকলে মানতেন — যে আমি যদি থিয়োরী অফ মীনিং বা থিয়োরী অফ ল্যাঙ্গোয়েজ করি তবে সেটা এমন হবে না যে এমন কোনো থিয়োরী আমি করতে পারবো না যেটার সঙ্গে ঐ ল্যাঙ্গোয়েজ অ্যাকুইজিশন-এর ব্যাপারটার কোনো মিল না থাকে — এটা কিন্তু সকলে মানতো ....। কিন্তু অন্যত্র যেখানে এঁরা সম্পূর্ণ আলাদা — সেখানে আমার মনে হয় কনভারজেন্স খোঁজার কোনো মানে হয় না —। আমি কেন এত স্টিমিউলাস স্টিমিউলাস করছি। কেন আমি ইনডিটারমিনেসি-র কথা বলছি — কেননা আমি একটা ফিজিক্যাল সায়েন্স করতে চাইছি — আর একজন করতে চাইছেন না — সেখানে কনভারজেন্স খোঁজা ঠিক নয়।

দেবপ্রসাদ ঃ এবার আমাদের তরফ থেকে এঁদের কাজের ওপর যে কাজ গুলো হয়েছে সেগুলোতে যাওয়া যেতে পারে .... সেখানে আমরা যারা ওই বড় মাপের মানুষদের নিয়ে কাজ করেছি — সেই কাজগুলোর ধাঁচ কি? মানে নির্মাল্যদা কিভাবে কোয়াইনের ওপর কাজ করছেন?

নির্মাল্য ঃ হ্যাঁ, আমি তার আগে আর একটা কথা একটু ব'লে নি — এই যে আমরা যারা কনভারজেন্স আছে ব'লে মনে করছি যে অ্যাকচুয়্যাল ল্যাঙ্গোয়েজ লার্নিং, অ্যাকচুয়্যাল ল্যাঙ্গোয়েজ অ্যাকুইজিশন — তার বিরোধী হ'লে চলবে না — সেটা এই ক্ষেত্রে বলছি — কিন্তু এমনিতে আমরা কি বলি যে ঠিক আছে — তোমরা যে যা থিয়োরী করছো কর— যদি সেই থিয়োরী এক্সপেরিয়েন্স-এর সাথে কারোবোরেট করে। সমস্যা হচ্ছে .... শেষ দিকে পজিটিভিস্টদের এই সমস্যা হয়েছিলো যে পিওর এক্সপেরিয়েন্স তুমি পাচ্ছো না — সবই তো লোডেড, সবই থিয়োরীনির্ভর। সুতরাং তুমি তোমার করা এক্সপেরিয়েন্স-এর নিরিখে বলছো এই থিয়োরী অ্যাকসেপ্টবল — আবার আমিও তাই করছি — theory is nothing neutrally given.

মধুছন্দা ঃ এটা তো দর্শনের ছত্রে ছত্রে আছে — যে এগজাম্পল দিয়ে একটা থিয়োরীর কাউন্টার এগজাম্পর কনস্ট্রাক্ট করা হয় সেই কাউন্টার এগজাম্পল দিয়েই আবার থিয়োরী-টাকে প্রমাণ করা হয় ..... এটার জন্য অনেকে ক'রে খাচ্ছে .....

নির্মাল্য ঃ তাই যদি হয় ..... আমরা জানি না কার থিয়োরী কোথায় মেলাবো ....

মধুছন্দা ঃ এটা যদি আমরা খুব বেশি পুশ করি — তাহলে কিন্তু দর্শনের জগতে একটা সাংঘাতিক অ্যানার্কি — যেগুলো আমি অত্যন্ত অপছন্দ করি সেগুলো ....

দেবপ্রসাদ ঃ (হাসি) এইখানে ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দের কথা আসছে কেন .... দর্শনের আলোচনায় রাইট চয়েস, রাইট থিং— এসবের প্রশ্নই ওঠে না। আমরা তো হাইপোথেটিক্যালি কথা বলবো — সত্যতার দাবী নিয়ে কি কথা বলি আমরা? সেটা তো ধর্মীয় গুরু বা রাজনৈতিক নেতারা করতে পারেন।

মধুছন্দা ঃ মেটাফিজিসিয়ানরা করে .... সত্যতার দাবীই যদি না করবো তাহলে ফিলজফি কেন?

দেবপ্রসাদ ঃ এটাতে আমি একমত নই, নীৎসে যেমন সত্যতার দাবী নিয়ে সাংঘাতিক কান্ড করছেন ...

মধুছন্দা ঃ না, দেখো সত্যতার দাবী, সত্যতা কি বা তুমি 'সত্য' কে কি বলবে, 'সত্য' কাকে বলে এইটা নিয়েই তো সাংঘাতিক সব তত্ত্ব আছে ....

দেবপ্রসাদ ঃ সাংঘাতিক সব তক্কাতক্কি চলতে পারে .... সত্য নামক শব্দটাই বা কেন আমাদের সাংস্কৃতিক শব্দ নয় এবং ট্রুথ-এর দাবী, আমি যখন হাইপোথিসিস নির্মাণ করি আমি তো সত্যের দাবীদাওয়া করি না .... এই মুহূর্ত এটি মনে হচ্ছে ব'লে আমি এটিকে রাখলাম।

মধুছন্দা ঃ তুমি তো এই দাবী কর না যে 'আমি যা বলছি সব ভুল' — এটা দাবীও না .... দাবী মানেই এটাকে আমি ঠিক ব'লে মনে করছি।

দেবপ্রসাদ ঃ এবং এই ট্রুথ-এর দাবীটা করা বিশেষত কন্টিনেন্টাল ফিলজফি-র ক্ষেত্রে ঐ দাবীটা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তো ইদানিংকালে উঠছে — এইটাকে 'সত্য' ধরে নিয়ে এতদিন

যে ট্রুথ ফাংশান বের করার ব্যাপারটা চালু হয়েছিলো এবং খুব ফর্মাল সিস্টেমে বেঁধে ফেলা হয়েছিলো .... তার বাইরে গিয়েও ফিলজফার-রা ব্যঙ্গ করতে শুরু করলেন, সত্যকে নেহাৎই একটা মেটাফর, মেটোনিম-এর পর্যায়ে নিয়ে গেলেন তাঁদের সম্পর্কে তাহলে কি বলবেন — এবং ফিলজফি অফ সায়েন্স-এর ক্ষেত্রে যে বিশ্বাস অ্যানার্কিস্ট ট্র্যাডিশান লাকাতোস এবং ফেয়েরাবেন্ড্ — এঁরা এই সত্যতার দাবীর বিরুদ্ধে — যেমন 'এগেইনস্ট মেথড' বইটা ...

মধুছন্দা ঃ আমি এখানে একটা কথা বলতে চাই। ডামেট-এর একটা বইয়ের একদম গোড়াতেই উনি বলছেন যে (ডামেট যিনি ফরমালিজম-এর চূড়ান্ত করেছেন, লজিক যাঁর একেবারে প্রাণ) দর্শন যদি সেইসব প্রশ্ন (যে প্রশ্নগুলোকে আমরা মনে করি দার্শনিক প্রশ্ন) যে সত্যি শুনতে খুব সেকেলে লাগবে, হাস্যকরও লাগতে পারে — যে সোল আছে কিনা, ট্রুথ কি, রিয়্যালিটি কি — দর্শন যদি এই প্রশ্নগুলোর উত্তর না দেয় — তাহলে দর্শন করে কোনো লাভ নেই ....

দেবপ্রসাদ ঃ দর্শন যদি এই ডিসকোর্স-টার ওপর আর একটা ডিসকোর্স রচনা করে — তাহলে কেমন হয়?

নির্মাল্য ঃ ডামেট তো সেইটাই করেছেন ...

দেবপ্রসাদ ঃ আমি বলতে চাইছি ডিসকোর্স অন ডিসকোর্স—

নির্মাল্য ঃ হ্যাঁ এই প্রশ্নগুলোর মানে কি, ডামেট একজ্যাক্টলি যেটা করার চেষ্টা করেছেন

মধুছন্দা ঃ কিন্তু যেখানে ইফ উই লুজ ফাইট ... টু ওরিজিনাল প্রব্লেম

নির্মাল্য ঃ ওরিজিনাল কি? ওরিজিনাল বলে কিছু আছে কি তাহলে?

মধুছন্দা ঃ এই প্রশ্নগুলোর (ওরিজিনাল আছে) উত্তর দিতে চাইছি বলেই এই প্রশ্নগুলো কিভাবে তুলবো — সেটার আলোচনা করছি। না হলে ওটা কেবল কথার পৃষ্ঠে কথা বলা হবে ... সেটা অন্তত আমি বিশ্বাস করি না ...

দেবপ্রসাদ ঃ কিন্তু ডেভিডসন তো পথ দেখাতে চাইছেন না ....

মধুছন্দা ঃ না ওটা কোয়াইন। আর কোয়াইন তো সেই অর্থে ফিলজফার নন।

দেবপ্রসাদ ঃ তাহলে আমরাই তত্ত্ববিশ্ব রচনা করছি আর বলছি এই ফিলজফার থাকবেন আর ইনি থাকবেন না ...

মধুছন্দা ঃ হ্যাঁ এটা তো মতামতের ব্যাপার .... আমরা মূল প্রশ্নগুলো ভুলে গিয়ে ঐ উপপ্রশ্নগুলো — মেটালেভেলে কেবল কনসেনট্রেট করি — তাহলে এই মেটালেভেলটা দিয়ে কি করবো যেমন অনেকে বলেন লজিকটাকে শক্ত কর না হলে ফিলজফি করতে পারবে না — সারাজীবন লজিক করলাম আর কিছু করলাম না ....

দেবপ্রসাদ ঃ এটায় একমত আমি ....

মধুছন্দা ঃ ওনার (কোয়াইন) তো অবজেক্টিভ ছিল না ফিলজফি করার তাও উনি করেছেন ... আই ডোন্ট মাইন্ড ...

দেবপ্রসাদ ঃ কিন্তু এই প্রতিটা ক্ষেত্রেই কি আমি ফিলজফি-র একটা স্টিপিউলেটেড মীনিং ধরে নিচ্ছি না?

মধুছন্দা ঃ স্টিপিউলেটেড মীনিং আমি ধরছি না কারণ ফিলজফি-র যে প্রশ্ন সেগুলোর মীনিং নিয়েই তো আলোচনা করছি।

দেবপ্রসাদ ঃ যখন আমি বলছি কোয়াইন ফিলজফি সংক্রান্ত আলোচনা করেননি ....

মধুছন্দা ঃ না তিনি করেছেন যখন বলছেন যে ইউনিভার্সালস্ আছে ...

দেবপ্রসাদ ঃ তার মানে একটা ডিভাইডিং প্র্যাকটিসে যাচ্ছি ...

মধুছন্দা ঃ এই যে অন্টোলজিক্যাল প্রশ্ন করা .... আচ্ছা কোন প্রশ্নগুলো ক্যারেক্টারিস্টিক্যালি ফিলোজফিক্যাল .... সত্যি আমরা এমন অনেক প্রশ্ন করি যেগুলো দর্শনের জগতের বাইরে ... সেইগুলোকে দর্শনেরই প্রশ্ন এইটা আমি বলতে পারি না .... আমি যদি হার্ট কি ক'রে চলে এই নিয়ে কথা বলি তাহলে কে আসবে আমার কাছে কেনই বা আসবে ....

দেবপ্রসাদ ঃ এখানে কি তাহলে স্পেশালিস্ট তৈরীর দিকে পপার বলছেন এগুলো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিভিশন আজকে তাহলে একজন ফিলজফার কেন একজন লিঙ্গুয়িস্ট-এর সঙ্গে কথা বলতে বলতে যাবেন .... একটা শেয়ার্ড জায়গা ....

মধুছন্দা ঃ হ্যাঁ শেয়ার্ড তো আছে ... কিন্তু আজকালকার ইন্টারডিসিপ্লিনারি স্টাডিজ নিয়ে আমার একটু মিসগিভিংস আছে ... তারা ফিলজফিও সিরিয়াসলি করছেন না, লিঙ্গুয়িস্টিক্সও ঠিকঠাক করছেন না বা নট ডুইং সিরিয়াস পলিটিক্যাল থিয়োরী .... নিজের কাজটাই ভালো করে বুঝিনি এখনো ....

দেবপ্রসাদ ঃ পল্লবগ্রাহীতার প্রসঙ্গ এখানে আসবে ....

মধুছন্দা ঃ এটা আমার খুবই পছন্দের কথা .... এটা আনপলিটিক্যাল। আমি জানি আমি খুব পলিটিক্যালি কারেক্ট কথা বলছি, বাট আই ডোন্ট কেয়ার .... এখন ধরা যাক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে কগনিটিভ সায়েন্স বলে একটা স্কুল হয়েছে ... সেখানে ভালো হচ্ছে .... ধরা যাক একজন কম্পিউটার সায়েনটিস্টকে একজন ফিলজফি অফ মাইন্ড-এর লোক কি জিজ্ঞেস করছেন — না হিউম্যান মাইন্ড তো এই সব কাজ করে আচ্ছা কম্পিউটার-ও কি তাইই করে .... তা না ক'রে আমি যদি কম্পিউটার সায়েন্সটাকেই বুঝে ফেলতে চাই — সেটা অসম্ভব — এখানে তুমি যদি বল স্পেশালাইজেশান হচ্ছে তবে তাই হচ্ছে ... কিন্তু এটা আমার সোশ্যাল ডিউটি।

দেবপ্রসাদ ঃ কিন্তু আমার প্রেফারেন্স-এর প্রশ্নটা কি থাকবে না?

মধুছন্দা ঃ নিশ্চই থাকবে .... আমাদের প্রশ্নগুলোকে তো আমরা ডিকনস্ট্রাক্ট করে শেষ করে দিচ্ছি। আমি তা ব'লে কাস্টিজম-এর কথা বলছি না, কিন্তু আমার সোশ্যাল অ্যাকাউন্টিবিলিটি আছে দার্শনিক হিসেবে আমার করণীয় কি?

দেবপ্রসাদ ঃ সাবজেক্ট হিসেবে আমার প্রেফারেন্স আছে .... এটা আমি মনে করি .....।